শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
প্রথম খণ্ড

৩৫

শ্রী শ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম খণ্ড

শ্রী চৈতন্য রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট

৭০-বি, রাসবিহারী এভিনিউ

কলিকাতা - ৭০০ ০২৬

কলিকাতা - রাসবিহারী এভিনিউ স্থিত
শ্রী চৈতন্য রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট হইতে
শ্রীপাদ ভক্তি সুন্দর ভারতী মহারাজ
কর্ত্তৃক প্রকাশিত

চতুর্থ সংস্করণ ২৪-৩-১৯৯৯
শ্রীল ভক্তি বিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজের
১০৫ তম আবির্ভাব তিথি

ভিক্ষা ২০ টাকা

Printed By © 31575
SRI LAXMI GANAPATHI BINDING WORKS
Main Road,
KOVVUR - 534 350

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

(বঙ্গাব্দ ১৩৩১ সাল পর্য্যন্ত)

প্রথম খণ্ড

সূচীপত্র

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥"

"আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং
সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্
তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদ-প্রকাশং সকলমপি হরেঃ
সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্
গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ ॥"

প্রকাশকের নিবেদন

মদীয় আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের শ্রীমুখ-বিগলিত হরিকথা-কীর্ত্তন শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য যাঁহারা লাভ করিয়াছেন এবং যাঁহারা নিরপেক্ষ নিঃশ্রেয়সপ্রার্থী হইয়া সুনীচতা ও সহিষ্ণুতার সহিত সেই চেতনময়ী বাণীর অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—শ্রীচৈতন্যদেবের এই শিক্ষা-বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহরূপে আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রকটিত ও প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছেন। যাঁহারা সেইপ্রকার নিরপেক্ষ নিঃশ্রেয়সপ্রার্থী হইতে পারেন নাই, তাঁহারাও তাঁহার অবিশ্রান্ত ও অদম্য হরিকথা-কীর্ত্তনৈকান্তিকতা দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন। এমন বহুসময় গিয়াছে, যখন শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রমত্ত হইয়া উঠিয়াছেন, তখন দিবা-রাত্রি, বিশ্রাম, ভোজন বা শ্রোতৃবর্গের অন্যান্য প্রয়োজনীয় জাগতিক কার্য্য-সম্পাদনের অত্যাবশ্যকতা প্রভৃতি কোন ব্যাপারই শ্রীল প্রভুপাদকে শ্রীচৈতন্যকথা-সুরধুনীর অবিরল বিতরণ-সম্পাত হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই।

জগতের অন্যান্য মনীষিগণ—লোক-প্রচারিত মহাপুরুষগণ অনেক-প্রকার সাধন, সিদ্ধি, বিভূতি, উপায় ও উপেয়ের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, নিজেরাও বহুবিধ পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্য-বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহরূপে প্রকটিত শ্রীলপ্রভুপাদের আদর্শে আমরা শ্রীহরি-কথা-কীর্ত্তন ব্যতীত জীবের অখিল-সংশয়গ্রন্থি-ছেদনের অপর কোন-

প্রকার অস্ত্র বা অপর কোনপ্রকার সাধন-সিদ্ধি বা উপায়-উপেয়ের কথা দেখিতে বা শুনিতে পাই নাই। তিনি কোন-প্রকার বুজ্‌রুগী বা বিভূতি প্রদর্শনপূর্ব্বক কোন লোককে আকর্ষণ করেন নাই; পরন্তু একমাত্র হরিকথা-কীর্ত্তনাস্ত্রদ্বারাই সমস্ত সংশয়-গ্রন্থি-ছেদনপূর্ব্বক শতসহস্র নিষ্কপট নিরপেক্ষ নির্ম্মলচরিত্র ব্যক্তিগণকে স্বীয় পাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়াছেন। হরিকথা-কীর্ত্তনই তাঁহার 'জীবাতু',—হরিকথা-কীর্ত্তনই তাঁহার যোগ, যাগ, ব্রত, জপ ও তপঃ,—হরিকথা-কীর্ত্তন-মন্ত্রে দীক্ষিত করাতেই তাঁহার অতিমর্ত্ত্য গুরুত্ব—হরিকথা-কীর্ত্তনরূপ আচারেই তাঁহার আচার্য্যত্ব। তাঁহার সকল উদ্দেশ্যের মূলমন্ত্র—হরিসঙ্কীর্ত্তন, তাঁহার মঠ-মন্দিরাদি-প্রতিষ্ঠা—কীর্ত্তন-যজ্ঞবেদী-প্রতিষ্ঠানমাত্র, তাঁহার মুদ্রাযন্ত্র, সাময়িকপত্র ও গ্রন্থরাজির প্রকাশ ও প্রচার—হরি-কীর্ত্তনবিস্তারমাত্র। গ্রামে-গ্রামে, নগরে-নগরে, দেশে-বিদেশে স্বয়ং পরিভ্রমণ এবং প্রচারকবর্গকে প্রেরণ—নিরন্তর কেবল হরিকীর্ত্তন-যজ্ঞে সমগ্র বিশ্বকে আমন্ত্রণ-মাত্র। তাঁহার শ্রীধাম-সেবা, পরবিদ্যাপীঠ-স্থাপন, ভক্তিশাস্ত্রের অধ্যাপন ও পরীক্ষা-প্রবর্ত্তন, লুপ্ত-তীর্থসমূহের উদ্ধার-সাধন, দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-সংস্থাপন, পরমার্থি-সমাজ-সংঘটন, ভাগবত-প্রদর্শনীর উদ্‌ঘাটন, পারমার্থিক সম্মেলন ও সাময়িক মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান, সমগ্র-ভারতে শ্রীচৈতন্যচরণচিহ্ন প্রকটন, গৌড়-ব্রজ-ক্ষেত্র-মণ্ডল-পরিক্রমণ, সকল-প্রচেষ্টারই মূল উদ্দেশ্য—কীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত অচৈতন্য-বিশ্বে শ্রীচৈতন্যকীর্ত্তন-সঞ্জীবনী-সঞ্চার। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজসূত্রে শ্রীল প্রভুপাদ বিশ্ববৈষ্ণবকে অর্থাৎ নিখিল চেতনসমূহকে এই কীর্ত্তন-যজ্ঞে আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহার কীর্ত্তন-ব্রত—বিশ্বের সকল-চেতনকে আমন্ত্রণ করিয়া—আলিঙ্গন করিয়া—আত্মসাৎ করিয়া; এজন্যই তাহা—কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন। তাঁহার ভাষায় আমরা বলিতে পারি, সেই কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই কলিকালে মহাধ্যান, মহাযজ্ঞ, মহার্চ্চন।

সংশ্রবণ হইলেই এই সঙ্কীর্ত্তন হয়, সংশ্রবণের অভাবে সঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত অন্যান্য পন্থার প্রতি অনুরাগ ও আদর পক্ষপাতিত্বই পোষণ করে।

শ্রীল প্রভুপাদের এই কীর্ত্তনকে আমরা সাধারণতঃ তিনটী শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া সত্যানুসন্ধিৎসু পারমার্থিকগণের আদেশে ও ইচ্ছায় খণ্ডে-খণ্ডে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। প্রথমতঃ, তিনি সাধারণ-সভাদিতে বক্তৃতামুখে যে-সকল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাই আমরা বর্ত্তমান সংস্করণে 'বক্তৃতাবলী' আখ্যা দিয়া প্রকাশ করিলাম। এতদ্ব্যতীত তাঁহার যে-সকল কীর্ত্তন বিশিষ্ট ও সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের সহিত কথোপ-কথনাকারে প্রকটিত হইয়াছে, তাহা 'প্রভুপাদের কথোপকথন' নাম দিয়া দ্বিতীয়প্রকার শ্রেণীবিভাগে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা পোষণ করি। আবার, অনেক পরমার্থ-পিপাসুর প্রশ্নের উত্তরে প্রভুপাদ যে-সকল মীমাংসা ও সিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেইসকল মীমাংসা ও সিদ্ধান্তরাজি আমরা 'প্রশ্নোত্তরমালা' নাম দিয়া তৃতীয়প্রকার শ্রেণীবিভাগে ভবিষ্যতে প্রকাশ করিব,—এরূপ একটী ইচ্ছাও আছে। এইসকল ছাড়াও শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার পত্রাবলীর মধ্যে যে-সকল উপদেশ এবং প্রবন্ধাবলীর মধ্যে যে-সকল অমূল্য সিদ্ধান্তসম্পৎ সম্পুটিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাও আমরা পৃথগ্‌ভাবে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিব,—এরূপ আশাবন্ধ পোষণ করিতেছি।

যে-সকল আধ্যাক্ষিক-সম্প্রদায় বলেন যে, শ্রীচৈতন্য-দেবের স্বহস্ত-লিখিত কোন গ্রন্থ না থাকায় বা শ্রীচৈতন্যের বাণী বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক-বিধির অনুযায়ী সাঙ্কেতিক সংক্ষেপ-লিপিতে লিপিবদ্ধ হইতে না পারায় শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত অভিলাষ জানা যায় না, সেই আধ্যক্ষিকগণের তাদৃশ মনোভাবও শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলীতে, বাহ্য আকারে ও আভ্যন্তরীণ বিচারে, উভয়ভাবেই নিরস্ত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরবর্ত্তিকালে স্মৃতিপট হইতে লিখিত প্রবন্ধরাজি নহে ; পরন্তু, প্রভুপাদের বক্তৃতা-কালে বা উপদেশ-কালে যতদূর সম্ভব পত্র-মধ্যে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধরূপে সংরক্ষিত অবস্থা হইতে অবিকল প্রবন্ধাকারে লিখিত।

এই 'বক্তৃতাবলী'র প্রথমখণ্ডে প্রকাশিত 'বৈষ্ণবদর্শন' ও 'শ্রীব্যাস-পূজায় প্রতিসম্ভাষণ'-নামক অভিভাষণদ্বয় প্রভুপাদের ভাষিত শ্রুত-লিখন-প্রণালীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বঙ্গাব্দ ১৩৩০ সালে চম্পাহট্টে শ্রীগৌর-গদাধর-মন্দির-প্রাঙ্গণে শ্রীল প্রভুপাদের 'কালধর্ম্ম'-নামক বক্তৃতা হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি তাঁহার বহু বক্তৃতাই সাঙ্কেতিক সংক্ষেপ-লিখন-প্রণালীর অনুসরণে শ্রীল প্রভুপাদেরই অনুকম্পা-সমৃদ্ধ বঙ্গভাষায় একমাত্র পারমার্থিক সাপ্তাহিক সুপ্রসিদ্ধ 'গৌড়ীয়'-পত্রের সুযোগ্য সম্পাদকবর পণ্ডিত-বাগ্মিপ্রবর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়-কর্ত্তৃক অবিকলভাবে লিপিবদ্ধ করাইবার অতীব দুরূহ প্রয়াস করা হইতেছে এবং সেইসকল বক্তৃতা 'শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার চুম্বক'-নামে উক্ত 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক-পত্রে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। ইহার পূর্ব্বেও শ্রীল প্রভুপাদ অসংখ্য বক্তৃতা ও উপদেশ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন ; কিন্তু তন্মধ্যে কতকগুলি শ্রুত-লিখন-প্রণালী-অনুসারে লিপিবদ্ধ হইলেও তাঁহার বক্তৃতা-কালে আমরা সাঙ্কেতিক সংক্ষেপ-লিখন-প্রণালীতে লিপিবদ্ধ করাইতে ইতঃপূর্ব্বে আর সেরূপভাবে পারি নাই। শ্রীল প্রভুপাদের ঐসকল বক্তৃতাগুলিও সংরক্ষিত হইতে পারিলে পারমার্থিক-জগতের অমূল্য সম্পৎ ও ভক্তিসিদ্ধান্তভাণ্ডার আরও প্রচুররূপে বর্দ্ধিতাকারে আমরা দেখিতে পাইতাম।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী—নিত্য স্বাধ্যায়ের জিনিষ। যাঁহারা কেবল আধুনিক সাহিত্য-বাগাড়ম্বরের মাকাল-ফলে প্রলুব্ধ, তাঁহারা এইসকল বক্তৃতাকে প্রথম-মুখে আদর করিতে না পারিলেও, আমরা দৃঢ়তার সহিত

বলিতে পারি, উহাদের মধ্যে বর্ত্তমান ও অনন্ত ভাবি-জগতের অক্ষয় মঙ্গল-নিদান নিহিত রহিয়াছে। আধুনিক লঘু সাহিত্য ও গ্রাম্যকথা-সাহিত্য পাঠ করিতে করিতে আমাদের এইরূপ মনোগতি হইয়াছে যে, আমরা আমাদের নিত্যমঙ্গলের নিদানস্বরূপ হরিকথা-সাহিত্য আলোচনা ও অনুধ্যান করিতে অত্যন্ত বীতরাগ হইয়া পড়িয়াছি! আমরা কোন সুদার্শনিক সাহিত্যের আলোচনার দ্বারোদ্‌ঘাটনের পূর্ব্বেই তাঁহার ভাষা বা পরিভাষার কাঠিন্যপ্রভৃতির অজুহাৎ দেখাইয়া পরমার্থানুশীলন হইতে বিরত হইবার আন্তরিক প্রবণতা প্রকাশ করিয়া ফেলি। অনেক-সময় ধর্ম্ম বা পরমার্থের নামে আধুনিক ভাব ও ভাষায় মণ্ডিত মনোধর্ম্মপর উত্তেজক উক্তিসমূহ বা বালপ্রবোধিনী উপমাময় উক্তিসমূহ আমাদিগের অধিকতর ইন্দ্রিয়তর্পণ বিধান করে বলিয়া আমরা তাহাতেই অধিকতর আকৃষ্ট হই। কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি যে, অত্যন্ত নিরক্ষর ও ভাষা-জ্ঞান-হীন ব্যক্তিও সত্যানুসন্ধিৎসা এবং সাধু-গুরু-সঙ্গে সিদ্ধান্ত-শ্রবণ ও নিষ্কপট সেবাময় জীবন-যাপনের ফলে শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী স্বয়ং বুঝিয়া অপরকে বেশ বুঝাইতে পারিতেছেন। ভাষার বাহ্য কাঠিন্যের অজুহাৎ কোন-কালেই সত্যানুসন্ধিৎসুকে সত্যের সংশ্রব বা উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত করে নাই বা করে না। অতএব আমরা সেই-সকল প্রত্যক্ষ-প্রমাণিত আদর্শের অনুসরণ করিয়া সকল-শ্রেণীর পাঠক ও শ্রোতাকেই শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী আলোচনা করিতে অনুরোধ করিতে পারি। ফলপ্রাপ্তিতে প্রচুর-লাভবান্ হইয়া তাঁহারাও শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলীর অসমোর্দ্ধ উপকারিতা বিশ্বে দিকে-দিকে প্রচার করিবার দীক্ষা-ব্রত গ্রহণ করিবেন।

এই বক্তৃতাবলীর অবিকল সংগ্রহ ও প্রবন্ধাকারে বিষয়াবলীর গুম্ফন-কার্য্যাদিতে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ বি-এ, এবং

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, মহোদয়দ্বয় যে ঐকান্তিকী মহতী গুরুসেবার উত্তম আদর্শ প্রদর্শন এবং জীবজগতের যে অক্ষয় অবর্ণনীয় মহোপকার সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য সমগ্র পারমার্থিক সমাজ তাঁহাদের নিকট অপরিশোধ্য-ঋণ-পাশে চিরকাল আবদ্ধ থাকিবেন। তাঁহাদের অনুপম দৃঢ় গুরুসেবাগ্রহ ব্যতীত আমরা এই বক্তৃতা-মন্দাকিনী কখনও গৌড়ীয়-সাহিত্য-ভূতলে অবতীর্ণ ও প্রকাশিত দেখিতে পাইতাম না।

পরিশেষে, আমরা ঢাকা-নগরীর নবাবপুরস্থিত সুপ্রসিদ্ধ 'মনোমোহন' প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে ভক্তিভূষণ মহোদয়ের বদান্যতা ও সত্যপ্রচার-চেষ্টাকে অভিনন্দিত করিতেছি। তাঁহার সম্পূর্ণ আন্তরিক সদুদ্দেশ্য এবং অক্লান্ত অর্থব্যয় ও শ্রম-ফলেই শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী আজ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবজগতে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবার সুযোগ লাভ করিলেন। সমগ্র বৈষ্ণবজগৎ তাঁহার এই সেবা চেষ্টায় বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন। তাঁহার এই সেবা-চেষ্টার ফল শত শত দেবমন্দিরাদির নির্ম্মাণ অপেক্ষাও জগতে অধিকতর পর ও আত্ম কল্যাণকর হইবে। তাঁহার সম্পূর্ণ অর্থানুকূল্য, সদিচ্ছা ও উৎসাহের ফলরূপে অচিরেই বক্তৃতাবলীর দ্বিতীয়খণ্ডও বৈষ্ণবজগৎ দেখিতে পাইবেন।

আমরা শ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণে প্রণত হইয়া এই বক্তৃতাবলীর অনুশীলন ও অনুসরণকে যেন জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারি,—ইহাই প্রার্থনা।

কলিকাতা, বাগ্‌বাজার
মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী
গৌরাব্দ ৪৪৪

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীকুঞ্জবিহারি-বিদ্যাভূষণ
শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-রক্ষক।

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
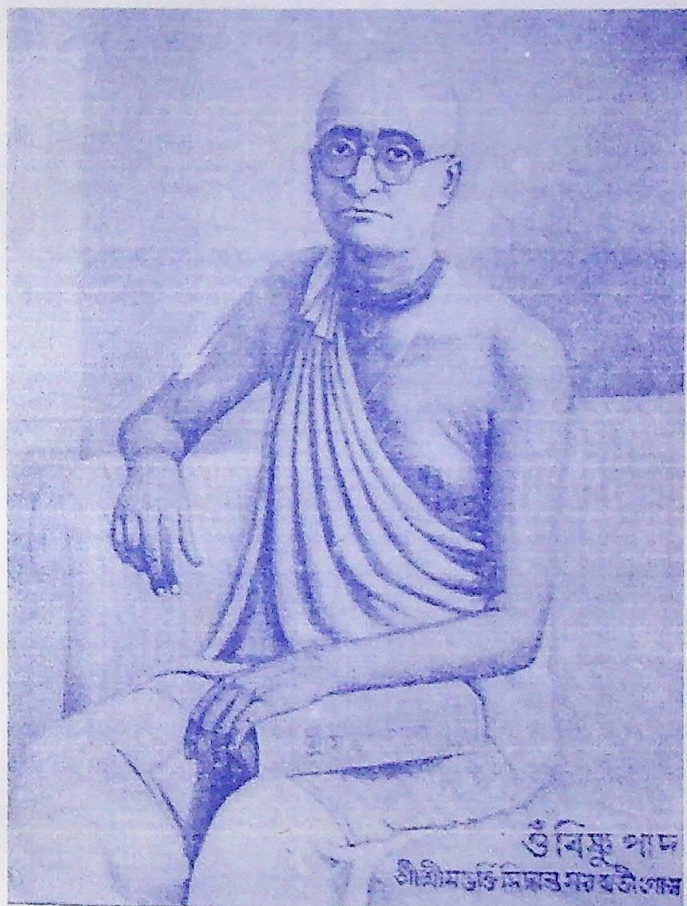
শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রথম খণ্ড

বৈষ্ণব দর্শন

স্থান—টাউন্‌হল্‌, কৃষ্ণনগর

সময়—২৯শে বৈশাখ, ১৩২৫ (নদীয়া-সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশনোপলক্ষে)

দর্শনের সংজ্ঞা এবং অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের কার্য্য ও বৈশিষ্ট্য-বর্ণন

দৃশ্যবস্তুর সহিত দ্রষ্টার সম্বন্ধস্থাপনকে 'দর্শন' বলে। সাধারণতঃ যে করণের সাহায্যে বস্তু পরিদৃষ্ট হয়, দ্রষ্টার সেই ইন্দ্রিয়কে 'চক্ষু' বলে। অক্ষি-দ্বারা বস্তুর বাহ্যরূপ ও আকারাদির অনুভূতি হয়। বস্তু-সম্বন্ধে বাহ্যজ্ঞান লাভ করিতে হইলে চক্ষু-নামক জ্ঞানেন্দ্রিয় বা করণের সাহায্য আবশ্যক। কেবল চক্ষু থাকিলেই যে দর্শন-কার্য্য সম্পন্ন হয়, এরূপ নহে। কারণরূপে চক্ষুর অভিভাবকের বা চালকরূপে অপর একটী বাহ্যেন্দ্রিয়পতির অবস্থান আমরা বুঝিতে পারি। দর্শনক্রিয়ার কারণ-রূপে চক্ষুর অধিষ্ঠান থাকিলেও তাহার কারণরূপে মনের প্রতিষ্ঠান অবশ্যই স্বীকার্য্য। চক্ষুর্দ্বারা দর্শনে যেস্থলে বাধা নাই, এমত স্থলেও যাহার কর্তৃত্বা-ভাবে চক্ষু কার্য্য করে না, তাহাই 'মন' বলিয়া সংজ্ঞিত। মন যে কেবল চক্ষুর নায়ক, তাহাও নহে। মনের অধীনতায় চক্ষুর ন্যায় আরও চারিটী

জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে। তাহাদের দ্বারা মন বস্তুবিষয়ে ভিন্ন-ভিন্ন অনুভূতি সংগ্রহ করেন। বস্তুর বাহ্য রূপ বা আকারাদি না থাকিলে বা বস্তুর ক্ষুদ্রত্ব, বৃহত্ত্ব বা আবরণ-যোগ্যতা থাকিলে অথবা অভিঘাত ও সুদূরাবস্থিতি ঘটিলে অনেকসময় চক্ষুর অধিষ্ঠান-সত্ত্বেও বাহ্যবস্তুর প্রতীত হয় না। বাহ্যবস্তুর অধিষ্ঠান অপর চারিটী ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেও উপলব্ধ হয়। জ্ঞানসংগ্রহোপযোগী করণ বা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ইন্দ্রিয়পতি মন বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের স্বতন্ত্রভাবে অননুভূত বস্তুরও ধারণা করিতে সমর্থ হন। মুখ্যভাবে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি যে অনুভব সংগ্রহ করিতে অসমর্থ, তাহাও মন করণসমষ্টি-বলে প্রত্যক্ষ-পথ ব্যতীত অনুমান-পথে নিরূপণ করিতে পারেন। প্রত্যক্ষ-দর্শনাদি যদিও একমাত্র স্বানুভব-পথ, তথাপি দোষদুষ্ট না হইলে অনুমিতিও প্রত্যক্ষের সহায়তা করে। কিন্তু প্রত্যক্ষও কোন-কোন সময়ে সত্যের অপলাপ করিয়া মনকে বস্তুর সত্যানুভূতি-সংগ্রহে বঞ্চনা করে। মাদকদ্রব্যাদির সহযোগে করণের দ্বারা অনুভূতি অনেকসময়ে ভ্রান্তির কারণ হয়।

দর্শন-শব্দে সাধারণতঃ চক্ষুর কার্য্য বুঝাইলেও অপরেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত বস্তুর প্রতীতিও 'দর্শন' নামে আখ্যাত হয়। জড়ীয় বস্তুসত্তার দর্শনকে 'জড়বিজ্ঞান' এবং জড়াতীত চেতনাভাস বস্তুসত্তার দর্শনকে 'মনোবিজ্ঞান' বলিয়া উক্ত করা হয়। ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রসমূহে, মনের কারণরূপে বুদ্ধি, বুদ্ধির কারণরূপে অহঙ্কার, অহঙ্কারের কারণরূপে চিত্ত বা মহত্তত্ত্ব এবং চিত্তের কারণরূপে প্রকৃতি বা অব্যক্ত-তত্ত্বের নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতি, চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মন—অংশাংশিরূপে ক্রমান্বয়ে অবস্থিত। দ্রব্যে কর্ত্তৃসত্তার অভাব থাকিলে তাহাকে দ্রষ্টৃশক্তি-রহিত 'জড়' এবং দ্রব্যে কর্ত্তৃসত্তার বা চেতনের অস্তিত্ব ও দ্রষ্টৃত্ব পাওয়া গেলে, সেই চেতনই ক্রমশঃ বিকৃত হইয়া চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মনরূপে কথিত হয়।

ষোড়শ দর্শন

পুরাকালে ভারতে ছয়টী বিভিন্ন দর্শন প্রসিদ্ধি লাভ করে,—কণাদের বৈশেষিক-দর্শন, গৌতমের ন্যায়-দর্শন, কপিলের সাংখ্য-দর্শন, পতঞ্জলির যোগ-দর্শন, জৈমিনির পূর্ব্ব-মীমাংসা-দর্শন এবং বেদব্যাসের বেদান্ত-দর্শন। এতদ্ব্যতীত মধ্যযুগে চার্ব্বাকের নাস্তিক্য-দর্শন, নকুলীশ পাশুপত-দর্শন, রসেশ্বর-দর্শন, অর্হৎ-দর্শন, সুগত-দর্শন প্রভৃতি আরও দশপ্রকার দার্শনিক মতসমূহের ন্যূনাধিক পরিচয় সায়নাচার্য্যের গ্রন্থ হইতে জানা যায়। প্রত্যেক দর্শনের স্থাপ্য বিষয়গুলির তারতম্য-গত গবেষণা অত্র সমগ্রভাবে আলোচনা করা সম্ভব নহে বলিয়া আমরা তাহা করিতে অগ্রসর হইলাম না। কেবলমাত্র উত্তরমীমাংসা বা শ্রীবেদব্যাসকৃত বেদান্ত-দর্শনের প্রারম্ভিক আলোচনা আমাদের আরব্ধ বিষয়ের মূল আকর-জ্ঞানে তৎসম্বন্ধে কিছু বলিবার আবশ্যকতা আছে।

বেদান্তের প্রমাণ ও প্রমেয়-বিষয়ে আলোচনা

বেদের শিরোভাগ 'উপনিষৎ' বলিয়া পরিচিত। ঐ উপনিষৎ তাৎপর্য্য ধারাবাহিকভাবে প্রকৃত দ্রষ্টার দর্শনে উপলব্ধ হইবে না বলিয়া উপনিষদবলম্বনেই ব্যাসদেব 'ব্রহ্মসূত্র'-নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাই উত্তর-মীমাংসা, শারীরক সূত্র বা বেদান্তদর্শন-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অন্যান্য দার্শনিকগণের পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন করিয়া শব্দ বা শ্রুতির আপ্তবাক্যকে মূল-প্রমাণরূপে গ্রহণপূর্ব্বক প্রত্যক্ষ ও অনুমিতিকে তাহার সোদরজ্ঞানে শ্রীব্যাস বেদপ্রতিপাদ্য সিদ্ধান্ত বর্ণন করিয়াছেন। ভারতীয় বৈদিক-ধর্ম্মপ্রণালীসমূহ সমস্তই ন্যূনাধিক বেদান্তদর্শনাবলম্বনে গঠিত। এই শারীরক-মীমাংসার ব্যাখ্যাতৃরূপে আমরা অসংখ্য ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককারকে দেখিতে পাই; তন্মধ্যে প্রাচীন ব্যাখ্যাতা বৌধায়ন, টঙ্ক,

ভারুচি, দ্রমিড় প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য-প্রভৃতি অনেকেই শারীরক-ভাষ্য প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া বেদান্তাচার্য্য বলিয়া আদৃত আছেন। পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতও এই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য বলিয়া সারগ্রাহি-বিদ্বৎসমাজে উদাহৃত হন। যাদবাচার্য্য, প্রভাকর ও ভাস্করভট্ট প্রভৃতি মনীষিগণও বেদান্তের শিক্ষকরূপে কতিপয় গ্রন্থ ও মতভেদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের অনুগামি-সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা আনন্দগিরি ও সায়ন-মাধবপ্রভৃতির লেখনীতে এবং বাচস্পতিমিশ্রের 'ভামতি'-টীকাদিতে কেবলাদ্বৈত-মতেরই পুষ্টি লক্ষ্য করি। ব্রহ্মসূত্র বা উত্তরমীমাংসাবলম্বনে কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে নির্ব্বিশেষ-বিশ্বাস-মূলক কেবলাদ্বৈত-মতের বিরুদ্ধে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব লক্ষ্য ও বিশ্বাস করিয়াছিলেন—এমন অনেকগুলি শেমুষীসম্পন্ন ভগবৎ-পরায়ণ আচার্য্যের উদয় হইয়াছিল। তাঁহারাই সবিশেষ-ব্রহ্মদর্শনের রক্ষক ও প্রচারক। তাঁহারা কেবলমাত্র খণ্ড দার্শনিক নহেন, পরন্তু সম্বন্ধজ্ঞান-বিশিষ্ট ও সিদ্ধান্তপারঙ্গত, সুতরাং বাস্তবসত্যবস্তু-সম্বন্ধি অভিধেয় ও প্রয়োজনদর্শনেও বিমুখ ছিলেন না।

বিবর্ত্তবুদ্ধির দৃষ্টান্ত ও কারণ-বিচার—

পুরাকালে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ এরূপ ধারণা করিতেন যে, এই বিশ্বের কেন্দ্রেই আমাদের আধার ও আবাসস্থলী ধরণী অবস্থিতা এবং তাহাকেই কেন্দ্রত্বে বরণ করিয়া সূর্য্য, গ্রহ ও নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কপুঞ্জ আবর্ত্তন করিতেছেন। কিন্তু অভিজ্ঞতা ও সূক্ষ্মালোচনার ফলে তাঁহাদের সেই ধারণা পরে পরিবর্ত্তিত হওয়ায় তাঁহারাই জানিয়াছেন যে, প্রকৃতপ্রস্তাবে আমাদিগকে বক্ষে ধরিয়া যে মহীতল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল-কেন্দ্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাহাকেও, বুধগ্রহ বা শুক্রগ্রহের ন্যায়, শুক্রগ্রহ ও

কুজগ্রহের মধ্যাকাশে সূর্য্যদেবকে কেন্দ্র করিয়া প্রত্যেক সৌরবর্ষে একবার পরিভ্রমণ করিতে হয়। পৃথ্বীস্থিত দ্রষ্টা নিজস্থানে বিশ্বের কেন্দ্র স্থাপন করিতে গিয়া যেরূপ ভ্রমপূর্ণ জ্ঞান আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভ্রান্ত-বিশ্বাস-ভরে জড়-বৈজ্ঞানিকগণ নিজেদের স্থূলশরীরকেই ভোগের কেন্দ্র জ্ঞান করিয়া ভোক্তৃত্বে বা বিষয়ত্বে বিশ্বাস করিয়াছেন। মনোবিজ্ঞান-বিদ্‌গণও জড়বিজ্ঞানে মনের প্রভুত্ব দেখিতে পাইয়া সেই জড়শরীরের কেন্দ্রে মনের অবস্থিতি জ্ঞান করিয়া দ্রষ্টৃরূপে মনশ্চক্ষে জড়কে দৃশ্যস্থানীয় জানিয়া সুষ্ঠুভাবে অবলোকন করিতেছেন। জড়বস্তু কিছু মনকে দেখেন না বা বুঝেন না, পরন্তু মনই জড়কে দেখেন,—এইরূপ প্রতীতি তাঁহাদের প্রবল! বস্তুতঃ মনন-শক্তির অভাবে জড়চক্ষুতে জড়োপাদানমাত্র অবস্থিত হওয়ায় তাদৃশ দর্শনক্রিয়া-শক্তি-রহিত কেবলমাত্র জড়োপাদানে কখনও মনকে বা চক্ষুকে দেখিতে পায় না। মননশক্তির অভাবে অন্যান্য সকল ইন্দ্রিয়ই এইরূপ ক্রিয়া-শক্তিবিহীন হইয়া পড়ে।

নানা-দেশের বিভিন্ন দার্শনিকগণের মতালোচনা

জীবের পরলোকে বিশ্বাসহীন চার্ব্বাক, জড়রসানন্দী এপিকিউরাস্, অজ্ঞেয়তা-বাদী এগ্‌নষ্টিক্ হাক্স্‌লে, পারলৌকিক বিশ্বাসে সন্দেহবাদী স্কেপ্টিক্‌গণ, দিব্যজ্ঞানবাদী হেগেল্, সপেন্‌হয়ার্ ও ক্যাণ্ট-প্রমুখ মনীষি-বৃন্দ, সক্রেটিস্, প্লেটো, এগ্লাটুন্ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রীক্ দার্শনিকগণ এবং অস্মদ্দেশীয় দার্শনিকগণ অনেকেই মনোবিজ্ঞান বা দর্শনশাস্ত্রের সেবায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, এবং নিজ-নিজ অভিজ্ঞতা জগৎকে দেখাইয়া স্ব-স্ব-সাম্প্রদায়িক কৈঙ্কর্য্যে বস্তু দর্শন করিতে শিখিয়াছেন। তাঁহারা নিজ-নিজ-মনোময় অভিজ্ঞতাকে বহুমাননপূর্ব্বক চিন্তাস্রোতের কেন্দ্রে বসাইয়া, বস্তু দেখাইতে গিয়া বিভিন্নস্থানস্থিত দ্রষ্টৃবর্গের চক্ষে

ভ্রান্তিজনক বিভিন্ন চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন মাত্র। একপ্রকার দর্শন অন্যের দর্শনের সহিত বিরোধ করায় নানা-প্রকার বিবদমান দর্শন বা দার্শনিক মতবাদসমূহ শ্রোতৃবর্গকে স্ব-স্ব-বিপণীতে টানিয়া লইবার প্রযত্ন করিয়া আসিতেছে। যাঁহাদের চিত্তবৃত্তিরূপা বাসস্থলী যে দার্শনিকের মত-বিপণীর সন্নিকট, তাঁহারা, পুরাকালের অজ্ঞ জ্যোতিষিগণের ন্যায়, একমাত্র তাঁহাকেই দর্শনরাজ্যের কেন্দ্রে অবস্থিত বলিয়া ভ্রমময়ী ধারণার পুষ্টি সাধন করিতেছেন। যাঁহারা দার্শনিকমণ্ডলীর বিভিন্ন বিপণীস্থিত বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য দেখিতেছেন, তাঁহারা স্ব-স্ব-যোগ্যতানুরূপ সেই সেই দ্রব্যে নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতেছেন।

বিবর্ত্তবাদীর ও নির্ব্বিশেষবাদীর চেষ্টা

যেরূপ জ্যোতিষিগণ পুরাকালে আমাদের পৃথিবীকেই অন্যান্য সকল-জ্যোতিষ্কের কেন্দ্র বলিয়া মনে করিতেন, যেরূপ মানবগণ পুরাকালে আমাদের দেহাধারকেই সকল অনুভবের মধ্যবর্ত্তী মনে করিতেন, তদ্রূপ দার্শনিকগণও প্রাথমিকজ্ঞানবিকাশক্রমে দ্রষ্টৃ-মনকেই 'আত্মা' বা যাবতীয় বস্তুবিচারের কেন্দ্র বলিয়া জ্ঞান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাদৃশ বিচার-ফলেই বেদান্ত-দর্শনে অহংগ্রহোপাসনা বা মায়াবাদ স্থান পাইয়াছে। 'বেদান্ত' বলিলেই কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে কেবলাদ্বৈতবাদ, জীবেশ্বরৈক্যবাদ জড়চিদৈক্যবাদ, বিবর্ত্তবাদ, নিঃশক্তিকবাদ, সগুণ-নির্গুণৈক্যবাদ, নির্ভেদ-ব্রহ্মবাদ, নির্ব্বিশেষবাদ প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ মতবাদসমূহ বিশ্বজনীন উদার বিচারপুষ্ট বলিয়া দর্শনশাস্ত্রার্থিগণের নয়ন আবরণ করিয়া আসিতেছে, এবং সবিশেষ চিদ্বিচিত্রানুভূতি-পর শুদ্ধাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈতপ্রভৃতি সিদ্ধান্ত বেদান্তের প্রতিপাদ্য নহে বলিয়া প্রতিপাদন করিবার জন্য অসংখ্য সঙ্কীর্ণ চেষ্টা প্রকৃত উদার বিশ্বজনীন অসাম্প্রদায়িকতাকে বিপন্ন করিয়াছে ও করিতেছে।

মায়াবাদিগণের কুচেষ্টার কথা

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয়-কাল হইতে আরম্ভ করিয়া সায়ন বা বিদ্যারণ্য-ভারতীর শেষদশা পর্য্যন্ত কেবলাদ্বৈতবিচারপর বৈদান্তিক-গণের সাম্প্রদায়িক ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, জীবাত্মাকে পরমাত্মা ও জগৎকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপাদন, আংশিক দর্শন বা খণ্ডজ্ঞানের সাহায্যে পূর্ণত্বের কল্পনা, জড়ীয় অখণ্ড দেশকালাদিকে পূর্ণবস্তুত্বে স্থাপন এবং বিষয়াশ্রয়-বিবেকাভাবে বাস্তব সত্যবস্তুকে নীরসতার আধার বলিয়া স্থাপন করিবার অসংখ্যপ্রকার প্রয়াসে জগতের বৃথা কালক্ষেপমাত্র হইয়াছে। বাস্তববস্তুদর্শনের ছলনায় খণ্ড-জ্ঞানকে পূর্ণজ্ঞান, সগুণকে নির্গুণ বা গুণাতীতজ্ঞান প্রভৃতি বিবর্ত্তমূলক মনোধর্ম্মে লোকে ব্যাপৃত থাকায় পরমসত্যদর্শন আচ্ছাদিত হইয়াছিল যদিও শ্রীশঙ্করপ্রমুখ দার্শনিক মনীষিগণ বেদান্তদর্শনে জড়ীয় ভেদ-দর্শনসমূহ নিরাস করিয়াছেন, তাহা হইলেও দ্রষ্টা, ভোক্তৃ বা বিষয়রূপে জীবাত্মাকে এবং দৃশ্য, ভোগ্য বা আশ্রয়রূপে জগৎকে প্রতিষ্ঠা করায় তাঁহারা পরমসত্যের বিচিত্রবিলাস হইতে দূরে অবস্থিত। এই পরমসত্যের দর্শন প্রদর্শন করিবার জন্যই স্বয়ংরূপ বস্তু স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছিলেন;—তাঁহাকে অন্য কোন ইতর শক্তির অপেক্ষায় বা সহায়তায় প্রকাশিত হইতে হয় নাই।

সর্ব্বমতবাদ-নিরপেক্ষ শ্রীমদ্ভাগবত ও ভাগবত-দর্শন

জড় হইতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ-মূলক পরাক্‌পথে বস্তু নির্দ্দেশ করিবার প্রতিপক্ষে অপরোক্ষ প্রত্যক্‌পথের মহিমা একমাত্র বৈষ্ণবদর্শনেই নিহিত আছে। ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শনের অকৃত্রিমভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থই 'সর্ব্বদর্শন-শিরোমণি' বলিয়া বিদ্বৎপরমহংস-সমাজে

অনাদিকাল হইতে সুপ্রসিদ্ধ; যেহেতু, যাবতীয় দার্শনিক তথ্য এই সর্ব্ব-বেদান্তসার গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। আপেক্ষিক অস্মিতার অভিমানে, আপেক্ষিক কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া, আপেক্ষিক করণের দ্বারা, আপেক্ষিক বস্তুকে সম্প্রদান করিয়া, আপেক্ষিক বস্তু-সমূহ হইতে নিরপেক্ষ থাকিয়া, আপেক্ষিক বস্তুর সম্বন্ধে, আপেক্ষিক আধারে দর্শন করিতে গেলে পরমসত্যবস্তুর দর্শন-লাভ যে ঘটে না, ইহা বিস্মৃত হইলে অর্থাৎ বস্তুদর্শন-কালে বিশেষরূপে নিরপেক্ষ না হইলে প্রত্যেক দ্রষ্টাই বস্তুর সচ্চিদানন্দবিগ্রহ-দর্শনে বিমুখ হইবেন। যাঁহারা মায়া-দ্বারা বা খণ্ডজ্ঞানপ্রতীতির সাহায্যে বস্তুদর্শনে ব্যস্ত, তাঁহারাই মায়াবাদি-বৈদান্তিক; আর যাঁহারা মায়াবাদীর অধীনতা-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বাস্তব-বস্তুর চিদ্‌বিলাসস্বরূপ দর্শন করেন, তাঁহারাই তত্ত্ববিৎ বা 'বৈষ্ণব'। সেই তত্ত্ব কেবল 'মায়া' নহেন, পরন্তু অখণ্ড পরম-সত্য, পূর্ণ ও অবিমিশ্র চিৎ এবং অনুপাদেয়তা-রহিত ঘনানন্দ অদ্বয়জ্ঞান।

মায়াবাদীর দর্শনবিচার

মায়াবাদী বস্তু দর্শন করিতে গিয়া কেবলমাত্র মায়ার আশ্রয়ে দৃশ্য দর্শন করেন। ব্যবহারিক পরিচয়ের মিথ্যাত্ব প্রবল হইয়া তাঁহাকে বাস্তব-বস্তুর স্বরূপ দেখিতে দেয় না। ফলতঃ, খণ্ডজ্ঞানে খণ্ডজ্ঞানী কখনই সত্যবস্তু দেখিতে পান না। সুতরাং তর্ক আসিয়া তাহাকে খণ্ডবস্তুর ভ্রান্ত দ্রষ্টা ও খণ্ডবস্তুপ্রতীতির মিথ্যাত্ব জ্ঞান করাইয়া নিত্যসত্যজ্ঞান হইতে বিপথগামী করায়। তত্ত্ববিৎ জগৎকে 'মিথ্যা' মনে করেন না, বস্তুর বহিঃখণ্ডপ্রতীতিজন্য 'তাৎকালিক' বা 'নশ্বর' বলিয়া থাকেন। যাহাকে পরিমিত করা যায়, তাহাই মায়া-গঠিত বা সঙ্কোচ-ধর্ম্মযুক্ত। দ্রষ্টা যখনই তত্ত্ব ভুলিয়া মায়ার সাহায্যে বাহ্যবস্তুসমূহ নিরীক্ষণ করেন, তখনই জাড্য

আসিয়া দৃশ্যবস্তুর নানাত্ব দেখাইয়া তাহাকে বিষয় ও দৃশ্যবস্তুসমূহকে আশ্রয়, অবলম্বন বা দর্শনের আধার বলিয়া মনে করায়। মায়া বা পরিমিতি-শক্তি—বস্তুরই শক্তিবিশেষ। সেই শক্তি-পরিচালিত হইয়া দ্রষ্টা দৃশ্যবস্তু নানাত্ব ও তাহাদের ভোগোপকরণত্ব দর্শন করে।

মায়াশক্তির বিকার

বস্তুর স্থূলত্ব-প্রসবিনী মায়া-শক্তির ক্রিয়া দ্রষ্টৃজীবের অস্মিতার কার্য্য করিবার অবকাশ পাইলেই তাহাকে চিত্ত বা মহত্ত্বরূপে পরিণত করে এবং চিত্ত পরিণত হইয়া অহঙ্কার, অহঙ্কার পরিণত হইয়া বুদ্ধি এবং বুদ্ধি পরিণত হইয়া করণপতি মনরূপে পরিণত হয়।

মায়াবাদী ও তত্ত্ববাদীর পরস্পর বিচার-ভেদ

মায়াবাদী মায়ার আশ্রয়ে ভেদজ্ঞানযুক্ত হইয়া বলেন,—দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনে বাস্তব-ভেদ নাই এবং বস্তুতে স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ নাই। কিন্তু তত্ত্ববাদী অদ্বয়-জ্ঞানাশ্রয়ে বলেন,—তত্ত্ববস্তু ভগবানে সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদিকা পূর্ণ উপাদেয় শক্তি নিত্যবিরাজমানা। তত্ত্ববাদী অদ্বয়জ্ঞানাশ্রয়ে ব্রহ্ম ও পরমাত্মাকে ভগবত্তা হইতে তত্ত্বতঃ পৃথক্ দর্শন করেন না। তত্ত্ববাদী বাস্তব-বস্তুকে 'সচ্চিদানন্দ বিষ্ণুতত্ত্ব' বলিয়া দর্শন করেন। বিষ্ণুতত্ত্বে স্বগত নিত্যশক্তি-বৈচিত্র্যময়ী লীলা আছে এবং তৎসহ চিজ্জাতীয় জীবশক্তি-পরিণত জৈবজগতে সজাতীয় ও অচিচ্ছক্তি-পরিণত বহির্জ্জগতে বিজাতীয় ভেদ দৃষ্ট হয়। বস্তু ও তচ্ছক্তি পরস্পর ভিন্ন না হইলেও অচিন্ত্যশক্তিবলে সেই বিষ্ণুতেই চিৎপ্রকাশিনী ও অচিৎসর্গ-জননীরূপে উভয় শক্তিই নিত্যবর্ত্তমানা। বেদান্তদর্শন কেবল মায়াবাদিগণের কাল্পনিক মায়িক আংশিক দর্শনমাত্র নহেন, পরন্তু বেদান্তদর্শনে

চিদচিদীশ্বর বিষ্ণুতত্ত্বই স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিবলে চতুর্বিধ বৈশিষ্ট্যে অবস্থিত বলিয়া দৃষ্ট হন।

বিভুচিৎ বিষ্ণু অণুচিৎ জীব ও জড়ের তত্ত্ব এবং তাঁহাদের পরস্পর সম্বন্ধবিচার

শ্রুতিতে লিখিত আছে,—'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।" দিব্যসূরিগণ দৃশ্যবস্তুকে সর্ব্বদাই বিষ্ণুর পরম-পদ বলিয়া দেখেন। তাঁহারা অনুপাদেয় দেশকাল-পরিচ্ছন্ন অচিদ্দর্শনে বিষ্ণুত্ব বা বস্তুত্বকে আবদ্ধ করেন না। বিষ্ণুর চিচ্ছক্তি বা অচিচ্ছশক্তি-পরিণত বস্তুপ্রতীতিকে কখনও 'বিষ্ণু' বলেন না এবং বিষ্ণু-ব্যতীত তাঁহারা অন্যাধিষ্ঠানও স্বীকার করেন না। বিষ্ণুসম্বন্ধিনী উন্মুখবস্তুপ্রতীতিকে বা বস্তুসত্তাকে 'চিৎ' এবং বিষ্ণুবিমুখ বস্তুপ্রতীতিকে বা বস্তুসত্তাকে 'অচিৎ' বা 'জড়'-সংজ্ঞায় ভেদ স্বীকার করেন। এই নিত্যভেদ দর্শন করেন বলিয়া তাঁহার যে বহ্বীশ্বর-বাদী, তাহা নহে। বৈষ্ণবগণ একেশ্বর বিষ্ণু-বস্তুই দর্শন করেন;—বিষ্ণুই তদ্বস্তু এবং বৈষ্ণবগণই তদীয়। বিষ্ণু ও বৈষ্ণব, যথাক্রমে নিত্যশক্তিমান্ ও শক্তি-পরিণত এবং বিষয় ও আশ্রয়-স্বরূপ হইয়া নিত্যরসের আলম্বন এবং অন্যোঽন্য-সম্বন্ধময়। উভয়ের সেব্য-সেবনবৃত্তি নিত্যা, সুতরাং কালক্ষোভ্য না হওয়ায় নশ্বর বা কর্ম্মায়ত্ত নহে,—পরন্তু অনাদি। জড়কাল বিষ্ণু বা বৈষ্ণবের উপর আধিপত্য করিতে অসমর্থ। নিত্যশক্তিমান্ বিষ্ণুর দর্শনরহিত মায়াবাদীর অস্তিত্ব—অনিত্য ও কালক্ষোভ্য; কিন্তু বৈষ্ণবের অবস্থান নিত্য, তাঁহার দর্শনও নিত্য, কোনকালে পরিবর্ত্তন-যোগ্য নহেন। চেতনময় ও জড়ময় যাবতীয় বস্তুসর্গে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান থাকায় তাহাদের অস্তিত্ব সিদ্ধ, সুতরাং সকলেই বৈষ্ণব'। তবে চেতনময় সর্গ—যাহা জড়জগতে বদ্ধাবস্থায় দৃষ্ট হয়,

তাহা—প্রাকৃত অপেক্ষা-যুক্ত বলিয়া বিষ্ণুসেবোন্মুখ না হওয়ায় গুণান্তর্গত। প্রকৃতির অতীতরাজ্যে মুক্তাবস্থায় বিষ্ণুর যে চিৎসর্গ, তাহা মায়ার কোন-প্রকার বশ্য বা অধীন নহে। এই জগতে জীবমাত্রেই 'বৈষ্ণব'; কিন্তু জড়বস্তুর প্রতি ভোগাভিনিবেশক্রমে হরিবিমুখ ও জড়ের ভোক্তা বলিয়া নিজ-স্বরূপ ন্যূনাধিক বিস্মৃত।

উন্মুখাবস্থায় বৈষ্ণবের ত্রিবিধ অধিকার ও ক্রিয়া

হরিসেবোন্মুখ-চেষ্টাময় চেতন-সর্গ ত্রিবিধ অবস্থায় আপনাকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া অবগত হন। সামান্যকনিষ্ঠাধিকারে বৈষ্ণবের ভগবান্ বিষ্ণুই একমাত্র অর্চ্চনীয়। সাত্বত-শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট বিহিত উপকরণাবলীদ্বারা ভগবদর্চ্চার অর্চ্চনই তাঁহার লক্ষ্য। তিনি উন্নত মধ্যমাধিকারে বিষ্ণু-ভক্তিনিরত ব্যক্তির কায়মনোবাক্যে ও ভগবদর্চ্চায়, উভয়ত্রই বিষ্ণুসম্বন্ধ দেখিয়া প্রেমবিশিষ্ট, ভগবদ্ভক্তের প্রতি অকৃত্রিম-বন্ধুতা-সম্পন্ন, 'সমগ্র জগৎ হরিসেবায় নিযুক্ত হউক',—এরূপ করুণা-বিশিষ্ট এবং বিষ্ণুবিমুখ বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা-যুক্ত হইয়া তাহার সঙ্গত্যাগে যত্নবান্। উত্তমা-ধিকারে তিনি স্থূলশরীরের দ্বারা ভোগ করিবার বাসনা-রহিত হইয়া জড়বস্তুকে আদৌ নিজভোগের উপাদান মনে করেন না এবং সকল-বস্তুকেই প্রকৃতপ্রস্তাবে ভগবৎসেবনোন্মুখ হরিসম্বন্ধিবস্তু-জ্ঞানে দর্শন করেন। দৃশ্যবস্তুমাত্রই—শক্তিপরিণত বৈষ্ণবস্বরূপে বিষ্ণুর অচিন্ত্যভেদা-ভেদ-প্রকাশ। জগতে সকল-বস্তু বিষ্ণুতেই অবস্থিত এবং বিষ্ণুর সেবার উদ্দেশ্যেই সর্ব্বদা নিযুক্ত।

কাহারা বৈষ্ণব-শব্দ-বাচ্য নহে?

'বৈষ্ণব' বলিলে বর্ত্তমানকালে সমাজের যে সম্প্রদায়বিশেষকে লক্ষ্য করা হয়, প্রকৃতপ্রস্তাবে 'বৈষ্ণব'-সংজ্ঞা তাদৃশ সামাজিকগণের মধ্যেই

আবদ্ধ নহে। যাঁহারা নীতি ও পুণ্য-বর্জ্জিত, শিক্ষ-মন্দিরের সহিত যাহাদের বৈরিতা, শৌক্রবর্ণভেদ যাঁহারা কোথাও স্বীকার করেন বা করেন না, মৃতব্যক্তির সৎকারোপলক্ষে ভাড়াটিয়া গায়ক, মার্দ্দঙ্গিক, নর্ত্তকরূপে নিযুক্ত হইয়া যাহারা জীবিকা অর্জ্জন করেন, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মসমূহ লাঞ্ছনা করায় যাহাদের যথেচ্ছাচার—বৈধ সামাজিকগণের সর্ব্বদা কটাক্ষের বিষয় এবং যাঁহারা অবৈধ 'সংযোগী' বা 'জাতি-বৈষ্ণব' বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের মধ্যেই যে 'বৈষ্ণব'-সংজ্ঞা আবদ্ধ, তাহা নহে। আবার, যাঁহারা এই জাতি-বৈষ্ণবগণের গুরুগিরি ও পৌরোহিত্য-কার্য্যে নিরত, মন্ত্রদানাদি ব্যবসায়াবলম্বনে স্ব-স্ব-জীবিকা-নির্ব্বাহে তৎপর, ধর্ম্মোপদেশ, শাস্ত্রপাঠ, বিগ্রহ-ব্যবসায়ের দ্বারা অর্থোপার্জ্জনপ্রিয়, যাঁহারা ইন্দ্রিয়-সংযমের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া জড়েন্দ্রিয়তর্পণের চেষ্টাকেও হরিসেবা বলিয়া জানেন, যাঁহারা প্রভুসন্তান, গোস্বামি-সন্তান, আচার্য্যসন্তান, অধিকারী বা গুরু বলিয়া পরিচয়াকাঙ্ক্ষী, তাঁহারাই যে বৈষ্ণব-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইবেন, তাহা নহে। হিন্দুসমাজে ভিন্ন-ভিন্ন-বর্ণের পরিচয় দিয়া যাঁহারা বংশপরম্পরা বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী বা পঞ্চোপাসকগণের অন্যতম উপাস্য বিষ্ণু-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বিষ্ণুদেবতার সেবনতৎপর, যাঁহারা মুক্তির নির্ব্বিশেষত্বে বিশ্বাস করেন, তাঁহারাই যে কেবল 'বৈষ্ণব'-সংজ্ঞা লাভ করিবেন, তাহা নহে। যাঁহারা ডোর-কৌপীনাদি সন্ন্যাসবেষে বিভূষিত, বৈধ-সংসারে বিবিগর্হনশীল, অক্ষক্রীড়া-স্থান ও দেবালয়াদিতে হরিভজনবিহীন অলস হইয়া অবস্থিতিপরায়ণ, সচ্ছাস্ত্রাদির আলোচনে বিতৃষ্ণ, অথচ প্রাকৃত ভোগবাসনার ফল্গুনদী যাঁহাদের অন্তরে ধীরে-ধীরে বহিতেছে, তাঁহারাই যে কেবল 'বৈষ্ণব'-সংজ্ঞা লাভ করিবার অধিকারী, তাহা নহে

তবে বৈষ্ণব-শব্দ-বাচ্য কে ? বৈষ্ণবই সর্ব্বসদ্‌গুণাধার

ফলতঃ, কৃষ্ণসেবনোন্মুখতাই বৈষ্ণব-সংজ্ঞার মুখ্য পরিচয়। ভগবৎ-

সেবায় সর্ব্বাত্মদ্বারা যাঁহার অখিল চেষ্টা অনুক্ষণ নিযুক্ত, যিনি কায়মনো-বাক্যে হরিসম্বন্ধিবস্তু-জ্ঞানে হরিসেবনোপযোগী বিষয় গ্রহণপূর্ব্বক যে-কোন-অবস্থায় অবস্থিত থাকিয়া হরির নিরন্তর অনুশীলনপর, যাঁহার হরিসেবা-লাভের প্রয়োজন ব্যতীত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মুক্তির অভিলাষ নাই, তিনি উপরিউক্ত যে-কোন-পরিচয়ে পরিচিত থাকুন না কেন, তাঁহাকেই 'বৈষ্ণব' বলিয়া সকলে জানিবেন। যাবতীয় সদ্‌গুণাবলী নিত্যভাবে বৈষ্ণবেই দেখিতে পাওয়া যায়। অবৈষ্ণবে সদ্‌গুণসমূহের স্থায়িভাবে অবস্থান করিবার অবকাশ নাই। বৈষ্ণব-পরিচয়াকাঙ্ক্ষিগণ প্রকৃতপ্রস্তাবে বৈষ্ণব-সংজ্ঞা-লাভের যোগ্য না হইলেও আপনাদিগকে তাদৃশ সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। বৈষ্ণবের লৌকিক-বৃত্তিগত সদাচারে আমরা দুইটী বিষয় লক্ষ্য করি ;—প্রথমতঃ, তিনি সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর নিত্য-দাসাভিমানী, এবং দ্বিতীয়তঃ, তিনি যোষিৎসঙ্গী নহেন। বৈষ্ণব—কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম, নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন, সর্ব্বোপ-কারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ, অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিতষড়্‌গুণ, মিত-ভুক্‌, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী, গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ ও মৌনী।

বৈষ্ণব প্রকৃতপ্রস্তাবে এসকল গুণে বিভূষিত হইলেও তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়া নানা-কারণে বৈষ্ণব-পরিচয়াকাঙ্ক্ষী অবৈষ্ণবগণ তাঁহার গুণসমূহ বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। অনেকসময়ে বৈষ্ণবের নিষ্কপট দৈন্য বুঝিতে অসমর্থ হইয়া, নির্ব্বোধ মানব বৈষ্ণবের শিক্ষক-সজ্জায় নিজের অসৎ স্বার্থ পোষণ করিতে গিয়া বৈষ্ণবকেও কপট দৈন্য শিখাইতে অগ্রসর হন এবং অবৈষ্ণবোচিত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, নিজের বৈষ্ণববিরোধী ভাবসমূহ বৈষ্ণবেরও ভূষণ হউক, —এরূপ ইচ্ছা করেন। এরূপ চেষ্টা দুর্ভাগ্যের পরিচায়কমাত্র। স্বয়ং বৈষ্ণব না হইলে প্রকৃত শুদ্ধবৈষ্ণবের স্বরূপ বুঝিবার সামর্থ্য-লাভ সাধারণ বিচারহীন

মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব হয় না। প্রকৃত শুদ্ধবৈষ্ণব কোনদিনই সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা পোষণ করেন না। পরমোদার আদর্শচরিত্র বৈষ্ণবকে না বুঝিয়া উদারতার ছলনায়, বিশ্বজনীন ভাবের কপটতায়, সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদা ক মনে করিলে নিজেরই সঙ্কীর্ণচিত্তের পরিচয় দেওয়া হয় মাত্র।

বৈষ্ণবদর্শনে ভগবৎস্বরূপ-বিচার

বৈষ্ণব-দর্শনে তত্ত্ববস্তুকে 'ভগবান্' বলা হইয়াছে। 'ভগবান্' বলিতে অবৈষ্ণবগণ যেমন মায়ার অন্তর্ভুক্ত নশ্বর-বস্তুর সংজ্ঞা-বিশেষ বলিয়া মনে করেন, সেরূপ নহে। মায়ার অন্তর্গত বস্তুমাত্রেরই সংজ্ঞা, রূপ, গুণ ও ক্রিয়ার মধ্যে পরস্পর ভেদ আছে, কিন্তু মায়াতীত ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলার মধ্যে সেরূপ জড়ীয় ভেদ নাই। তিনি অদ্বয়জ্ঞানময়। মায়িকজ্ঞানেই ভগবানের সহিত পরমাত্মা ও ব্রহ্মের পার্থক্য কল্পিত হয়; কিন্তু অপ্রাকৃত-বিচারে সেরূপ মায়ার ক্রিয়া লক্ষিত হইতে পারে না বৈষ্ণবদর্শনে কথিত হইয়াছে যে, ভগবান্—সৎ এবং অসৎ, উভয় প্রকাশ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং স্বতন্ত্র অধিষ্ঠানযুক্ত। তিনি কাল রচিত হইবার পূর্ব্বে কালের জনকরূপে ছিলেন; তাঁহা হইতেই, সৎ ও অসৎ, উভয়ই উদিত হইয়াছে; এই দুইসর্গের অপ্রকাশ-কালেও তিনিই থাকিবেন যাহাতে ভগবৎসত্তার অধিষ্ঠান নাই এবং ভগবৎসত্তায় যাহার অধিষ্ঠান নাই, তাহাই ভগবানের 'মায়া'। সেই মায়া প্রকাশমানা হইয়া আভাস ও অন্ধকারের ন্যায় বদ্ধজীব ও ত্রিগুণাত্মক জড় বলিয়া কথিত হন।

চতুঃসম্প্রদায়ের দার্শনিক সিদ্ধান্ত

বিশিষ্টাদ্বৈত-দর্শনে,—ঈশ্বর, চিৎ ও অচিৎ—ত্রিবিধ বিভাগে অদ্বয়জ্ঞান পরমব্রহ্ম স্বীয় শক্তিদ্বারা নিত্য প্রকাশমান বলিয়া প্রচারিত হইয়াছেন। বস্তুর অদ্বয়তার ব্যাঘাত না করিয়া বস্তুশক্তির বৈচিত্র্যক্রমে ভগবান তিন-

প্রকারে লীলা-বিশিষ্ট ; ভগবান্—চিৎ ও অচিৎ, উভয়েরই ঈশ্বর ; তিনি—অনন্ত ও নিত্যশক্তিমান্ সবিশেষ বস্তু এবং স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয় বিশেষত্রয়ে নিত্যবিরাজমান। শুদ্ধদ্বৈত-দর্শনে,—সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ ও ভক্ত—পরস্পর নিত্য-সেব্য-সেবকরূপে ভেদসম্বন্ধবিশিষ্ট। একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুই স্বতন্ত্র, আর সকলেই পরতন্ত্র ; তিনি—ক্ষর ও অক্ষর (লক্ষ্মীদেবী), উভয় হইতেই উত্তম অর্থাৎ পুরুষোত্তম। ভগবানে ও জীবে. ভগবানে ও জড়ে, জীবে ও জড়ে এবং জড়ে ও জড়ের মধ্যে পরস্পর ভেদ নিত্য-বর্ত্তমান। এইরূপ পাঁচপ্রকার নিত্য-ভেদসত্তা ভগবানে নিত্য-বৈচিত্র্য প্রদর্শন করে। দ্বৈতাদ্বৈত-দর্শনে,—চিন্ময়রসবিগ্রহ ভগবান্—সর্ব্বদা বিষয় ও আশ্রয়গত বস্তুরূপে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত। যেস্থলে নির্ম্মল আশ্রয়গত চিৎসত্তা, সেস্থলে আশ্রয়ের নিত্যসত্তায় ঘনানন্দের সম্বেত্তৃরূপে ভগবান্ লীলাময় এবং যেস্থলে নশ্বর সমল আশ্রয়রূপ জড়সত্তা, সেস্থলে ভগবানের লীলা—কুণ্ঠদর্শনে সঙ্কুচিত; তাহা বৈকুণ্ঠ হইলেও প্রাপঞ্চিক-বুদ্ধিতে মায়িক অনিত্য বলিয়া প্রতীত হয়। শুদ্ধাদ্বৈত-দর্শনে,—ভগবত্তায় জড়ের হেয়ত্ব ও ভেদ আরোপিত হয় না ; ভগবদুন্মুখ হইলেই মুক্তজীবের চিদ্দর্শনে জড়ের ভেদগত সত্তা তাঁহার সত্যদর্শনে বাধা দেয় না এবং চিদ্বৈচিত্র্যের নিত্য অস্তিত্বের বিনাশকও হয় না। বিভুচৈতন্যের সহিত অণুচৈতন্যের সেব্য-সেবক-ভাবে লীলা অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাতকারিণী নহে। অদ্বৈত-দর্শনে নশ্বর জড়সত্তা নিত্যসত্তা হইতে ভিন্নরূপে দৃষ্ট হয় বলিয়া চিদ্বৈচিত্র্য অস্বীকৃত বা অস্বীকার্য্য নহে।

অবৈষ্ণব দার্শনিকগণের মত ও তন্নিরসন

ভগবান্ বিষ্ণুর ব্যক্তিগত সত্তার অর্থাৎ পুরুষোত্তমত্বের বিরোধী দলকেই 'অবৈষ্ণব দার্শনিক' বলা যায়। নির্ব্বিশেষ-বাদে ভগবৎসম্বন্ধী

চিন্ময় বিশেষসমূহকেও বলপূর্ব্বক 'মায়িক' বলা হইয়াছে। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা মায়ার রচিত বলিয়া মনে করিলে ভগবত্তার নির্ব্বিশেষত্বেরই কল্পনা করা হয়। ভগবানের নিত্যবিলাস-বৈচিত্র্যরূপ বিশেষসমূহ মায়া উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেও ছিল, মায়ার ক্রিয়া সমাপ্ত হইলেও থাকিবে। মায়াতে সেই বিশেষত্বের একপাদ-পরিমিত সামান্য প্রতিফলিত ধর্ম্মমাত্র প্রদত্ত হইয়াছে, এরূপ বুঝিবার পরিবর্ত্তে ভগবত্তাকে 'মায়িক' মনে করা সূক্ষ্মবুদ্ধির ও তত্ত্ববিমর্শনের অভাব বলিতে হইবে 'মায়ার রাজ্যেই মায়াতীত বৈকুণ্ঠ-বস্তুকে বাস করিতে হইবে, সর্ব্বশক্তিমান ভগবানে শক্তির অভাব আছে, জীব স্বীয় জড়েন্দ্রিয়ের দ্বারা যাঁহাকে পরিমাণ করিতে অসমর্থ,তাদৃশ বাস্তব ভগবদধিষ্ঠানের নিত্যস্থিতি নাই,—এরূপ আত্মম্ভরিতাময়ী চিত্তবৃত্তি লইয়া পরমার্থতত্ত্বের দর্শন সম্ভব নহে

উন্মুখ ও বিমুখ জীবের পরিচয়

বিভুচৈতন্য ভগবান্ বিষ্ণু—নিত্যকাল মায়ার অধীশ্বর, আর অণুচৈতন্য বৈষ্ণব জীব—মায়ার বশ্য। বিভুচৈতন্য এক অদ্বিতীয় হইয়াও অনন্ত অসংখ্য নিত্যমূর্ত্তিতে নিত্যকাল নিত্যধামে প্রকাশমান আছেন, আর অণুচৈতন্য শুদ্ধ জীবাত্মা অনেক ও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া নিত্যকাল তাঁহার নিত্য-সেবায় ব্যাপৃত। অণুচৈতন্য মায়াবাদী জীবগণ দুর্ভাগ্যক্রমে মায়াকে স্বীয় ঈশ্বরী বলিয়া জ্ঞান করিয়া মায়ার অনিত্য-সেবায় মনোনিবেশ করায় তাঁহারা স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া বিভুচৈতন্য হইবার উদ্দেশ্যে মায়াবশই হইয়া পড়েন। অণুচৈতন্য-জীবের স্বরূপে নিত্য বৃহত্ত্বাভাব-বশতঃ তাঁহাতে সেব্য-ধর্ম্ম কোনদিনই নাই,—তাঁহার চিন্ময়ী আত্মস্বরূপ-বৃত্তিতে ভগবদ্দাস্যই নিত্যকাল বিরাজমান। যখন তিনি হরিসেবা-বিমুখ, তখনই তাঁহাকে মায়ার সেবকরূপে মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে অনিত্য-ভোগে ব্যস্ত দেখা যায়

মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে ভোগী দেব বা মানবরূপে অণুচৈতন্য জীবের অধিষ্ঠান নিরতিশয় ক্লেশের কারণ বলিয়া উহা তাঁহার পক্ষে দণ্ডভোগমাত্র। হরি-বিমুখ হইয়া স্বর্গ-ভোগ বা নিরয় লাভ, উভয়ই তাঁহার নিত্য সেবা-সুখ-লাভের বিঘ্নকারক এইসকল অনিত্য সুখ-বাসনা বা ক্লেশ-পরিহারেচ্ছা—জীবের অনন্ত উপাদেয় সেবা-প্রাপ্তির অন্তরায়মাত্র।

মায়াতত্ত্ব-বিচার ও মায়ার ক্রিয়া-বর্ণন

ভগবানের নিজাবরণী শক্তির নামই মায়া অর্থাৎ বিমুখ-জীবাত্মাকে মায়া স্থূল ও সূক্ষ্মপাধিদ্বয়ের দ্বারা আবরণ করিয়া ভগবানকে জীবচক্ষুর অদৃশ্য ও অগোচর রাখিতে সমর্থা। ভোগবুদ্ধির প্রাবল্যে ও কৃষ্ণদাস্যের অভাবে জীব মায়িক-সর্গের সেব্যরূপে আপনাকে জ্ঞান করেন ; তখন ঐ বৃত্তি তাঁহাকে অবিদ্যাশ্রিত অভক্তরূপে স্থাপন করায়। আবার হরিসেবাই একমাত্র নিত্যধর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে পারিলে তাঁহার প্রতি মায়ার বিক্রম শ্লথ হইয়া পড়ে। মায়া এই জড়ব্রহ্মাণ্ডের 'উপাদান'কারণরূপে কথিত হইলেও ভগবানের উপাদান-শক্তি মায়ায় আহিত হয় মাত্র। অগ্নিতপ্ত জলন্ত লৌহ যেরূপ অগ্নির নিকট দাহিকা-শক্তি লাভ করিয়া অপর বস্তুর দহনে সমর্থ হয়, মায়াও সেরূপ ভগবানের নিকট হইতে উপাদান লাভ করিয়া জগতের মাতা বা 'উপাদান-কারণ'রূপে বর্ণিত হন।

অবৈষ্ণব প্রাকৃত মায়াবাদীর ও বৈষ্ণবের বিচার-ভেদ

'বাস্তব-বস্তু নিঃশক্তিক এবং যাবতীয় বিচিত্রতা মায়া হইতে নিঃসৃত' —একথা অবৈষ্ণব মায়াবাদীই বলিয়া থাকেন। মায়িক-বৈচিত্র্যে অপ্রাকৃত-ভ্রম —মায়াবাদীর পক্ষে অবশ্যম্ভাবী ; বৈষ্ণবগণ তাদৃশ বিশ্বাসকে প্রাকৃত বা 'সহজিয়া বিশ্বাস' বলেন। যাহার ত্রিধাতুক মৃতক-দেহে

আত্মভ্রান্তি, পুত্রকলত্রাদিতে মমত্ব-বুদ্ধি, জড়ে অপ্রাকৃত চিদ্‌বুদ্ধি এবং সলিলে তীর্থবুদ্ধি, তিনি—প্রাকৃত বা অবৈষ্ণব। আবার, অনাসক্ত হইয়া কৃষ্ণসুখের অনুকূল যথাযোগ্য বিষয় স্বীকারপূর্ব্বক বিষয়সমূহে নিজ-ভোগ-বুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণসম্বন্ধে সম্বন্ধবিশিষ্ট প্রতীতি হইলে ভক্ত প্রাকৃত-বিশ্বাস হইতে বিমুক্ত হইয়া অপ্রাকৃত হরিসেবনোন্মুখ হন। তখন তিনি মুমুক্ষু মায়াবাদীর ন্যায় হরিসম্বন্ধি বস্তুসমূহকে কৃষ্ণসেবার উপকরণ জানিয়া তাহাদিগকে নিজভোগপর অপর প্রাপঞ্চিক বিষয়ের সহিত সমজ্ঞানে ত্যাগ করিবার পরামর্শ করেন না।

কৃষ্ণ বিমুখ অভক্ত ও প্রাকৃত রস

সংসারে জীবগণ কৃষ্ণবিমুখ হইয়া কৃষ্ণসেবার বিস্মৃতিবশতঃ প্রাকৃত অভিমানে মত্ত হইয়া অন্যান্য ভোগ্য জড়বস্তু বা বদ্ধজীবগণের সহিত হেয় অনিত্য শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর জড়রস স্থাপনপূর্ব্বক জড়রসের রসিক হইয়াছেন। তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, জড়রসের বিষয় ও আশ্রয়গুলি অল্পকালস্থায়ী ও অনুপাদেয়, সুতরাং কৃষ্ণ ব্যতীত ইতর বিষয়গুলির সহিত আপনাদের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ ও স্থাপন করিয়া তাঁহারা বিষম ভ্রান্তিতে পড়িয়াছেন। জীবগণ ও ভগবানের মধ্যে বিকৃত রস ও আশ্রয়গুলিই তাহাদের অভীষ্টসিদ্ধির অন্তরায় বা প্রতিবন্ধকস্বরূপ।

ফল্গুবৈরাগি-নির্ব্বিশেষবাদীর গতি

কখনও বিদ্বেষ-বশে বিষয়-জ্ঞানে মায়িক-বস্তুসমূহের সঙ্গত্যাগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে গিয়া কেহ কেহ নির্ব্বিশেষ-বাদকেই আবাহন করিয়া পুনরায় হরিবৈমুখ্য সংগ্রহ করেন; ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম-

ফলের পারবর্ত্তে মুক্তি-ফলই তাঁহাদের আরাধ্য বিষয় হয় এবং চিন্ময়-রস-রাহিত্যকেই শ্রেয়স্কর জানিয়া ভগবানকে রসময় বলিতে শঙ্কিত হন। পরলোকে নিত্যকাল তমিস্রময় বিচিত্রতা-হীন অবস্থার নিত্যাস্তিত্ব-বিশ্বাসই তাঁহাকে কংস-শিশুপালাদির আরাধ্য লোকে লইয়া গিয়া তাঁহার আত্মবিনাশ সাধন করায়। প্রাকৃত-বিশ্বাসবশে কৃষ্ণসেবা বিমুখ বিচারকগণ পূতনাদি কপটচারিণীর ন্যায় কৃষ্ণসেবা প্রদর্শন করিয়া মায়াবাদী হন; আবার জীবনান্তে চিদ্‌বিশেষ-রহিত হইয়া নির্ব্বিশেষত্বে লীন হন। রসের বিপর্য্যয়-ফলে প্রাকৃত ভোগময় জগতে বদ্ধজীবগণ যে অনিত্য অসম্পূর্ণ নিরানন্দে লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা হইতে রসকে সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করিতে না পারিয়া নীরস মায়াবাদের অবতারণা-দ্বারা নিজেদের অশুভ আনয়নপূর্ব্বক রসময়ের নিত্যরস হইতে নিত্যবিদায় গ্রহণ করাকে বিশেষ-বিচার-পুষ্ট বলিয়া বৈষ্ণব-দার্শনিকগণ মনে করেন না।

বৈষ্ণবগণের বিচার

তাঁহারা দেখেন যে, নিত্যরসময় বস্তুর বিকৃত-প্রতিফলন-ক্রমেই এই ভোগময় অনিত্য অনুপাদেয় জগতে রসের বিকারসমূহ নানাপ্রকার অনর্থ ও বিশৃঙ্খলতা উৎপাদন করিয়াছে। সেই অনর্থসমূহ অতিক্রম করিয়া শ্রদ্ধা-সহকারে অপ্রাকৃত নিত্যরসময় হরিলীলায় অনুপ্রবেশ করিতে পারিলেই শ্রদ্ধালু জীবের নিত্যমঙ্গল হইবে। তখন প্রবঞ্চনাময়ী মায়ার অষ্টপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া বৈষ্ণব-দার্শনিকের এই নিরপেক্ষ শ্লোকটী তাঁহার মনে সর্ব্বদা নৃত্য করিতে থাকিবে (ভাঃ ১০।৩৩।৩৯),—

> "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
> শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্‌যঃ
> ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
> হৃদ্‌রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥"

তখন বৈষ্ণব-দার্শনিকের এই উক্তিটী ও উপরিকথিত বাক্যের সহায়তা করিবে (ভাঃ ১।৭।৪-৫),—

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে।
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে॥"

শ্রীব্যাসপূজায় প্রতি-সম্ভাষণ

স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, উল্টাডিঙ্গি, কলিকাতা

সময়—সায়ংকাল, ১২ই ফাল্গুন, ১৩৩০

[মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমীতে পঞ্চাশত্তম আবির্ভাব-বাসরে অনুকম্পিতগণের প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের আচার্য্যোচিত দৈন্যপূর্ণ প্রত্যুত্তর]

শ্রীগুরু তত্ত্ব

বিপদুদ্ধারণ বান্ধবগণ,

কিছু বলিবার পূর্ব্বে আমি শ্রৌত-পথাবলম্বনে শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবের-অচিন্ত্যভেদাভেদপ্রকাশ আমার শ্রীগুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি জানাইতেছি। আমার শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় বিষ্ণুবিগ্রহ-লীলার প্রকটকারী। তিনি ভগবৎপ্রিয়তম বিষ্ণুবিগ্রহ হইয়াও বৈষ্ণবরূপে মাদৃশ পতিতকে উত্তোলন করিবার জন্য প্রপঞ্চে সর্ব্বপ্রাণীতে অধিষ্ঠিত

বিষ্ণু ও বৈষ্ণবরূপে যুগপৎ অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ

তিনি প্রাণিরাজ নররূপে আমার একমাত্র উপাস্য বস্তু। তিনি নরোত্তম-রূপে বৈষ্ণবগণের পরম বরণীয় বস্তুর সেবকসূত্রে বৈষ্ণব হইলেও শ্রীগৌর-সুন্দরের সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব। অভেদ-বিচারে তিনি উপাস্য-পরাকাষ্ঠা-তনু। পরিদৃশ্যমান জগৎ তাঁহার সেবায় ব্যস্ত, তবে মাদৃশ সেবাবিমুখ নর তাঁহাকে নরোত্তম বলিয়াই নিরস্ত।

সেই নরোত্তমের ভক্ত নরগণ বৈষ্ণব, সুতরাং তাঁহারাই আমার গুরুরূপে বহুমূর্ত্তিতে প্রকটমান। অন্বয়ভাবে তাঁহারাই আমার গুরুবর্গ ও শিক্ষকবৃন্দ, ব্যতিরেকভাবে তাঁহারাই তাঁহাদের ভজনোপযোগী সময়ে মাদৃশ নরাধমের প্রলপিত-বাক্য-শ্রবণে ব্যস্ত। তাঁহাদের সহিতই আমি শ্রীগুরুদেবের

নিকট হইতে শ্রুতবাণী একযোগে কীর্ত্তন করিতে সমর্থ বলিয়া মনে করিতেছি। জগৎকে কিছু শিক্ষা দিবার ধৃষ্টতা আমার নাই, কেন না, বিষ্ণু-বৈষ্ণবতত্ত্ব নিত্যবৈশিষ্ট্যময় বা নিত্যভেদযুক্ত হইয়াও অচিন্ত্যভাবে অভিন্ন।

উন্মুখ ও বিমুখ শিষ্যরূপ-জীবের স্বরূপ

আমি শ্রীগুরুদেবের নিকট শুনিয়াছি যে, অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনে সমস্ত উপাস্য, সকল-শ্রেণীর উপাসকবৃন্দ ও সকল-প্রকার উপাসনা নিত্য-সংশ্লিষ্ট,—নিত্য সংশ্লিষ্ট হইলেও নিত্য প্রাকট্যময় বিচিত্রবিলাসযুক্ত। সেই বিচিত্রবিলাসযুক্ত নিত্যলীলা আমি ও মৎসদৃশ হরিগুরুবৈষ্ণব-বিমুখ জীব বিস্মৃত হওয়ায় নিত্য সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি, আবার আমি কি-প্রকারে ভ্রষ্ট, তাহাও সুষ্ঠুভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। আমার নিত্য-বোধে আমি কৃষ্ণদাস। আমি নিত্যদাস্য বিস্মৃত হইয়া নিজের স্বরূপানুভূতিলাভে বিবর্ত্তগর্ত্তে পতিত। তাদৃশ পতনে আমার তটস্থশক্ত্যুপলব্ধি লুপ্ত হওয়ায় সর্ব্বশক্তিমান্ অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা-বৈমুখ্যকেই আমার পরম নির্বৃতি বলিয়া যে উপলব্ধি করি, তাহা নিত্যচিন্ময়বিলাসবিচিত্রতার বিরোধী হওয়ায় আমি মায়াবাদকে ব্রহ্মজ্ঞান বলিয়া ভ্রান্ত হই। তাদৃশ দর্শন আমাকে বিপথগামী করিয়া শ্রীগুরুদেবের নিত্যদাস্য হইতে নিত্যকালের জন্য বঞ্চিত করিতেছে। সেইজন্য আমার অস্তিত্বে ভেদাভেদপ্রকাশ বুঝিতে পারিতেছি না —"দ্বা সুপর্ণা" শ্রুতিমন্ত্রত্রয় আমার কীর্ত্তনের বিষয় হইতেছে না। যেখানে আমার স্বরূপবিস্মৃতিতে ভেদাভেদ-প্রকাশ অপ্রকটিত, সেইখানেই আমি ভক্ত্যেকরক্ষক শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদের অভিন্ন-তনু শ্রীধরস্বামিপাদের শ্রীচরণে অপরাধ করিয়া বসিতেছি; শুদ্ধাদ্বৈত বিচারকে কেবলাদ্বৈতবাদের সহিত ভ্রম করিয়া আমি আমার প্রাণবল্লভের

প্রিয় সেবনকার্য্যে বঞ্চিত হইতেছি,—শ্রীব্যাসের অনুগমনে বঞ্চিত হওয়ায় ভক্তিসিদ্ধান্তরহিত হইয়া অবিদ্যার আবাহনে অহঙ্কারবিমূঢ় প্রাকৃত ভোক্তা বা বিচারকসূত্রে শ্রৌতপথ পরিহার করিতেছি। তজ্জন্যই অবৈদিক হইয়া কর্ম্মবিচারকে বহুমানন করিতে গিয়া বৈষ্ণবচরণে অপরাধ করিতেছি ; শ্রীনারায়ণ-কথিত পঞ্চরাত্রপদ্ধতিকে শ্রৌতপদ্ধতির বিরোধী জানিতেছি,—উপাস্যবস্তু সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ বস্তুত্রয়কে বাসুদেব-তত্ত্ব হইতে ভেদ-দর্শনে নিজের অমঙ্গল সাধন করিতেছি এবং শাণ্ডিল্যের চরণে অপরাধ করায় আমার কেবলাদ্বৈত প্রতীতি প্রবলা হইতেছে।

শ্রীব্যাস-মধ্বানুগ গৌড়ীয়গুরুবর্গের কৃপা-স্মরণ

এই দুর্দ্দিনে শ্রীপাদপূর্ণপ্রজ্ঞ আনন্দতীর্থ মধ্বমুনি স্বীয় ব্যাস-দাস্য প্রকটিত করিয়া আমার যে উপকার করিতেছেন, তাহা আমি আমার প্রাপঞ্চিক ভাষায় বর্ণন করিতে অসমর্থ। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ সেই উপাস্যবস্তুর যে ভজনচেষ্টা শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের হৃদয়ে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নিজজনগণকে অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন। সেই প্রেমবিস্তারকারী শ্রীরূপের আনুগত্যে ভজনরতি-বিগ্রহ শ্রীদাসগোস্বামিপ্রভুর পাদপদ্মসেবা-বিমুখ হইয়া আমি হরিবিমুখ হইতেছিলাম! শ্রীসনাতন গোস্বামীর অনুগমনে শ্রীজীবপাদ, আমার কেশ আকর্ষণ করিয়া শ্রীরঘুনাথ-স্বরূপ-পাদপদ্মের নিত্যদাসরূপে আমাকে স্থাপন করিয়াছেন। আমি শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর শ্রীকরনিঃসৃতা বাণী শুনিবার সুযোগ পাইয়া আমার শ্রীগুরুদেবকে শ্রীনরোত্তম-পাদপদ্মরূপে দর্শন করিবার সুযোগ পাই। আমি এই বিশ্বের একটী ক্ষুদ্র জীব। সেই বিশ্ব-নাথ প্রভু আমাকে বিপথ-গমন হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিবার মানসে কতই না ব্যাসপূজার আবাহন

করিয়াছেন। বিপৎকালে শ্রীগুরুরূপে প্রাকট্য লাভ করিয়া শ্রীমধুসূদন দাস ও শ্রীউদ্ধবদাসের বলসঞ্চারকারী বেদান্তাচার্য্য আমাকে তর্কপথের সঙ্কট হইতে শ্রৌত-ন্যায় প্রদর্শন করিয়া উদ্ধার করিয়াছেন। পরিদৃশ্যমান জগতের নাথ অভিন্ন-আশ্রয়-মূর্ত্তিতে আমার অক্ষজ-চেষ্টায় বাধা দিয়া প্রকটিত হইয়াছিলেন। সেই আশ্রয়জাতীয়-কৃষ্ণবিগ্রহ শ্রীভক্তিবিনোদ লেখনী ও আচরণপ্রভৃতি বিষ্ণুদাস্যদ্বারা আমাকে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মূর্ত্তিমদ্বিগ্রহরূপে অভিন্ন-ব্রজভূমি নবদ্বীপে অন্তঃস্থলী শ্রীব্রজপত্তনে আশ্রয় দিয়াছেন।

আচার্য্যবর্য্যের গুরুদাস্য ও তৃণাদপি সুনীচতা-শিক্ষা-দান

আমি প্রাপঞ্চিক ভোগভূমিজ্ঞানে সেই ব্রজভূমিশোভা দর্শনে বাহ্যচেষ্টায় ধাবিত হইতে গেলে আমার পতন ঘটিবে জানিয়া যে শ্রীগৌরকিশোর-বিগ্রহ আমাকে তাঁহার পদরেণুতে অভিষিক্ত করিয়াছেন, সেই অপ্রাকৃতবিগ্রহের পদরেণু-ভূষিত হইয়া আজ আমি শ্রীচরিতামৃত-লিখিত ভাষায় আপনাদের নিকট আমার পরিচয় দিবার ধৃষ্টতা করিতেছি,—

পুরীষের কীট হইতে মুই সে লঘিষ্ঠ।
জগাই-মাধাই হইতে মুই সে পাপিষ্ঠ॥
মোর নাম যেই করে, তার পুণ্যক্ষয়!
মোর নাম সেই লয়, তার পাপ হয়॥
এমন নির্ঘৃণ্য মোরে কেবা দয়া করে।
এক নিত্যানন্দ বিনা জগৎ-মাঝারে॥

গুরু-বৈষ্ণবগণ বাঞ্ছাকল্পতরু ও কৃপাসিন্ধু

সেই পতিতোদ্ধারণ বাঞ্ছাকল্পতরু মহাবদান্য নিত্যানন্দবিগ্রহ আমাকে সর্ব্বতোভাবে হরিবিমুখতা হইতে রক্ষা করিতেছেন। আপনারা সকলেই

বৈষ্ণব—আমার সেই প্রভুরই বিলাসবিগ্রহ বৈভব-প্রকাশ। আপনাদের চরণে কোটী কোটী দণ্ডবৎ প্রণাম। আপনারা আমার প্রিয় বান্ধব—বিপৎকালে একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা। আমি ত্রিগুণ-জাত পরিদৃশ্যমান নশ্বর জগতের প্রাণিবিশেষ বলিয়া যে কৃষ্ণবিমুখতা কায়মনোবাক্যে পোষণ করিতেছি, আপনারা আমার সেই দণ্ডনার্হ ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া আমার কৃষ্ণভোগপ্রবৃত্তি দণ্ডিত করুন। আপনারা বাহ্যজগতে সকলেই বৈষ্ণব পরমহংস, আপনাদের পরিত্যক্ত দণ্ড আমি বহন করিয়া দণ্ডগ্রহণ স্বীকার-পূর্ব্বক ভক্তিপ্রতিকূল বিচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া যাহাতে হরিভজনে প্রস্তত হইতে পারি, তজ্রূপ কৃপা করুন। আপনারা অনন্ত-জীবের অনন্ত অভিলাষ পূরণ করিয়া থাকেন। আমি হরিবিমুখ জীব, আমার হরিবিমুখতার দণ্ড বিধান করিয়া কায়মনোবাক্য শ্রীব্যাসপূজায় নিযুক্ত করিবার সহায়তা করুন। আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, সুতরাং আমার নিত্যারাধ্য আনন্দতীর্থের আনুগত্য যেন আমি কোনদিন বিস্মৃত না হই আমাকে প্রাপঞ্চিক ভেদবাদী বলিয়া ঘৃণা করুন, তথাপি আমি যেন অনন্তকাল সেই বাসুদেবদাস্য পরিহার করিয়া অন্য কোন দুর্ব্বুদ্ধিতে পতিত না হই। আমার বড় ভরসা,—শ্রীগৌরসুন্দরের সনাতন-ধর্ম্ম-প্রচারক তাঁহার দ্বিতীয়-স্বরূপ শ্রীদামোদরের অভিন্নবান্ধব শ্রীরূপের অনুগ মূর্ত্তিদ্বয় আমাকে রূপানুগ কিঙ্কর-জ্ঞানে তাঁহাদের পদতলে নিত্যকাল স্থান প্রদান করুন

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৈকগতি—
শ্রীবার্ষভানবী দয়িতদাস।

——

কালধর্ম্ম

স্থান—চম্পাহট্ট শ্রীগৌরগদাধর-মন্দির-প্রাঙ্গণ

সময়—৫ই চৈত্র, ১৩৩০ সন, গৌরদ্বাদশী (শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমাকাল)

চম্পাহট্টে দ্বিজ-বাণীনাথ-সেবিত শ্রীগৌরগদাধর বিগ্রহের অর্চ্চনেতিহাস-বর্ণন

আমরা আজ শ্রীঋতুদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গগদাধরের প্রাঙ্গণে উপস্থিত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমরা এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সে-দিন এই মন্দিরের দ্বারে তালাবদ্ধ দেখিতে পাইয়াছিলাম। এই সেবার প্রাচীনত্ব শ্রীভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। আমরা আসিয়া দেখি,—এই প্রাচীন স্থানে যে ভগবদ্‌বিগ্রহ আছেন, তাহা দর্শন করিবার উপায় নাই—দ্বার বন্ধ! শুনিতে পাইলাম,—যিনি সেবায়েৎ, তিনি দুই চারি দিন অন্তর কিছু মুড়ি লইয়া আসিয়া আসিয়া ভোগ দেন, কোনদিন বা তাহাও আনেন না। গ্রামের লোকেরা আমাদিগকে শ্রীমন্দিরের দ্বার খুলিয়া দিলেন। আমরা শ্রীমন্দিরের জীর্ণ অবস্থা ও শ্রীবিগ্রহের প্রতি সেবার অনাদর দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত ব্যথিতচিত্তে কিছুসময় পরে সে স্থান পরিত্যাগ করি। পরবৎসর আমরা কয়েক মূর্ত্তি সজ্জনকে এস্থানে প্রেরণ করি। প্রেরিত ভক্তগণ কলিকাতায় আমাদিগের নিকট আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, শ্রীমন্দিরের পার্শ্বস্থিত গৃহে অমেধ্য মৎস্যাদির ব্যবহার পর্য্যন্ত চলিতেছে। সেই প্রাচীন সেবার প্রতি পূজকের এরূপ অনাদর এবং গ্রামবাসীর মনোযোগের অভাবজন্যই গ্রামের এইরূপ পারমার্থিক দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। দ্বিজ-বাণীনাথপ্রভু একদিন যে গ্রামের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছেন, সেই গ্রামের আজ এইরূপ দুরবস্থা!

ভারতবর্ষের নানাস্থানে ধর্ম্মের প্রতি ঔদাসীন্য হওয়ায় তত্তৎ স্থানের যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, এই স্থানের দশাও তদ্রূপ ঘটিয়াছিল।

গ্রামবাসীর তাৎকালিক পারমার্থিক অবস্থা

শুনা যায়, এই গ্রামে বিষ্ণুভক্তিহীন ব্রাহ্মণসন্তানেরও বাস আছে। তাঁহারা অনেকেই মৎস্য-মাংস-ভোজী। আবার জানা গেল, তাঁহারা অন্যান্য বৃত্তিজীবী, সুতরাং বিষ্ণু-বিরোধি যে-সকল কার্য্যে ব্রাহ্মণতার হানি হয়, তাঁহারা সেইসকল কার্য্যও অবাধে করিয়া থাকেন অর্থাৎ কেহ বণিগ্‌বৃত্তি, কেহ এম্-এ, বি-এ পাশ করিয়া ভৃতকবৃত্তি প্রভৃতি দ্বারা উদর পোষণ করেন। শুধু তাহা নহে, তাঁহারা শাস্ত্রকথা শুনিয়াও তাহাতে সম্পূর্ণ উদাসীন,জড়ের ক্রিয়াকলাপ, জড়ের ভোগচেষ্টায় মত্ত। হরিভক্তি-বিহীন-শিক্ষাক্রমে মাটিয়াভাবে শিক্ষিত হওয়ায় বৈষ্ণব-বিদ্বেষই 'ব্রাহ্মণতা' বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছেন। ইহাই কি শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব বা শূদ্রত্ব? ইহাই কি শাস্ত্রীয় ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ বা ভৈক্ষ্যাশ্রম? সন্তান-পরিচয়ে যোগ্যতার অভাবে তাঁহারা নিজের দগ্ধোদর-ভরণের জন্য এমন কুমত নাই, যাহা পোষণ এবং এমন কার্য্য নাই, যাহা অনুষ্ঠান করিতে ব্যস্ত নহেন। মানুষ বলিয়া পরিচয় দিয়াও মনুষ্যত্বের অভাব, হিন্দুনাম জাহির করিতে চাহিয়াও অহিন্দুর কার্য্যে ব্যস্ততা দেখিতে পাওয়া গেল! অধার্ম্মিকের কার্য্যে তাঁহাদের উৎসাহ, অথচ 'অধার্ম্মিক' নামটী শুনিতে তাঁহারা কষ্ট বোধ করেন! অপরাপর স্থানের ন্যায় এ গ্রামের প্রধান ব্যক্তিগণ পরমার্থের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। পারমার্থিক হইবার পূর্ব্বের অনধিকার পরবর্ত্তিসময়ের অধিকার-সহ তুল্যজ্ঞান করিয়া পরমার্থের সহিত তাঁহারা বিদ্বেষ করিতেছিলেন। মুখে সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচয় দিতেছিলেন, অথচ সনাতন-ধর্ম্মের বিরোধী!

কিন্তু আমরা শুধু এই ক্ষুদ্র পল্লীর কথা বলিতেছি না; পরমার্থহীন হওয়ায় মানবগণের সর্ব্বত্রই এইরূপ অবস্থা! আমি কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যক্তির নিকট এই বৈদিক সত্য নিবেদন করিতেছি। অবশ্য আমরা এখনও সমস্ত স্থানে বৈদিক সনাতন-ধর্ম্মের কথা বলিবার সুযোগ বা অবকাশ পাই নাই। হায়, কি-প্রকার দুঃখের কথা! গ্রামস্থিত শ্রীবিষ্ণু-দেবতার মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ, ভগবানের সেবা হইতেছে না, অথচ গ্রামবাসী সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া নিজ-নিজ-জড়-ভোগে মত্ত! অসুরনীতি-অবলম্বনে সামাজিক বলিয়া পরিচয় দিয়া বিষ্ণুসেবাহীন দুর্নীতির প্রচাররূপ স্ব-স্ব-গর্ব্ব-খ্যাপনেই ব্যস্ত! আপনারা সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরাদি যুগের ঐতিহ্য ও পুরাণাদি শাস্ত্র আলোচনা করিয়া থাকিবেন: কিন্তু আমরা আলোচনা করিয়াও যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকিতে চাই!

দৈবী ও আসুরী সৃষ্টি

জগতে দুইপ্রকার সৃষ্টি এবং সৃষ্টিভেদে দুইপ্রকার রুচি। শ্রীগীতা বলেন,—

> দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।

শ্রীব্যাসদেব ও পদ্মপুরাণে বলিয়াছেন,—

> দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ;
> বিষ্ণুভক্তো ভবেদ্দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥

একপ্রকার সৃষ্টি—দেবসম্বন্ধিনী সৃষ্টি, আর একপ্রকার সৃষ্টি—দেববিরুদ্ধ-সম্বন্ধিনী সৃষ্টি। দেবসম্বন্ধিনী সৃষ্টিতে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আবদ্ধ। সত্যযুগের প্রারম্ভ হইতে এই দুইপ্রকার সৃষ্টি বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। হিরণ্য-কশিপু ও হিরণ্যাক্ষ বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষী বলিয়া 'অসুর'-নামে পরিজ্ঞাত। ইঁহারা কশ্যপঋষির সন্তান। কশ্যপঋষি—ব্রাহ্মণ। হিরণ্যকশিপু ব্রাহ্মণ-

কুলে উদ্ভূত হইয়াও বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের বিরোধ-হেতু অসুর হইয়াছিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মণকুলেও অসুর জন্মিয়া থাকে। আবার অসুরকুলেও বিষ্ণুভক্ত বা বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করিতে পারেন; যেমন, হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ। ত্রেতাযুগে বিশ্বশ্রবা ব্রাহ্মণ ছিলেন; কিন্তু তাঁহার পুত্র রাবণ শ্রীরামচন্দ্রের বিরোধহেতু 'অসুর' বলিয়া পরিচিত।

সনাতন শাস্ত্রে দৈববর্ণাশ্রম-বিধি—

সর্ব্বশাস্ত্র সম্রাট্ শ্রীমদ্ভাগবতে দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিচারে এইরূপ বিধি দৃষ্ট হয়—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥

শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা—"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদিব্যবহারো মুখ্যা, ন জাতিমাত্রাদিত্যাহ,—যস্যেতি। যদ্‌যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ,ন তু জাতি-নিমিত্তেনেত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ লক্ষণ বা বৃত্তদ্বারা বর্ণ নিরূপিত হইবে,—ইহাই দৈববর্ণাশ্রম-বিধি। কেবল জাতির দ্বারা ব্রাহ্মণতা-নিরূপণ—গৌণবিধি। বৃত্ত বা গুণ-দ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-নিরূপণই বৈদিক মুখ্যবিধি। অন্য-বর্ণোৎপন্ন ব্যক্তিতেও যদি ব্রাহ্মণাদি-বর্ণ-ব্যঞ্জক গুণ দৃষ্ট হয়, তবে তাঁহাকে অবশ্য সেই সেই গুণানুসারে তত্তদ্‌বর্ণে বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিবে—অন্যথায় প্রত্যবায় ঘটিবে।

কলিতে দৈববর্ণাশ্রম বিধি বিপর্য্যস্ত

কালের করাল গতিতে দেবতাগণের বিচারপ্রণালী বিপন্ন হওয়ায় আসুর বর্ণাশ্রম প্রচলিত হইয়াছে। শাস্ত্রীয় বিচার ও আত্মবিচার শিথিল হইয়া শুক্রশোণিতজাত দৈহিকবিচার, অর্থাৎ যোষিৎসঙ্গজ স্থূলদেহগত

বিচার প্রাবল্য লাভ করিয়াছে। তথাপি দৈববিধিরই পুনঃপ্রবর্ত্তন হওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে,—হরিদাস নামক কোন বালক মাতৃক্রোড়ে অবস্থানকালে নগ্ন ছিল, তখন লোকে তাহাকে 'নেংটা হোরে' বলিয়া ডাকিত। কিছুদিন পরে ডি-এল পাশ করিয়া উকীল হওয়ার পর পাড়ার লোকেরা তাহাকে "নেংটা হোরে আবার উকীল!" বলিয়া বিদ্রূপ করিল। তাহাতে হরিদাসের ওকালতির বাধা হইল না।

প্রাচীনতম বেদ মুখ্যতঃ বিষ্ণুরই গান করিয়াছেন

বেদশাস্ত্রের মধ্যে ঋগ্‌বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। যে ব্যক্তি বেদবিরোধী, সেই অসুর বলিয়া কথিত। সেই ঋগ্‌বেদের একটী প্রধান মন্ত্র, যাহা ব্রাহ্মণমাত্রেরই আচমনীয় মন্ত্র—যে মন্ত্র ব্রাহ্মণের নিত্যপাঠ্য—সর্ব্বাগ্রে পঠনীয় মন্ত্র—

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।
ওঁ বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্।"

সেই বিষ্ণুবস্তুই সদ্‌বস্তু—নিত্যবস্তু। সূরিগণ দিবালোকে সূর্য্যের ন্যায় সেই সদ্বস্তুর পরম বা শ্রেষ্ঠপদই নিত্যকাল ভজন করেন।

আপনারা ঋগ্‌বেদে অনেকগুলি দেবতার নাম পেয়েছেন, কিন্তু বিষ্ণুর পদই পরম পদ ও নিত্যপদ, সূরিগণের নিত্য ভজনীয় ও দর্শনীয় পদ; আর আর বাদবাকী সমস্ত পদই বৈষ্ণব পদ বা সূরিপদ। তেত্রিশকোটী দেবতা সকলেই বিষ্ণুর সেবকসম্প্রদায়; সকল দেবতার পরমদেবতা ভগবান্ বিষ্ণু। ভগবান্ বিষ্ণুকে যাঁহারা দর্শন করেন বা জানেন, তাঁহারাই দেবতা। দেবতা বা বৈষ্ণব হইলেই বুঝিতে পারা যায়,—কাঁহার আরাধনা সর্ব্বজীবের নিত্য কর্ত্তব্য, কাঁহার পদই বা পরম পদ এবং কাঁহার পরমপদ সর্ব্বদা দর্শনীয় ও ভজনীয়। যে-সকল লোক বিষ্ণুর

সহিত অন্যান্য দেবতাকে সমজ্ঞান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে 'অবৈষ্ণব' বলা হইত। ব্রাহ্মণ-নামে পরিচয় দিয়া বৈষ্ণববিদ্বেষ, বিষ্ণুবিদ্বেষ, বিষ্ণুতে প্রাকৃতবুদ্ধি, নারায়ণে শিলা-জ্ঞান, পাদোদকে জলবুদ্ধি, শ্রীমহাপ্রসাদে ডাল-ভাত-বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি প্রভৃতি কার্য্য প্রাগুদাহৃত উকিল হরিদাসকে 'নেংটা হোরে' বলার ন্যায় মূর্খতা বা নাস্তিকতার পরিচয় মাত্র। বর্ত্তমান সাহজিক গৌড়ীয়-সমাজ অবৈষ্ণব ; সুতরাং অবৈদিক পঞ্চোপাসক স্মার্ত্তপর সমাজের আনুগত্যে এরূপ মূর্খতা-প্রযুক্ত বৈষ্ণব-বিদ্বেষ অত্যন্ত ঘৃণার্হ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সত্যযুগের প্রারম্ভ হইতে এইরূপ বিষ্ণুবিদ্বেষ ও বৈষ্ণববিদ্বেষ দেখা যায়। হিরণ্যাক্ষ শব্দের 'হিরণ্য' শব্দে স্বর্ণ, 'অক্ষ' শব্দে ইন্দ্রিয় বুঝায়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি 'টাকা', 'টাকা' করিয়া চোখ্ দিয়ে টাকা দেখে, সর্ব্বদা টাকাই ধ্যান করে ও ভজন করে। শিশ্নোদরপরায়ণ হওয়ার জন্য টাকার দরকার ; তাই পরমার্থ বিক্রয় করিয়াও টাকা রোজ্‌গার করিতে তৎপর।

কলিতে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছারই প্রাবল্য

আমরা যে স্থানে আজ সমবেত হইয়াছি, তাহার অনতিদূরে যখন শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখনও নাস্তিকতা কিরূপ প্রবল ছিল! ইহার অল্পদিন পরে গৌড়ীয়-সমাজে মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। বন্দ্যঘটীয় হরিহর ভট্টাচার্য্যের পুত্র পরলোকগত মঃ মঃ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এক বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধী স্মৃতিপ্রবন্ধ সঙ্কলন করিয়া সমাজে পুনরায় কর্ম্ম-জড় নাস্তিক্যবাদের বন্যা আনয়ন করেন। সাধারণ লোক জানে না যে, প্রকৃত শাস্ত্রীয় কথা—বাস্তব সত্যকথা কি, নিত্যধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্মের কথা কি? তাই তাহারা ঐসকল ভোগবাদ বা অনিত্য কাপট্যযুক্ত ধর্ম্মের কথাকে 'বৈদিক' বলিতে ব্যস্ত। ঐসকল অশাস্ত্রীয় কথাই তাহাদের

প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছে। অনিত্যধর্ম্মের কথায় মজিয়া ধর্ম্ম-অর্থ-কামের কথায় মুগ্ধ হইয়া বা কখনও কর্ম্মফলত্যাগী মুমুক্ষু সাজিয়া তাহার নিত্যসেবা-ধর্ম্মের কথা ত্যাগ করিয়াছে! এইস্থানে আমরা উপর্য্যুপরি তিনবৎসর যাবৎ আসিতেছি। আমাদের মধ্যে কতকগুলি লোক তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়াও সত্যকথা বলিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তথাপি লোক যে তিমিরে সেই তিমিরে! আমরা আমাদের প্রকৃত পরম উন্নতিতেই সম্পূর্ণ উদাসীন! আমাদের সকলকার্য্যে অবকাশ আছে সকলবিষয়ে রুচি আছে,—সত্যকথা শুনিবার অবকাশ নাই; কারণ সত্যের সেবায় নিজ ইন্দ্রিয়-তোষণের কথা নাই—ভক্তি-মুক্তির কথা নাই; আছে কেবল এক অদ্বিতীয়ের সুখ-কামনা—অদ্বয়জ্ঞানের প্রীতিবাঞ্ছা—কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-বাসনা।

শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার উদ্দেশ্য

স্থান—শ্রীধাম-মায়াপুর, শ্রীযোগপীঠ

সময়—১০ই চৈত্র, ১৩৩০

(শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার একত্রিংশৎ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি শ্রীলপ্রভুপাদের অভিভাষণ)

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দান

শ্রীধামপ্রচারিণী সভায় সর্ব্বাগ্রে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার অলৌকিক কৃপা ও অসাধারণ চেষ্টা-বলেই সর্ব্বত্র শ্রীধামের প্রচার হইয়াছে ও হইতেছে। অত্যল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার গ্রন্থরাজির বহু সংস্করণ হইয়াছে ও হইতেছে। বহু কৃতবিদ্যগণের মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে সুদূর আসাম, দক্ষিণে গঞ্জাম প্রদেশ পর্য্যন্ত ঐসকল কথা সত্যপিপাসু ব্যক্তিগণ গ্রহণ করিতেছেন। কলিকাতা মহানগরীতেও ঐসকল কথার যথেষ্ট প্রচার হইতেছে। বহু সম্ভ্রান্ত,বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি ঐসকল সত্যকথার আদর করিতেছেন। অবশ্য ব্যবসাদার দুষ্কৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে ঐ সকল কথার যে অনাদর না হইতেছে, তাহা নহে; কিন্তু সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, ঐসকল ব্যবসায়ী মৎসর ব্যক্তি-গণের মধ্যে কোনও সত্য নাই। আমরা যখন ঢাকা-নগরীতে প্রাপ্ত-বয়স্ক কয়েকজন কলেজের অধ্যাপকের নিকট এইসকল সনাতনধর্ম্মের কথা বলিলাম, তখন তাঁহারা বলিলেন,—'আমরা ইতঃপূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মের সম্বন্ধে এত উচ্চ দার্শনিক ভাব শ্রবণ করি নাই।' শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর বহু ভক্তি-গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু নানা কারণে তিনি সেইসকল কথা সর্ব্বতোভাবে প্রচার করিবার সুযোগ-সুবিধা লাভ করেন নাই।

শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার উদ্দেশ্য—অসৎসঙ্গত্যাগ

সুখের বিষয়, অধুনা শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার প্রকৃত উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কর্ম্মজড় ভোগ-প্রবণ ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত অসৎসঙ্গ, পরিত্যাগ বা অসৎসঙ্গ হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের বাক্য—'অসৎসঙ্গ-ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার' সফল হইতেছে। জড়জগতে ভোক্তৃ-বুদ্ধিতে প্রাকৃত দর্শন বা ভোগ্য-দর্শনই স্ত্রীসঙ্গ বা যোষিৎসঙ্গজ দর্শন; সেইরূপ প্রাকৃত-দর্শন-পরিত্যাগের নামই অসৎসঙ্গ-ত্যাগ বা সন্ন্যাস-গ্রহণ। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎসঙ্গ ভজন করিবেন কেননা, সাধুগণ দুষ্ট মনের বিশিষ্ট জড়াসক্তিসমূহকে হরিকথা-দ্বারা ছেদন করিয়া থাকেন। সাধুদিগের স্বভাবই অসদ্বিষয়ে বিমুখজীবগণের আসক্তি-ছেদন। সেই ছেদন-কার্য্যের একমাত্র অস্ত্র—শাস্ত্র বা হরিকথা কীর্ত্তন। এই ছেদনকর্ত্তার বয়স বা কুলের অপেক্ষা নাই। কৃষ্ণতত্ত্ববি আচারবান্ ব্যক্তিই বিমুখজীবের অসদাসক্তিরূপগ্রন্থি ছেদনে সমর্থ প্রহ্লাদ অসুরকুলে উদ্ভূত এবং বালক হইয়াও অল্পবয়স্ক অসুরবালক গণের, এমন কি, ষণ্ড-অমর্ক-হিরণ্যকশিপুপ্রভৃতি গুরুবর্গের বিশি আসক্তি ছেদন করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন।

গৃহব্রত কর্ম্মিস্মার্ত্তের কুমত-নিরাস

কতকগুলি ঘরপাগ্‌লা গৃহব্রত লোক বলিয়া থাকে যে, কলিতে সন্ন্যা নাই—

"অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ॥"

অর্থাৎ কলিকালে অশ্বমেধ, গোমেধ, সন্ন্যাস, মাংস দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ, দেবরের দ্বারা সুতোৎপত্তি,—এই পাঁচটী কার্য্য নিষিদ্ধ হইয়াছে।

এইসকল কথা কর্ম্মজড় ভোগপর কর্ম্মিগণের জন্য শাসন-বাক্য; শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের নিজের আচরণ কি? তিনি নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঘরপাগ্‌লা গৃহব্রতগণ স্বরূপোদ্বোধক ব্রহ্মচর্য্যাভাবে তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে না; তাই শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া থাকে।

প্রকৃত সন্ন্যাসী বা পরমহংসের স্বরূপ

মানুষ গৃহস্থের চেহারায় থাকিয়াও সন্ন্যাসীর উচ্চপদবী পরমহংস-বৈষ্ণব হইতে পারেন; আবার বনচারী, ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীর চেহারাতেও পরমহংস বা উচ্চ সন্ন্যাসী হইয়া থাকেন। ইতর চেষ্টা ত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টার নামই 'সন্ন্যাস'। বৈষ্ণবমাত্রেই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সন্ন্যাসী; বৈষ্ণবের অপর নাম—পরমহংস। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে বলিয়াছিলেন,—"পরমহংসের পথে তুমি অধিকারী"। শ্রীমদ্ভাগবতেরও বাক্য—"সলিঙ্গান্ আশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ।"

বৈষ্ণবগুরুবর্গের অনুকরণ কর্ত্তব্য নহে, অনুসরণময়ী সেবাই কর্ত্তব্য

বৈষ্ণবগুরুগণের বেষ—পরমহংস বেষ; তাঁহারা সতত হরি-সেবা-পরায়ণ। গুরুর বেষ গ্রহণ করা আমাদের মত শিষ্যব্রুব পাষণ্ডীর উচিত নহে। হরিসেবা-বৃত্তি বাদ দিয়া গুরুর বেষ বা পারমহংস্য-বেষ লইয়া আজকাল কিরূপ ব্যভিচার চলিতেছে! আমাদের গুরুবর্গের পরমহংস বেষের সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য বর্ণাশ্রমধর্ম্মোপযুক্ত বেষ ধারণ করিয়া হরিসেবায় উন্মুখ হওয়াই কর্ত্তব্য।

অনর্থযুক্ত অবস্থায় অনর্থমুক্ত গুরুবৈষ্ণবের অনুকরণ নিষিদ্ধ পরমহংস গুরুবৈষ্ণবের শিষ্যাভিমানেই শ্রেয়ঃ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'কল্যাণকল্পতরু'তে লিখিয়াছেন,—

কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর।
সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে
অভিমান হউক দূর॥
'আমি ত' বৈষ্ণব' এ-বুদ্ধি হইলে
'অমানী' না হব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে
হইব নিরয়-গামী॥
তোমার কিঙ্কর আপনে জানিব
গুরু-অভিমান ত্যজি
তোমার উচ্ছিষ্ট পদ-জল-রেণু
সদা নিষ্কপটে ভজি॥
নিজে শ্রেষ্ঠ জানি' উচ্ছিষ্টাদি-দানে
হবে অভিমান ভার।
তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্ব্বদা
না লইব পূজা কার॥
'অমানী' 'মানদ' হইলে, কীর্ত্তনে
অধিকার দিবে তুমি।
তোমার চরণে নিষ্কপটে সদা
কাঁদিয়া লুটিব ভূমি॥

গুরু-বৈষ্ণবাপরাধই—কীর্ত্তনদুর্ভিক্ষের মূল

গুরুবর্গের অবমাননা-হেতুই আজকাল কীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। আজকালের কীর্ত্তন—জড়ের কীর্ত্তন, ব্যবসা'র খাতিরে কীর্ত্তন, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের জন্য কীর্ত্তন, জড়েন্দ্রিয়তোষণের জন্য কীর্ত্তন; কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা বা হরিতোষণের জন্য নহে। মহাপ্রভু তৌর্য্যত্রিক অর্থাৎ নৃত্য, গীত ও বাদ্য—ইহাদিগকে 'ব্যসন' বলিয়াছেন; কিন্তু হরিসেবানুকূল হইলে ইহারাই আবার শ্রেষ্ঠ ভজন। আজকালের কীর্ত্তন ব্যসনের মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কৃপা

কিছুদিবস পূর্ব্বে তথা-কথিত সভ্যসম্প্রদায় বৈকুণ্ঠ বা গোলোককে লণ্ডন বা প্যারিসের মত কিংবা কাল্পনিক কোনও স্থানের মত মনে করিতেছিলেন, কিন্তু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃষ্ণসেবোন্মুখতায় স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া তাঁহার চিদনুভূতিতে বহুবিধ গ্রন্থ রচনা দ্বারা জগজ্জীবকে শ্রীধামের অপ্রাকৃতত্ত্ব জানাইয়া গিয়াছেন। তিনি শ্রীধামের চিন্ময়ত্ব, অপ্রাকৃতত্ত্ব বিষয় বর্ণন করিয়া বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। শ্রীধাম—তদ্রূপবৈভব।

ভক্তিবিনোদানুগ-গণের ব্রত

আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়ানেড়ী, স্মার্ত্ত, প্রাকৃত সহজিয়া, জাতি-গোস্বামী প্রভৃতি অপসম্প্রদায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর নামে কলঙ্ক আনিতেছিলেন; শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত আত্মধর্ম্মকে দেহ ও মনোধর্ম্মের সহিত সমান করিয়া ফেলিতেছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও তদীয় চরণানুচরগণ শুদ্ধধর্ম্মের সেই গ্লানি দূরীকরণার্থ বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন ও হইয়াছেন।

স্বরূপবিস্মৃতি বা বিরূপাভিমানের দৃষ্টান্ত

আপনারা অনেকেই মহাভারতের এই উপাখ্যানটী জানেন,—মানস-সরোবরে শাপগ্রস্ত ইন্দ্র একদা শূকর-যোনি প্রাপ্ত হইয়া বহুশাবকাদি পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছিলেন। ব্রহ্মা আসিয়া শূকররূপী ইন্দ্রকে বলিলেন, 'ওহে, তুমি অমরাবতীতে যাইয়া ইন্দ্রের আসনে উপবেশন কর, তথায় বহু দাসদাসী তোমার সেবা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।' এই কথা শুনিয়া শূকররূপী ইন্দ্র ক্রোধে অন্ধ হইয়া ব্রহ্মাকে আক্রমণ করিতে গেল। ব্রহ্মা একে একে ঐ শূকরের শাবকগুলিকে হত্যা করিতে থাকিলে ঐ শূকর চীৎকারে দিগ্‌দিগন্ত কম্পিত করিয়া তুলিল,—ব্রহ্মাকে মহাশত্রুজ্ঞানে ক্রোধে ও শোকে অধীর হইয়া পড়িল। চতুর্ম্মুখ শূকর-রূপী ইন্দ্রের প্রিয়তমা পত্নীকেও বধ করিলেন। তখন ঐ শূকররূপী ইন্দ্র সমস্ত আত্মীয়-স্বজন-বিহীন হইয়া ব্রহ্মার উপদেশ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার নিজের স্বরূপও ধীরে ধীরে স্মরণপথে উদিত হইতে থাকিল। শূকররূপী ইন্দ্র বুঝিলেন—'আমি ত' ইন্দ্র, আমিত' শূকর নহি, শূকররূপটা আমার বিরূপ, আমি স্বরূপতঃ ইন্দ্ররূপি-ভগবদ্দাস।' সাধুমুখে জীব স্বরূপতত্ত্বের কথা-শ্রবণ-ফলে নিজতত্ত্ব অবগত হইতে পারে। বর্ত্তমান সময়েও যদি মহাপ্রভু-প্রচারিত স্বরূপধর্ম্মের কথা ঘরপাগ্‌লা লোকদিগের নিকট বলা যায় যে, তোমরা সমস্ত ইতর চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া হরিভজন কর, তখন তাহারাও ঐ শূকররূপী ইন্দ্রের মত বলিয়া উঠে—'বিষয়-ভোগরূপ বিষ্ঠা ভোজন করাই আমাদের 'সনাতন (?) ধর্ম্ম'; তাহাতেই আমাদের সুখ, আমরা চাই না ঐসকল হরিকথা শুনিতে; আমাদের অন্যান্য বহু কার্য্য আছে,—বিষ্ঠা-ভোজন-কার্য্য আছে, শাবক সংখ্যা বর্দ্ধন-কার্য্য আছে।' তাহারা সাধুকে শত্রু মনে করে। তাহারা জানে না যে—

"যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ"

অর্থাৎ ভগবান্ বলিতেছেন—'যাঁহার প্রতি আমি অনুগ্রহ প্রকাশ করি, শীঘ্র শীঘ্র তাহার ধন অপহরণ করিয়া থাকি।'

ত্রিবিধ ঈশ্বর-বৈমুখ্য

ঈশ্বরবিমুখতা তিনটী—কনকচেষ্টা, কামিনীচেষ্টা ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। যাবতীয় কায়মনোবাক্য ঈশ্বরের সেবায় নিযুক্ত কর; তাহা হইলেই ভোক্তৃ-অভিমান বিদূরিত হইবে। কৃষ্ণই যে একমাত্র ভোক্তা এবং আমরা সকলে ও জগতের যাবতীয় বস্তু যে একমাত্র তাঁহারই ভোগ্য, এইরূপ শুদ্ধ উপলব্ধি হইবে। এইরূপ বিচার উপস্থিত হইলেই আমাদের যোষিৎসঙ্গ-ত্যাগ হইবে। যুষ্ ধাতুর অর্থ ভজন বা সেবা; যাহা—কিছুদ্বারা অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণের চিন্ময়-ইন্দ্রিয়সমূহের সেবা না করিয়া আমাদের জড়ভোগগ্রস্ত নিজেন্দ্রিয়ের সেবা করিয়া নিতে চাই, তাহাই ভোগ্যা যোষিৎ বা স্ত্রী। তাই স্ত্রীসঙ্গী হইও না, স্ত্রৈণভাব পরিত্যাগ কর। চেতনময় বস্তুর আরাধনার অভাব ঘটিলেই অচেতনের প্রতি আমরা চেতনের আরোপ করিয়া থাকি।

দ্বিবিধ চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী

দুইপ্রকার ব্যক্তি অচেতনে চেতনের আরোপ এবং চেতনে অচেতনের আরোপ করিয়া থাকেন। তাঁহারা মায়াবাদী ও কর্ম্মী। মায়াবাদিগণ ঈশ্বরকেও মায়ার অন্তর্গত জ্ঞান করেন। 'মীয়তে অনয়া ইতি মায়া' অর্থাৎ যাহা-দ্বারা মাপিয়া লওয়া যায়, তাহারই নাম—'মায়া'। মায়াবাদিগণ ঈশ্বরকেও মাপিয়া লইতে চান। ঈশ্বর স্বরাট্ বা স্বাধীন। 'প্রাকৃত বস্তু যে-প্রকার নাম-রূপ-যুক্ত বলিয়া পরিচ্ছিন্ন, তদ্রূপ ঈশ্বরেরও যদি নাম-রূপ-গুণ-লীলা থাকে, ঈশ্বর যদি নির্ব্বিশেষ

না হইয়া সবিশেষ হন, তাহা হইলে তিনিও পরিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবেন,' মায়াবাদী এইরূপ ভয় করেন! এইরূপ ভ্রমমূলে ঈশ্বরকে মাপিয়া লইবার চেষ্টা বর্ত্তমান। সাহজিক সম্প্রদায় বা বাউল সম্প্রদায়ের চিত্ত-বৃত্তিও মায়াবাদীর তুল্য। যদিও তাহারা দাস্যাভিমান প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও সেস্থলে নিজানন্দ বা নিজ সুবিধার অন্বেষণ করেন মাত্র। তাঁহারা নিজেরা আনন্দিত হইয়া চোখ দিয়া জল ফেলেন। ঐ সকল চেষ্টায় নিজানন্দরূপ কপটতা থাকে বলিয়া উহাও মায়াবাদীর ধর্ম্ম। সর্ব্বতোভাবে ভগবৎসুখান্বেষণই ভগবদ্ভক্তি বা সেবাধর্ম্ম। আমরা ন্যূনাধিক নিত্যকৃষ্ণসেবা-বিমুখ হওয়ায় সকলেই মায়াবাদী হইয়া পড়িয়াছি! জীবে দয়াই একমাত্র হরিকথা-কীর্ত্তন। কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের ন্যায় জীবে দয়ার প্রকৃষ্ট উপায় বা উচ্চ আদর্শ নাই বা হইতে পারে না!

শ্রীনন্দোৎসব

স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিরাট্ বিদ্বৎসভা।

সময়—৭ই ভাদ্র, শনিবার ১৩৩১

অপ্রাকৃতচিদ্‌রসের বিষয়াশ্রয়-তত্ত্ব-বিচার

পরিপূর্ণ আনন্দবিগ্রহ "রসো বৈ সঃ"—শ্রুতিপ্রতিপাদ্য রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবোপলক্ষে যে সকল ভক্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে শ্রীনন্দ সর্ব্বপ্রধান। 'নন্দ' শব্দের অর্থ "আনন্দ"।

শান্তরসের আশ্রয়

শ্রীকৃষ্ণ তদীয় নিত্যধামে পঞ্চরসের বিষয়বিগ্রহরূপে সেবিত হন। যখন তিনি শান্তরসের বিষয়, তখন তাঁহার আশ্রয়—গো, বেত্র, বিষাণ, বেণু, যমুনা-পুলিন প্রভৃতি; ইঁহারা অজ্ঞাতভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেছেন। ইঁহারা জানেন না—'আমরা কাহার সেবা করিতেছি।' শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিতেছেন, গাভী হইতে দুগ্ধ পাইতেছেন, বেত্রদ্বারা গাভীপালকে তাড়ন করিতেছেন, কখনও বা বেণুবাদন করিতেছেন, কখনও যমুনার সৈকত রাশির উপরি পাদবিক্ষেপ করিয়া চলিতেছেন—তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সহায়ক হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। "কৃষ্ণনিষ্ঠা তৃষ্ণা-ত্যাগ—শান্তের দুইগুণে।" জীবের যখন প্রাকৃত তৃষ্ণা-ত্যাগ হয় এবং 'কৃষ্ণ আছেন' এইরূপমাত্র অনুভূতি হয়, তখন শান্তরস। মুনিগণ শান্তরসের উপাসক,—তাঁহারা উপনিষদাদি পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" হন। কিন্তু তাঁহাদের প্রাকৃত অভিনিবেশ দূর হইয়া চৈতন্যনিষ্ঠা-লাভের প্রাক্কালে শুদ্ধজীবানুভূতির সময়ে ভগবানের সহিত জীবের সমজাতীয়তার উপলব্ধিতে তাঁহারা

কিয়ৎপরিমাণে ভগবানের সহিত সমবুদ্ধি হন, কিন্তু তখনও মমতার উদ্রেক না হওয়ায় অনেক সময় নিত্য আশ্রয়বিগ্রহ বা বিষয়বিগ্রহের সহিত নিজকে একীভূত মনে করিয়া বসেন। যেমন, কোন দ্রষ্টা কোন পুরুষকে দূর হইতে নানাজাতীয়-বৃক্ষাদি-পরিশোভিত পর্ব্বতমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কল্পনা করেন যে, ঐ ব্যক্তি অরণ্যের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যেমন ঐ পর্ব্বতপ্রবিষ্ট পুরুষ পর্ব্বতে প্রবেশ করিয়া বৃক্ষাদির শোভা পরিদর্শন করেন এবং সে সময় ঐ পুরুষের ঐসকল হইতে একটী পৃথক্ অবস্থানও বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন-ব্যাপার অপগত হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মলোকের অধোভাগে দেবীধামে স্থিত বহির্দ্দর্শী তর্কপন্থী লোকসমূহ বৈকুণ্ঠের বিচিত্রতা ধারণা করিতে না পারিয়া অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বকে, নির্ব্বিশেষ, নিরাকার প্রভৃতি কল্পনা করিয়া থাকেন। সুতরাং শান্তরসটী ব্রহ্মসম্বন্ধে প্রথম রস অর্থাৎ জীবের সংসারতাপ-নিবৃত্তির পর পরব্রহ্মে অবস্থানমাত্র। ঐ অবস্থায় কিয়ৎ পরিমাণে জড়ব্যতিরেক-সুখ ব্যতীত স্বাধীন ভাব কিছু নাই। তখনও পরব্রহ্মের সহিত সাধকের কোনও সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই।

দাস্যরসের আশ্রয়

দ্বিতীয় রস—দাস্যরস; ইহাতে মমতা বিদ্যমান। 'আমি দাস ও ভগবান্ আমার নিত্য প্রভু' এবং প্রভুর ইন্দ্রিয়প্রীতির জন্য জীবাত্মার স্বাভাবিকী দাস্য-প্রবৃত্তি,—ইহাই দাস্যরসের লক্ষণ। দাস্যরসের আশ্রয়—রক্তক, পত্রক, চিত্রক, বকুল প্রভৃতি

সখ্যরসের আশ্রয়

তৃতীয় রস—সখ্যরস। সখ্য দুইপ্রকার—গৌরব-সখ্য ও বিশ্রম্ভ-সখ্য। দাস্যরসে ও গৌরবসখ্যে সম্ভ্রমরূপ কণ্টক বর্ত্তমান। সম্ভ্রমের স্বভাব এই

যে, উহা বিষয়কে আশ্রয় হইতে কিঞ্চিৎ দূরে রাখে। বিশ্রম্ভসখ্য-রসের রসিক গোপবালক সখাগণ কৃষ্ণের ঘাড়ে চড়িতে, কৃষ্ণকে নিজের উচ্ছিষ্ট ফল খাওয়াইতে, তাঁহার সঙ্গে মারামারি করিতে কোনও দ্বিধা বোধ করেন না। বড়ই আপনার ভাব।

বৎসলরসের আশ্রয়

আবার দাস্য হইতে সখ্য যেমন শ্রেষ্ঠ—সখ্য হইতে বৎসল রসও তদ্রূপ আরও শ্রেষ্ঠ। জগতেও দেখা যায়, সমস্ত সখাগণ অপেক্ষা পুত্রই অধিকতর প্রিয় ও আনন্দোৎপাদক। নন্দ-যশোদা—সেই বৎসলরসের রসিক।

ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য-রস

ঐশ্বর্য্যরসের বিষয়—শ্রীপতি নারায়ণ; আর মাধুর্য্য রসের পরম বিষয়—শ্রীকৃষ্ণ। ঐশ্বর্য্যদ্বারা শিথিল প্রেমে কৃষ্ণের প্রীতি নাই; কেননা, ঐশ্বর্য্যরসের রসিকগণ বিচার করেন যে, বিশ্রম্ভভাব-দ্বারা বুঝি তাহাদের ভগবৎসেবা শ্লথ হইয়া পড়িবে। প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়,—বিশ্রম্ভ-সেবায় সেবার গাঢ়তা ও মমতার আস্পদের প্রতি আরও আপনার হইতে আপনার জ্ঞান অধিকতর বর্ত্তমান।

ভগবৎপ্রেমার নিকট মুমুক্ষার তুচ্ছত্ব

কিন্তু কতকগুলি লোক আত্মরাজ্যের এইসকল অতি উচ্চতত্ত্ব ধারণা করিতে না পারিয়া ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি, জড়মুক্তি বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধানকেই পরমপ্রাপ্য বস্তু মনে করেন। তাঁহারা জড়-বৈচিত্র্যের হেয়তা-দর্শনে চিদ্বৈচিত্র্যের অভাব বা অসম্পূর্ণতা কল্পনা করেন। কেহ কেহ দাস্য-সখ্যাদি ভাবসকলকে নির্ব্বিশেষ অবস্থার পূর্ব্বাঙ্গ বলিয়া কল্পনা করিতেও ত্রুটী করেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐসকল

লোককে 'মূর্খ' আখ্যা দিয়াছেন। জড়মুক্তি ত' অতি নীচের কথা, সামান্য কথা,—রাজাধিরাজের নিকট সামান্য একমুষ্টি অন্নের প্রার্থনার ন্যায়; ঐ প্রকার সহস্র সহস্র মুক্তি ভক্তগণের পদে অবলুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাদের সেবার সময় অপেক্ষা করিতে থাকিলেও ভক্তগণ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করেন না।

বুভুক্ষু ও মুমুক্ষুর দশা ও গতি

জগৎ বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু লোকের সংখ্যায় পরিপূর্ণ। মনোধর্ম্মযুক্ত জীবের আদর্শ—হয়, 'ভোগ', না হয় 'ত্যাগ।' কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি, ভেদাভেদপ্রকাশ॥
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদিবহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥"

ত্যাগিকুল ভোগিকুলকে ঘৃণা করেন। ভোগিকুল ও ত্যাগিকুলের আদর্শ সম্পূর্ণ বিপরীত বোধ হইলেও উভয়েই সমান। ভোগী আপাতমধুর বিষমিশ্র পুষ্পান্নের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া উহা গ্রহণপূর্ব্বক মৃত্যুর কবলে কবলিত হয়; আর ত্যাগী ঐ খাদ্য ত্যাগ করিয়া অনাহারে নিজেই নিজের বিনাশ সাধন করে। যেমন দুইটী ব্যক্তির ফোড়া হইয়াছে; ঐ দুইব্যক্তি দুইজন ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসকের নিকট গেলেন। একজন চিকিৎসক রোগীর ফোড়ায় বাতাস দিয়া (অর্থাৎ তাহাকে আপাতশান্তি প্রদান করিয়া) বিদায় দিলেন। অপর চিকিৎসক বলিলেন,—অস্ত্রোপচার করিলে তোমার পুনরায় ফোড়া হইতে পারে অতএব যদি তোমার প্রাণ সংহার করা যায়, তাহা হইলে আর ফোড়ার সম্ভাবনা থাকিবে না,—এই বলিয়া রোগীর গলায় ছুরি বসাইয়া দিলেন অর্থাৎ চিরতরে রোগীর জীবন বিনাশ করিলেন। সেইরূপ কর্ম্মীর

লভ্য—ইহকালে ও পরকালে ভোগ, নির্ব্বিশেষ জ্ঞানীর লক্ষ্য—নির্ব্বাণ। সেই নির্ব্বাণ দ্বিবিধ—বোধরাহিত্য নির্ব্বাণ ও বোধসাহিত্য নির্ব্বাণ। বোধরাহিত্য বা অচিৎপরিণতি—শাক্যসিংহের লক্ষ্যবস্তু। বোধ-সাহিত্য বা চিন্মাত্রোপলব্ধি—শাঙ্কর মায়াবাদিগণের লক্ষ্য। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥
তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

'হে কমললোচন কৃষ্ণ, যাঁহারা সাধন করিতে করিতে 'আমরা মুক্ত হইয়াছি, অতএব আর ভগবচ্চরণসেবার আবশ্যকতা নাই—সেব্য, সেবক ও সেবার নিত্য পৃথক পৃথক্ অবস্থানের প্রয়োজন নাই,—এইরূপ বুদ্ধি করিয়া তোমার শ্রীচরণে অনাদর করেন, তাঁহারা যোগাদি নানাপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য সাধন-দ্বারা অনেক উন্নত পদবী লাভ করিয়াও ভগবচ্চরণে অপরাধহেতু সেই উচ্চ পদবী হইতে অধঃপতিত হন। কিন্তু হে মাধব, যাঁহারা তোমার নিত্য সেবা-প্রার্থী ভক্ত, তাঁহারা তোমাতে পরিনিষ্ঠিতবুদ্ধি হওয়ায় সম্পূর্ণভাবে তোমার সহিত ঘনিষ্ঠ প্রেমযুক্ত, সুতরাং তাঁহারা সর্ব্বদা তোমা-কর্তৃক রক্ষিত হন এবং তজ্জন্য তাঁহাদের বিঘ্ন হওয়া ত' দূরের কথা, তাঁহারা বিঘ্নবিনাশকগণের মস্তকে পদার্পণপূর্ব্বক নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন।' ভক্তের বিনাশ নাই,—ভক্ত পরানন্দময়, সুতরাং কোন কালে "ভক্তের বিনাশ নাই"—"ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি".—ইহা গীতার বাক্য। আজ সেই ভক্তরাজ নন্দের আনন্দপ্রকাশের দিন। পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা বিশ্রাম করেন বলিয়া তিনিও আনন্দময়; এইজন্য তাঁহার নাম 'নন্দ'।

শ্রীবার্ষভানবী

স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ বিদ্বৎসভা

সময়—২০শে ভাদ্র ১৩৩১, শ্রীরাধাষ্টমী তিথি

(শ্রীরাধাজন্মোৎসবোপলক্ষে)

মঙ্গলাচরণ

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্।

শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি-মাধবান্ ॥

* * *

দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শিষ্য ব্রহ্মা, ব্রহ্মার শিষ্য দেবর্ষি নারদ, নারদের শিষ্য ব্যাসদেব, শ্রীমধ্ব সেই শ্রীব্যাসদেবকে গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন। সেই বৃদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্বমুনির অষ্টাদশ অধস্তনপর্য্যায়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু,—যিনি এই জগতে প্রেমরত্ন বিতরণ করিয়া জগৎ উদ্ধার করিয়াছেন,—সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আমরা ভজন করি। সেই অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরসুন্দর মহাপ্রভুই কলিযুগে রাধা-ভাব-দ্যুতি-সুবলিত তনু হইয়া আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'সেই গোবিন্দা-নন্দিনী রাধা গোবিন্দমোহিনী গোবিন্দসর্ব্বস্ব সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি' শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনীর জন্মোৎসব বর্ষপর্য্যায়ে গতকল্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ভাগবতে স্পষ্টভাবে শ্রীরাধার নাম নাই কেন ?

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবত-নামে যে 'পারমহংসী সংহিতা' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি সুষ্ঠুভাবে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন

করিয়াছেন, কিন্তু রহস্যবিচারে বিশেষভাবে শ্রীমতী রাধিকার নাম উল্লেখ করেন নাই। যাঁহার জন্য শ্রীকৃষ্ণলীলা, যিনি শ্রীকৃষ্ণলীলার প্রধানা নায়িকা—যিনি আশ্রয়তত্ত্ববিচারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়, তাঁহারই নাম শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে উল্লেখ নাই কেন ?—ইহা অনেকেরই হৃদয়ে প্রশ্ন হইয়া থাকে। শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা বলিয়াই লীলার পরমগোপনীয়ত্ব-বিচারে শ্রীব্যাসদেব অনধিকারি-সাধারণ শ্রোতা ও পাঠক-দিগের নিকট হইতে গোবিন্দ-প্রেমিকগণের পক্ষেও পরম-দুর্লভ সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় উপাস্য শ্রীরাধাতত্ত্ব গোপন রাখিবার জন্য সেই তত্ত্বের উল্লেখ প্রকাশ্যভাবে করেন নাই। মর্কটের নিকট মুক্তার মালা প্রদান না করিয়া গোপন রাখা কি বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে? আবার, পরমহংস ভক্তকুলের জন্য যে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে শ্রীরাধার বিষয় কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই, তাহাও নহে। যেমন শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে শ্রীগৌরাব-তারের কথা ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর কথাও অতিগোপ্য রহস্যভাবে উক্ত হইয়াছে ;—১০।৩০।২৮ (ভাঃ)

"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥

শ্রীমতী 'সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি' কেন ?

ষোড়শসহস্র গোপী শ্রীকৃষ্ণের রাসস্থলীতে উপস্থিত থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্তা। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্যশক্তিবলে দুই-দুইটী গোপীর মধ্যে একএকটী মূর্ত্তি প্রকাশপূর্ব্বক গোপীমণ্ডলমণ্ডিত হইয়া রাসোৎসবে প্রবৃত্ত। শ্রীমতীর অভিমান হইল,—তবে কি আমি শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তমা সেবিকা নহি? আমাকে না হইলেও কি শ্রীকৃষ্ণের চলিতে পারে ? ষোড়শ সহস্র গোপীকাই ত তাঁহার সেবা সম্পূর্ণভাবে করিতে পারেন? সেই ষোড়শ

সহস্র সেবিকা, যাঁহারা শ্রীগোবিন্দের জন্য লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, কর্ম্ম, লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ, আর্য্যপথ, নিজেদের পরিজন-প্রীতি, স্বজন-তাড়ন, ভর্ৎসন, ভয়—সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া যথাসর্ব্বস্ব-দ্বারা কৃষ্ণেরইন্দ্রিয়-তর্পণ করিতেছেন, যদি আমার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকেও ত্যাগ করিতে পারেন, তবেই বুঝিব যে, আমি শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ সেবিকা' সেইরূপ মনে করিয়া শ্রীমতী রাধিকা রাসস্থলী পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের রাস বন্ধ হইল। যাঁহার জন্য সব—যাঁহার জন্য রাস, যিনি না হইলে রাসোৎসব আরম্ভই হইত না, তাঁহার অনুপস্থিতিতে রাস বন্ধ হইবে না কেন? গোবিন্দও সেই প্রিয়তমা ও প্রধানা নায়িকার অনুসন্ধান করিবার জন্য রাসস্থলী পরিত্যাগ করিলেন। তখন গোপীগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন,—'হে সহচরি, আমাদিগকে ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে নিভৃতে লইয়া গেলেন, তিনিই ঈশ্বর হরিকে অবশ্যই অধিক আরাধনা করিয়াছেন।'

শ্রীরাধিকা বিনা অন্যসমস্ত গোপী একত্র মিলিয়াও কৃষ্ণের সুখের কারণ হইতে পারেন না। রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ারস বৃদ্ধি করিবার জন্যই আর সব গোপীগণ রসোপকরণ-স্বরূপা। শ্রীজয়দেব-গোস্বামিপাদ শ্রীগীতগোবিন্দে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাদায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥

কংসারি কৃষ্ণ সম্পূর্ণসাররূপা রাসলীলা-বাসনাবদ্ধা রাধাকে হৃদয়ে লইয়া ব্রজসুন্দরীগণকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া গেলেন।

গোপীর আনুগত্যময় ভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব

শ্রীরামাবতারে দণ্ডকারণ্যস্থিত ষষ্টিসহস্র ঋষি ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের কোটিকন্দর্পবিজিত অপ্রাকৃত মনোমোহন রূপ সন্দর্শন করিয়াও গোপীদেহ

লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়া গোপীর আনুগত্যে বহুবৎসরব্যাপী তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণলীলায় গোপীদেহ লাভ করেন। গোপীদেহ প্রাকৃত রক্তমাংসের থলি নহে, তাঁহাদেরও শ্রীকৃষ্ণেরই ন্যায় সচ্চিদানন্দময় তনু। সেই তাপস ঋষিগণের জটাজুটমণ্ডিত মস্তক, সাধনক্লিষ্ট জীর্ণ শীর্ণ প্রাকৃতবিচারযুক্ত দেহ শ্রীভগবানের নয়নোৎসব বিধান করিতে পারে না এবং তাঁহারা শান্ত, দাস্য বা গৌরব-সখ্যে ভগবানের যে সেবা করিয়াছেন, তাহাতে গোপীভজনের চমৎকারিতা ও মাধুর্য্য নাই বলিয়াই তাঁহারা নিত্যচিদানন্দময়ী গোপীতনু লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। গোপীগণের সচ্চিদানন্দময় দেহের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, প্রতি অংশ, প্রতি হাব-ভাব শ্রীগোবিন্দের সেবানুকূল।

শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তমা শ্রীরাধিকা

ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বা তুঙ্গবিদ্যাদেবী তাঁহার 'শ্রীরাধারসসুধানিধি' গ্রন্থে শ্রীবার্ষভানবীর স্তবে বলিয়াছেন,—

যস্যাঃ কদাপি বসনাঞ্চলখেলনোত্থ—
ধন্যাতিধন্যপবনেন কৃতার্থমানী।
যোগীন্দ্রদুর্গমগতির্মধুসূদনোঽপি
তস্যা নমোঽস্তু বৃষভানুভুবো দিশেঽপি॥

কোন সময়ে যে শ্রীমতী রাধিকার বস্ত্রাঞ্চল-সঞ্চালন-ফলে পবনদেব ধন্যাতিধন্য হইয়া কৃষ্ণগাত্র স্পর্শ করায় যোগীন্দ্রগণেরও অতি-সুদুর্লভ সেই শ্রীনন্দনন্দন পর্য্যন্ত আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমতী বার্ষভানবীদেবীর উদ্দেশে আমাদের নমস্কার বিহিত হউক।

শ্রীরাধিকা সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বাধিকা

দাস্য-রসের রসিক রক্তক, পত্রক, চিত্রক যে রসের আস্বাদন

করিতে পারেন না, সখ্যরসে—শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদামাদি গোপবালকগণ যে রসের মধুরিমা আস্বাদন করিতে পারেন না, বৎসল-রসের রসিক—শ্রীনন্দ-যশোদা যে রসের পরমোৎকর্ষ ধারণা করিতে পারেন না, উদ্ধবাদি শ্রেষ্ঠগণ যে রসের জন্য নিত্য লালায়িত, সেই মধুর-রসের রসিক গোপিকাবর্গ-মধ্যে শ্রীমতী রাধিকা—সর্ব্বোত্তমা, রূপে-গুণে-সৌভাগ্যে-প্রেমে সর্ব্বাধিকা।

কৃষ্ণের পরমপ্রেষ্ঠা কে ?—শ্রীল রূপপাদের বিচার

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ উপদেশামৃতের শ্লোকে সেই শ্রীমতী রাধিকার শ্রেষ্ঠত্ব-বর্ণনে বলিয়াছেন,—

"কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী॥"

কুকর্ম্মী, বিকর্ম্মী ও অকর্ম্মী হইতে সৎকর্ম্মীর উৎকর্ষ

পরের, অপকার, চৌর্য্য, মিথ্যা, ব্যভিচার, লাম্পট্য প্রভৃতি অসৎকার্য্য-রত ব্যক্তি হইতে যাঁহারা দেশের উপকার, দান, ধ্যান, তীর্থভ্রমণ প্রভৃতি করেন, যাঁহারা কেবলমাত্র নিজেদের ইন্দ্রিয়ের স্বার্থান্বেষী নহেন সেইরূপ সৎকর্ম্মী শ্রেষ্ঠ ; কারণ, অসৎকর্ম্মের প্রাবল্যে জগতে মনুষ্যজাতির পক্ষে বাস করাই অসম্ভব হয় ; কিন্তু এইরূপ সৎকর্ম্মীর আদর্শই চরম নহে। সৎকর্ম্মিগণ কুকর্ম্মী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জীবগণকে উচ্ছৃঙ্খলতার কবল হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদের অসৎকর্ম্ম সঙ্কোচ করিবার জন্যই সৎকর্ম্মের ব্যবস্থা। কিন্তু কর্ম্মিগণ বুভুক্ষু, তাঁহারা ইহকালে অভ্যুদয় ও পরকালে সুখের জন্য ব্যস্ত। যাঁহারা আপনাদিগকে নিষ্কাম-কর্ম্মী বলিয়া মনে

করেন, তাঁহারাও প্রচ্ছন্নভোগী। নিজেদের অন্তঃস্থলের গভীরতম প্রদেশে লুক্কায়িত নিজেন্দ্রিয়-প্রীতিই নানাকারে স্বদেশ-প্রীতি, দরিদ্রকে অন্নদান, বস্ত্রদান, দাতব্যচিকিৎসালয়-নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী-খনন, জলছত্র-স্থাপন, অতিথি-সৎকারাদি সৎকার্য্যরূপে প্রকাশিত হয়।

জড়নিষ্ঠ কর্ম্মী হইতে চিদনুসন্ধিৎসু জ্ঞানীর শ্রেষ্ঠত্ব

কর্ম্মিগণ তাহাদের কপটতা নিজেরা ধরিতে পারেন না। সেই বুভুক্ষু কর্ম্মী হইতে মুমুক্ষু জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা তাত্ত্বিক, কর্ম্মিদিগের নির্ব্বুদ্ধিতা বুঝিয়াও পাছে তাহাদিগকে সৎকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে গেলে নিজেরা অসৎকর্ম্মাসক্ত হইয়া পড়েন, এইজন্য জ্ঞানিগণ গীতার বাক্য স্মরণ করিয়া থাকেন—"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্" অর্থাৎ অজ্ঞতা-বশতঃ কর্ম্মে আসক্ত কর্ম্মসঙ্গী মূর্খব্যক্তিগণের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না। তাহা করিলে তাহারা অসৎকর্ম্মাসক্ত হইয়া পড়িবে। কর্ম্মিগণ মূর্খ; অমূর্খ জ্ঞানিগণ বিচার করেন—"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।" কর্ম্মিগণ সৎকর্ম্মজনিত পুণ্যফলে দিব্য দেবভোগসকল প্রাপ্ত হন; পরে সেই প্রভূত-সুখ-জনক স্বর্গ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন করেন। সুতরাং জ্ঞানীরা কর্ম্মীর মূর্খতা পরিত্যাগ করিয়া অমূর্খের বিচারে চির-আনন্দের প্রয়াসী হইয়া মুমুক্ষু হন। তাঁহাদের বিচার এই যে, অস্তিত্বই যখন ক্লেশদায়ক, তখন চিদ্ রাহিত্য, অচিৎনির্ব্বাণ বা চিৎসাহিত্য ব্রহ্মে বিলীন হওয়াই শ্রেয়কর! এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকই নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান-তৎপর জ্ঞানী, মায়াবাদী বা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। ইঁহাদিগের আশা কত ক্ষুদ্র! ইঁহারা মূর্খ কর্ম্মীর উপর পাল্লা দিতে গিয়, নিজেরা অমূর্খ সাজিতে গিয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে মূর্খই হইয়া পড়িলেন, আত্মবিনাশ সাধন করিলেন।

যে নিত্যানন্দ লাভের আশায় জ্ঞানী ত্যাগী সাজিলেন, ভোগীকে ঘৃণা করিলেন, তাঁহার ভাগ্যে সেই নিত্যানন্দলাভ হইল না !

"জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু, করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥"

অধোক্ষজ ভগবৎসেবকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব

এইজন্য সর্ব্ব-প্রকার জ্ঞানী হইতে শুদ্ধভক্ত শ্রেষ্ঠ—ভক্তের পদবী সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ পদবী। মূর্খ ভোগী কর্ম্মিগণ মনে করেন,—ভক্তগণ, বুঝি তাঁহাদের মতই কর্ম্ম করেন, তাঁহাদের মতই ঘণ্টা নাড়েন, ঈশ্বর পূজা করেন, 'জীবে দয়া' করেন, তীর্থে গমন করেন, সাধুগুরুর সেবা করেন ; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। কর্ম্মীর ভালমন্দ-বিচার—চক্ষু-কর্ণাদি-ইন্দ্রিয়গ্রাহ ; কিন্তু ভক্তের সেবা—অধোক্ষজসম্বন্ধিনী অর্থাৎ যাহা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান ধারণা করিতে অসমর্থ। ভক্তের নিজেন্দ্রিয়-প্রীতি নাই, আছে কেবল কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি।

ফলত্যাগীর বিচারের হেয়তা

জ্ঞানী মনে করেন,—ভক্ত বুঝি তাঁহারই মত কোন অনিত্য বস্তুর,—যে বস্তু পরে আর থাকিবে না, যে দৃশ্য, দ্রষ্টা ও দর্শনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে, যাহার ত্রিপুটী বিনষ্ট হইবে,—সেইরূপ বস্তুরই অন্ধবিশ্বাসমূলে ভজন করেন। জ্ঞানিগণ অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ভগবানের চিন্ময় হাত, পা, মুখ, চোখ, নাক, ঠোঁট সব কাটিয়া, তাঁহার হাতে হাতকড়ি, পায় বেড়ী দিয়া অবশেষে তাঁহারই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেদন করিয়া তাঁহাকে নিরাকার নির্ব্বিশেষ করিতে প্রয়াসী। ভগবান্—যিনি অদ্বিতীয় ভোক্তা, তিনি ভোগ করিতে পারিবেন না, তিনি হাত-পা-ছাড়া বস্তু হইবেন! আর যত নশ্বর জড়ভোগের জন্য হাত-পা, ভোগি কুলের থাকিবে—তাহারা হিমালয়ের মুক্ত বায়ুতে, অরণ্যানীর নির্জ্জন সৌন্দর্য্যে, ভাগীরথীর রমণীয় কূলে বসিয়া

ত্যাগের নামে প্রচ্ছন্ন ভোগ করিয়া লইবেন! ভক্তগণ সেইরূপ প্রচ্ছন্ন-ভোগী নহেন। যে মুক্তির জন্য জ্ঞানিগণ লালায়িত, তাহা ভক্তগণের নিকট ত্যক্তনিষ্ঠীবনের ন্যায় বস্তু—অগ্রাহ্য পরিত্যাজ্য বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃতের লেখক শ্রীল বিল্বমঙ্গল গোস্বামী বলিয়াছেন—

মুক্তি—ভক্তির অনুগামিনী দাসী

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥

যাঁহার শ্রীকৃষ্ণে শুদ্ধভক্তির উদয় হইয়াছে, তাঁহার নিকট মুক্তি স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি হইয়া সেবা করিবার জন্য ব্যস্ত থাকেন, শুদ্ধভক্ত তাঁহার দিকে একবার ফিরিয়াও চান না, আর ধর্ম্ম, অর্থ, কামসকল কোনসময় শুদ্ধভক্তের সেবা করিবার সুযোগ পাইবে এই আশায় সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে। সুতরাং কর্ম্মীর প্রার্থনীয় ধর্ম্মার্থকাম ও জ্ঞানীর লোভনীয় মোক্ষ—ভক্তগণের থুৎকারের বস্তু।

মুমুক্ষার তুচ্ছত্ব

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলেন—

"কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপুরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ॥

জ্ঞানিযোগিগণের স্পৃহা কৈবল্যসুখ—শুদ্ধভক্তের নিকট নরকতুল্য

কর্ম্মীর লোভনীয় ইন্দ্রপুরীর সুখ—তাঁহার নিকট আকাশকুসুমের ন্যায় অবাস্তব। যাঁহার শ্রীগৌরসুন্দরে প্রেম উদিত হইয়াছে, বিশ্বামিত্রপ্রমুখ তাপস-কুলের ন্যায় তাঁহার পতনাশঙ্কা নাই ; শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাকটাক্ষের এইরূপই প্রভাব ! সুতরাং সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানী অপেক্ষা শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়তর। সর্ব্বপ্রকার ভক্তগণ-মধ্যে আবার প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত কৃষ্ণের অধিকতর প্রিয়। সর্ব্বপ্রকার প্রেমভক্তের মধ্যে ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণের আরও অতিশয় প্রিয়। সর্ব্বগোপীগণের মধ্যে শ্রীমতী রাধিকা আবার কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়তমা—তাঁহা হইতে শ্রীকৃষ্ণের আর প্রিয়তম কেহ নাই। যেরূপ শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রিয়তমা, সেইরূপ তদীয় কুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়তমা। সেই শ্রীরাধার দাস্যই আমাদের পরম লোভনীয় বিষয়

এমন দিন কবে হইবে,—যেদিন আমরা অন্য অভিলাষ, সুত্যক্ত তুচ্ছ কর্ম্ম, অকিঞ্চিৎকর নির্ব্বিশেষ জ্ঞান, তপ ও যোগাদি—সমস্ত কাকবিষ্ঠাবৎ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরাধার দাস্যে নিযুক্ত হইয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্য পরম-চমৎকার-মাধুর্য্যময়ী সেবার অধিকার পাইব ! অনর্থযুক্ত অবস্থায় শ্রীরাধার দাস্য-সৌভাগ্য-লাভ ঘটে না। যাঁহারা অনর্থযুক্ত অনধিকার অবস্থায় পরম-প্রেষ্ঠসেবিকা শ্রীরাধার অপ্রাকৃত লীলার আলোচনায় তৎপর হন, তাঁহারা ইন্দ্রিয়ারামী, প্রচ্ছন্ন ভোগী, প্রাকৃত সহজিয়া শ্রীব্রহ্মসংহিতায় ব্রহ্মা শ্রীগোবিন্দের এইরূপ স্তব করিয়াছেন,—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

প্রেমবিভাবিত সমাধিচক্ষেই সেই অচিন্ত্যগুণস্বরূপ শ্রীশ্যামসুন্দরের অপ্রাকৃত শ্রীমূর্ত্তির দর্শন-লাভ হয়। অনর্থমুক্ত প্রেমিক ভক্তগণ সেই

শ্রীগোবিন্দকে দর্শন করিয়া থাকেন। সুতরাং যে-সকল পরম সুকৃতিবিশিষ্ট অনর্থমুক্ত পুরুষ শ্রীরাধার দাস্যে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন, তাঁহারাই শ্রীরাধাকুণ্ডে অবগাহন করিতে পারেন,—তাঁহারাই অষ্টকাল শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা-সৌভাগ লাভ করেন। তাঁহারাই ধন্য—ধন্যাতিধন্য।

শ্রীমধ্বাবির্ভাব

স্থান—শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ, নবাবপুর, ঢাকা

তারিখ—২১শে আশ্বিন, ১৩৩১, শ্রীমাধ্বজন্মোৎসব

মঙ্গলাচরণ

"আনন্দতীর্থনামা সুখময়ধামা যতির্জীয়াৎ।

সংসারার্ণবতরণিং যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ॥"

সেই আনন্দতীর্থ নামক শ্রীমধ্বমুনিকে আমি সসম্ভ্রমে অভিবাদন করি তাঁহার জয় হউক। পণ্ডিতগণ তাঁহাকে সংসারসাগর পার হইবার নৌকা-সদৃশ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। সেই যতিরাজ—সুখময়ধাম। আজ তাঁহার আবির্ভাব-দিবস।

গৌড়ীয়-আম্নায় ও আচার্য্যগণের প্রচারেতিহাস

বাঙ্গালাদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের সকলেই সেই বৃদ্ধবৈষ্ণবাচার্য্যের অনুগত। তাঁহার অপর নাম—শ্রীমধ্বমুনি। তাঁহার নামানুসারেই এই মঠের নামকরণ হইয়াছে। সেই শ্রীপাদ আনন্দতীর্থ বা পূর্ণপ্রজ্ঞের অষ্টাদশ অধস্তন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, সপ্তদশ অধস্তন—শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। এই তিন প্রভু শ্রীমধ্ব-মুনিকে স্বীয় গুরুপরম্পরা-মধ্যে স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীমধ্বমুনি কেরল দেশের উত্তরাংশে (বর্ত্তমান কেনাড়া জেলায়) আবির্ভূত হন। এই মহাত্মা ভারতবর্ষে পঞ্চোপাসনার পরিবর্ত্তে একমাত্র বিষ্ণূপাসনারই কর্ত্তব্যতা প্রচার করেন। তাঁহার পূর্ব্বে মায়াবাদাচার্য্য শিবগুরুতনয় শঙ্করপাদ আর্য্যধর্ম্ম-সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রীমধ্ব পুনরায় সেই আর্য্যধর্ম্মের মধ্যে ভগবদানুগত্য বা ভগবৎসেবাই প্রচার করেন।

শ্রীমধ্বমুনি অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক শ্রদ্ধালু জগদ্বাসীকে দেখাইলেন, জীবের অধিষ্ঠানে যে নিত্য ভগবৎসেবাতাৎপর্য্য, তন্মূলেই আস্তিক্যবাদ প্রতিষ্ঠিত। ভগবানের আনুগত্য ব্যতীত জীবের অন্য গতি নাই। শিবগুরুতনয় শঙ্করাচার্য্য মালাবার জেলার কালাডিগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন; শঙ্করের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ বৌদ্ধ বা বেদবিরুদ্ধবাদে প্লাবিত ছিল। বেদবিরুদ্ধবাদ খণ্ডন করিয়া শঙ্কর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। পূর্ব্বে বৌদ্ধ ও জৈনগণের নানাপ্রকার অবৈদিক বর্ণধর্ম্মের দ্বারা ভারতবর্ষ আচ্ছন্ন ছিল। ভাগবতেও (১।৩।২৪) দেখা যায়,—

"বুদ্ধো নাম্নাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি"

বৌদ্ধ ও জৈনগণ বৈদিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অনেক বাধা দিয়াছিলেন শঙ্করাচার্য্য বেদাবিহিত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ অনেকটা শঙ্করের অনুগত। শ্রীশঙ্কর বর্ত্তমান উত্তরভারতে বর্ণাশ্রমের একমাত্র কর্ণধার। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের নিরাসকল্পে বেদের আংশিক উদ্দেশ্য-স্থাপনকর্ত্তা—তিনি একেশ্বরবাদের প্রবর্ত্তক। বেদশাস্ত্রের কর্ম্মশাখিগণ ফলকামী হওয়ায় বহু দেবতার উপাসক। ইন্দ্র, একাদশ রুদ্র, অষ্টবসু, অগ্নি, সূর্য্য, বরুণ, অশ্বিনীকুমার, বিষ্ণু প্রভৃতি বহু বহু দেবতার উপাসনার বিষয় বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। এই কর্ম্ম বা সকাম উপাসনার মূলে 'আমি দুর্ব্বল, আমি প্রভুর অনুগত, দেবতাগণের অধীনে থাকিলে আমার সুখলাভ হইবে' এই প্রবৃত্তি অবস্থিত। কর্ম্মকাণ্ডিগণ এই মতের আশ্রিত। বৌদ্ধগণ ইহাতে বাধা প্রদান করেন এবং জৈনধর্ম্মে উহার প্রতিক্রিয়া দৃষ্ট হয়। জিনদিগের মধ্যেও ২৪ জন অবতার, অষ্টবসু, পরে অনেক গ্রাম্য দেবতা, পর্ব্বতের ও বৃক্ষাদির ঈশ্বরত্ব কল্পিত হয়। উত্তরভারতে, নেপালে, ভুটানে, চীনদেশে এই অবৈদিক উপাসনা-দ্বয় প্রচলিত হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ দেবতা ছিল

একগ্রামের দেবতা অন্য গ্রামের দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ, এইরূপ প্রতিপাদন করা যেন একটা বড় বাহাদুরীর কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। বেদের প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম কর্ম্মকাণ্ডিগণের হাতে পড়ায় সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হইতেছিল।

চঙ্কড় সমন্বয়বাদের জন্মরহস্য

বহ্বীশ্বরবাদিগণ পরস্পর বিবাদ করিত—'এই পাহাড়ের দেবতা শ্রেষ্ঠ, ঐ পাহাড়ের দেবতা অশ্রেষ্ঠ।' পূর্ব্বে ধর্ম্মের অধীন জাতীয়তা ছিল। বর্ত্তমানে জাতির অধীন ধর্ম্ম। এইসকল সাম্প্রদায়িকতা ও তন্মূলে দ্বন্দ্ব ও বিদ্বেষের হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য সমন্বয় বা ঐক্যের একটা পন্থা কল্পিত হইল। এইরূপ একটী cosmopolitan প্রবৃত্তি তাৎকালিক সভ্য মানবজাতি ও পণ্ডিতমণ্ডলীর ভিতর উদিত হইয়াছিল শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন উপাসকগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা-নিবারণার্থ মানবের মন তথা-কথিত সমন্বয় ও মৈত্রীর ছায়াতরুরূপে এমন একটী একত্ববাদ সৃষ্টি করিল, যদ্দ্বারা পঞ্চোপাসনার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আসিয়া বিরাম লাভ করিতে পারিবে। এই **মানব-মনঃকল্পিত** সমন্বয়বাদ জনসাধারণের নিকট বড়ই মিষ্ট বলিয়া বোধ হইল। Discordant elementsগুলি একত্র হইয়া কোনও একটী common flag এর ভিতরে আসিলে তাহার নাম 'সমন্বয়'। 'উপাস্য'-সৃষ্টির কারখানা হইয়াছিল—মানব-মন। আবার উপাস্যকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একীভূত করিয়া দেওয়ার কর্ত্তাও হইল—মানব-মন। সে সময় বৌদ্ধ ও জৈন বিচারপ্রণালী আসিয়া উপস্থিত হইল। ছোট ছোট ধর্ম্ম বৃহৎ হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার ক্ষুদ্র গণ্ডী হারাইয়া ফেলিল। শঙ্করবিজয়-গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, কাপালিক, যোগী ও নানাপ্রকার

দেবদেবীর উপাসকগণ শঙ্করের বেদান্তবিচারের প্রতিপক্ষ হইয়াছিলেন। শঙ্করের বিচারের ফলে তাঁহাদেরও পরে শাঙ্কর-মতে আনুগত্যপ্রাপ্তি ঘটিল।

ভগবদাদেশপালনাবতার শ্রীশঙ্করের প্রচারিত মতবাদের তাৎকালিক প্রয়োজনীয়তা

শাঙ্কর-মত বাস্তবিক বৈদিক-মত কিনা, তদ্বিষয়ে সাত্বতগণ সন্দেহ উত্থাপন করিয়াছেন। তবে ইহা নিঃসন্দেহ যে, বেদবিরুদ্ধ বৌদ্ধমত হইতে ভিন্ন করিয়া শঙ্করাচার্য্যের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ প্রচার করিবার দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। ভগবানের নিত্য নাম-রূপ-গুণ-লীলা অস্বীকৃত না হইলে সার্ব্বজনীনতার অভাব হইবে,—এইরূপ বোধমূলেই এই প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদ স্থাপিত। সকল-জাতীয় সাধারণ পঞ্চোপাসনাকে বেদশাস্ত্রের অনুগত বলিয়া ভান করিবার প্রবৃত্তি-মূলে এই মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার প্রয়োজনীতা সার্ব্বকালিক নহে—তাৎকালিক মাত্র। বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে বেদের আনুগত্য-প্রচার—মূর্খদিগকে প্ররোচনা মাত্র; উহা বুদ্ধিমানের পক্ষে গ্রহণীয় নহে। শঙ্করের বিচার-প্রণালী বিচার করিলে দেখা যায় যে, আচার্য্য শঙ্কর বৌদ্ধানুকূল তাৎকালিক লোকবাদ স্বীকার করিযাছিলেন, কিন্তু শঙ্করের ব্যক্তিগত বিচার তদ্রূপ ছিল না। নির্গুণ ব্রহ্মে একীভূত হইয়া যাওয়াই তাঁহার লক্ষ্য। তিনি উপাসনা-প্রণালীর নিত্যত্ব স্বীকার করেন না;—তাঁহার দশোপনিষদ্ভাষ্যই এতদ্বিষয়ে প্রমাণ।

বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজ ও পঞ্চোপাসনা

বর্ত্তমান হিন্দুনামধারী ব্যক্তিগণের অধিকাংশই শঙ্কর-শাসিত সমাজে বাস করিতেছেন। 'হিন্দু' বলিতে আজকাল 'পঞ্চোপাসক'কেই বুঝায়। কিন্তু ঐ পঞ্চোপাসকদিগের উপাসনা-প্রণালী নিত্যা নহে। উপাসকগণের

স্ব-স্ব-অভীষ্ট-সিদ্ধি হইয়া গেলে আর উপাসনার প্রয়োজন থাকে না। সুতরাং উপাসনাটী অনিত্য ব্যাপার মাত্র।

নির্ব্বিশেষবাদ-জনক ও পঞ্চোপাসনা-জননী হইতেই সমন্বয়বাদ-পুত্রের উদ্ভব

জগতে 'ভোগ' ও 'ত্যাগ' নামে—দুইটী কথা বর্ত্তমান। 'ভোগ' ও 'ত্যাগ' এই দুইটীকেই বজায় রাখিবার নাম—'সমন্বয়'। ভোগিকুল পাঁচপ্রকার খাজাঞ্চীর (বিষ্ণু, শিব, শক্তি, গণেশ ও সূর্য্যের) নিকট হইতে ভোগ্যবস্তু লাভ করিয়া ইহ ও পরলোকে দুঃখনিবৃত্তি ও সুখ ইচ্ছা করেন।

শাক্যসিংহ ভোগের পরিণাম দেখিয়া ব্যথিত হইয়া কর্ম্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন—ত্যাগ ও তপস্যার বিচার প্রচার করিলেন। তাঁহার মতে, তপস্যা-ত্যাগাদি যে কোনও কৃচ্ছ্র সাধ্য উপায়েই হউক, অনুভবশক্তির রাহিত্যই প্রয়োজন। সেই চেতন-রাহিত্যই তাঁহার মতে 'নির্ব্বাণ' বা 'মুক্তি'। এইরূপ 'অচিৎপরিণতি'রূপা মুক্তির বিচার চিদচিৎএর সমন্বয়-বিধান-চেষ্টা হইতেই উদ্ভূত। শ্রীপাদ শঙ্করও প্রচ্ছন্নভাবে অনেকটা শাক্য-সিংহের (সাংখ্যসিংহের?) মতই স্থাপন করিলেন। শ্রীশঙ্করের চেষ্টা বহির্দৃষ্টিতে শাক্যসিংহের প্রতিকূল হইলেও কার্য্যতঃ শঙ্করাচার্য্য শাক্য-সিংহেরই প্রচ্ছন্ন অনুগত বলিয়া স্বীয় মতবাদের পরিচয় দিয়াছেন। সাংখ্যকার কপিলের মতে, প্রকৃতিলীন অবস্থাতেই 'মুক্তি' এবং সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের প্রকাশেই মায়ার ক্রিয়া, ভোগ বা কর্ম্ম। শ্রীশঙ্করাচার্য্য এই সাংখ্যবাদের বিপরীত ভাব নির্গুণতা গ্রহণপূর্ব্বক চিন্মাত্রবাদ প্রচার করিলেন। "অসতো সদজায়ত"—অর্থাৎ অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত জগৎ প্রকাশিত হইল—এই শ্রুতিমন্ত্রে যে শক্তিপরিণামবাদ নিহিত রহিয়াছে, তাহা স্বীকার করিলে অধিকারী ঈশ্বরকে 'বিকারী' ও শ্রীগুরু-ব্যাস-

দেবকে 'ভ্রান্ত' বলিতে হইবে—এই যুক্তি দেখাইয়া মায়াবাদাচার্য্য 'বিবর্ত্তবাদ' স্থাপন করিয়াছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে বেদান্তসূত্রে ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্র তাঁহার অবিচিন্ত্যশক্তির কার্য্য-বিকাররূপে যে এই বিশ্ব,—এইরূপ শক্তিপরিণামবাদ উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

বিবর্ত্তবাদ ও প্রচ্ছন্ননাস্তিকতা-মূলক সমন্বয়বাদ

"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে"—এই শ্রুতিমন্ত্রে ব্রহ্মের একটী অবিচিন্ত্যা পরশক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। এক বস্তুতে বস্ত্বন্তর বুদ্ধির নাম—'বিবর্ত্ত',—যেমন, রজ্জুতে সর্প, শুক্তিতে রজত-ভ্রম ইত্যাদি। বদ্ধজীব যখন জড়দেহে আত্মবুদ্ধি করেন, তখনই বিবর্ত্তের উদাহরণ উপস্থিত হয়। সেই বিবর্ত্তদোষকে মূলবিশ্বতত্ত্বে ও জীবতত্ত্বে আরোপ—ভগবানের চিচ্ছক্তির অস্বীকার ব্যতীত আর কিছুই নহে;—ইহাই প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা। এই বিবর্ত্তবাদের (Idealism এর) মতে বস্তুর অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের উপযোগী। এই বিবর্ত্তবাদ সমতাপ্রাপ্ত (neutralised) হইলে আর গুণজাত জগৎ থাকিবে না এবং ত্রিপুটী বিনষ্ট হইলে আর বিবর্ত্ত-স্বরূপ (?) জীব ও জগতের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। সুতরাং শাক্যসিংহের মতে প্রাপ্যমুক্তি যেমন অচিদ্‌বিনাসে অবস্থিত, শঙ্করাচার্য্যের মতে উহা তদ্রূপ চিন্মাত্রবাদ বা চিদ্‌বিলাসের অনবস্থিতি। নির্ব্বাণ বা দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন—এই ত্রিপুটীর বিনাশরূপ নাস্তিকতাই যখন চরমলক্ষ্য, তখন যিনি যে পথ দিয়াই চলুন না কেন, সকলেই সমান; ইহারই নাম সমন্বয়-বাদ। এই সমন্বয়-বাদের সুবিধা এই যে, যে কোনও ভ্রান্তমত ইহার ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া একটী স্বতন্ত্র মত বা পথবিশেষ বলিয়া পরিচয় দিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে। এইজন্যই বিষ্ণুবিরোধী মনোধর্ম্মি-জগতে চিজ্জড়সমন্বয়বাদের বহুল আদর দেখিতে পাওয়া যায়!

তথা-কথিত সমন্বয়বাদ মানবের প্রচ্ছন্ননাস্তিকতাময়ী প্রেয়ঃপিপাসার পানীয়

সমন্বয়বাদের দ্রষ্টা ভগবানের নিত্য আনুগত্য স্বীকার করেন না। তাঁহার মিছা বা ব্যবহারিক আনুগত্য-ভান—ভগবানের প্রকৃত আনুগত্য নহে। উহা কৌশলে কার্য্যসাধনরূপ নাস্তিকতারই অপর দিক্। বহ্বীশ্বরবাদ বিশেষতঃ পঞ্চোপাসনা হইতেই সমন্বয়বাদের সৃষ্টি এবং এই সমন্বয়বাদ—মানব-কল্পিত।

নির্ব্বিশেষ লক্ষ্য ও গণপ্রিয়তানুসন্ধানই সমন্বয়বাদের অন্তর্নিহিত প্রতিজ্ঞা

অসাম্প্রদায়িকতা বা উদারতার নামে কাল্পনিক অনিত্য সত্য-ছলনা অর্থাৎ নাস্তিকতা ও অবিসংবাদিত নিত্যসত্য আস্তিকতার সমন্বয় প্রয়াস—কেবল ভক্তিহীন ও ভগবদ্বহির্ম্মুখ-লোক-রঞ্জনরূপ ব্যাপার হইতেই উদ্ভূত; এই সকল অসাম্প্রদায়িক নামধারিগণ কার্য্যতঃ মনঃকল্পিত ভগবদ্বহির্ম্মুখ সম্প্রদায়েরই স্রষ্টা।

শ্রীরামানুজাচার্য্য ও শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবের কারণ; সৎ সম্প্রদায় ও অসৎ সম্প্রদায়

এইরূপ বিষ্ণুবিরোধমূলা সমন্বয়চেষ্টার প্রয়াস কেবল আধুনিক নহে, বহুপূর্ব্বেও জগতে প্রচলিত ছিল। তাহা দেখিয়া করুণাবশতঃ দুই-জন ভগবৎ-প্রেরিত পরম উদার মহাপুরুষ জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ঐসকল ভগবদ্বহির্ম্মুখ অসাম্প্রদায়িক-ব্রুবগণকে প্রকৃত ভগবদনুগত ব্যক্তিগণ হইতে পৃথক্ করিবার বাসনায় 'অসৎ সাম্প্রদায়িক' ও 'সৎ' সাম্প্রদায়িক' আখ্যা প্রদান করিলেন। লক্ষ্মণদেশিকই এইবিষয়ে অগ্রণী হইলেন। সৎ সাম্প্রদায়িকগণের মনগড়া সম্প্রদায় নাই—

তাঁহারা কপট উদারতার নামে নাস্তিকতার প্রশ্রয় দেন না। ভগবান্‌ই একমাত্র সৎ অর্থাৎ নিত্যসত্ত্ব-বিশিষ্ট বস্তু। সেই ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তিও নিত্যা। সৎ সাম্প্রদায়িকগণ সেই নিত্য-সত্ত্বাবিশিষ্ট অবিচিন্ত্য-শক্তিসমন্বিত শ্রীভগবানের নিত্য উপাসক, সুতরাং তাঁহারাই একমাত্র পরম উদার। জগতে অধোক্ষজ ভগবৎসেবকগণ অপেক্ষা উদার আর কেহ থাকিতে পারে না। জড়ের উদারতা—উদারতা নহে; উহা ইন্দ্রিয়-তর্পণমূলে উদারতার ভান বা কপটতামাত্র। সমন্বয়বাদিগণ উদারতার ছল করিয়া, বিষ্ণু, শিব, শক্তি, গণেশ, সূর্য্য, ইঁহাদের যে কোন একটীর উপাসনা (?) আরম্ভ করিলেন। কিন্তু যাঁহাকে এতকাল উপাসনা করিলেন, পরে সেই উপাস্যের উপরই খড়্গ নিপাতিত করিয়া তাঁহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন! চূণকাম করা হইল, পলস্তারা করা হইল, আবার কিছুকাল পরে ঐ পলস্তারাকে ফেলিয়া দেওয়া হইল! যখন এইভাবে ভগবানের নিত্য সবিশেষত্ব ও নিত্য আরাধনা অস্বীকৃত হইতে লাগিল তখনই ভগবানের ইচ্ছায় আন্ধ্র প্রদেশের অন্তর্গত মহাভূতপুরী নগরীতে শ্রীলক্ষ্মণ-দেশিক-নামে এক পরম শক্তিশালী মহাপুরুষ আবির্ভূত হইলেন; ইঁহারই অপর নাম—শ্রীরামানুজাচার্য্য। শ্রীরামানুজাচার্য্যের পরবর্ত্তী—শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য পূর্ণপ্রজ্ঞ। যখনই কোনও ভগবদানুগত্যযুক্ত সত্য-ধর্ম্মের কথা জগতে প্রচারিত হয়, তখনই জগতের বিষ্ণুবিরোধী মনুষ্যগণ, এমন কি, দেবতাগণ পর্য্যন্ত তাহার পরম শত্রু হইয়া পড়েন।

বিষ্ণুভক্তগণের প্রতি অদেবগণের চিরন্তন অবিচার ও অত্যাচার

সত্যযুগেও হরিভক্ত শ্রীপ্রহ্লাদের প্রতি বিরোধ-চেষ্টা-দমনের নিমিত্ত শ্রীনৃসিংহ-দেবের আবির্ভাব হইয়াছিল। পাষণ্ডিগণের আত্মবিনাশ সাধন

করাইবার জন্যই ভগবানের ক্রোধের সঞ্চার হয়। পাষণ্ডিগণ হরি ও হরিভক্তের বিরোধ করিতে করিতে অনন্তবিনাশের পথে ধাবিত হয়। যখন শ্রীরামানুজাচার্য্য আবির্ভূত হইলেন, তখন তাঁহার প্রচারে অনেক বিষ্ণুবিরোধী ব্যক্তি বাধা প্রদান করিল; এমন কি, যে গুরুব্রুব রামানুজাচার্য্যের মত অসীম প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে নিজশিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে পারিলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেন, রামানুজ যখন সেই গুরুব্রুবসম্প্রদায়ের প্রচারিত কুমতবাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত ও শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিয়া ভগবদানুগত্যময় ধর্ম্ম প্রচার করিলেন, এবং যখন রামানুজের যশঃসৌরভ দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত হইতে থাকিল, তখন সেই মৎসর-সম্প্রদায় শ্রীরামানুজের শত্রু হইয়া পড়িলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শুক্রাচার্য্য ও বলির চরিত্রেও এইরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রামানুজাচার্য্যকে দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাসে থাকিতে হইয়াছিল। আজও ভারতে শ্রীরামানুজাচার্য্যের অনুগত প্রায় তিন কোটী লোক বাস করিতেছেন। ইঁহারা যে গ্রামে বাস করেন, সে গ্রামে অসৎ সম্প্রদায়ের লোকের স্থান নাই. ভারতবর্ষে 'রামানন্দী জমায়েৎ সম্প্রদায়'-নামে একপ্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায় দৃষ্ট হয় এই রামানন্দ—শ্রীরামানুজের ষোড়শ অধস্তন। ইনি ঠিক শ্রীরামানুজাচার্য্যের সম্পূর্ণ অনুগত নহেন। ইঁহার অনুগ-গণ শ্রীরামানুজাচার্য্যের একনিষ্ঠ সদাচার হইতে কিঞ্চিৎ দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন। ইঁহারা সাধারণ লোকের নিকট উপাসকসম্প্রদায়-নামে পরিচিত হইলেও চরমে শঙ্করের নির্ব্বিশেষবাদ ও বহু দেবতার উপাসনা ন্যূনাধিক গ্রহণ করিয়াছেন। সম্পূর্ণ গুরুর আনুগত্য ও শাস্ত্রীয় আলোচনার অভাব হইতেই তাঁহাদের মধ্যে এই বিপত্তি প্রবেশ করিয়াছে। অযোধ্যা, পুরী প্রভৃতি স্থানে রামানন্দী জমায়েৎ সম্প্রদায়ের আখড়া আছে। রামানুজীয়গণ—একনিষ্ঠ বা ঐকান্তিক বিষ্ণুসেবক। আমি যখন দক্ষিণদেশে ভ্রমণকালে দক্ষিণমথুরা

বা মাহরাতে মীনাক্ষি দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করি, তখন বিষ্ণুবিরোধী শাক্তগণ আমাকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন,—"মহাত্মন্! আপনার বৈষ্ণব-বেষ দেখিতেছি, আপনি কি প্রকারে দেবীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন?" যখন আমি "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ"—শম্ভুকে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ-জ্ঞানে নমস্কার ও দর্শন করিয়া যাইব, এই ভাবিয়া শিবকাঞ্চিতে প্রবিষ্ট হইলাম, তখনও শৈবগণ আমার নিকট ঐরূপ প্রশ্নের অবতারণা করিতে লাগিলেন; যেহেতু, দাক্ষিণাত্যে কোন শ্রীবৈষ্ণব বিষ্ণু-ব্যতীত অন্য দেবতার মন্দিরে প্রবেশ করেন না। পঞ্চোপাসকগণ বিষ্ণুমন্দিরে বিষ্ণুকে অন্য চারিপ্রকার দেবের অন্যতম-জ্ঞানে দর্শন করেন।

শ্রীমধ্বানুগ-গণ অপর দেবগণকে বিষ্ণুভক্ত বলিয়া জানেন। তাঁহারা বিষ্ণুর পারতম্য এবং বিষ্ণুপ্রসাদ-দ্বারা দেবান্তরের পূজা করেন। উড়ুপীর উত্তরাংশে একস্থানে শিবের উপরিভাগে শ্রীবিষ্ণুশিলা সংরক্ষিত হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন। শ্রীঅনন্তপদ্মনাভের হস্তের নিম্নে শ্রীশিববিগ্রহ বর্ত্তমান। দেবতা ও পিতৃপ্রভৃতি দেবপূজা শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ে অনাদৃত হয় নাই, তথাপি তাঁহারা পঞ্চোপাসকের নামে জড়সমন্বয়ের পক্ষপাতী নহেন।

ধর্ম্মজগতে বৈষ্ণব দর্শনের স্থান

স্থান—বারাণসী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়

সময়—১লা পৌষ, ১৩৩১, সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা।

উপস্থিত—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, কন্যাদ্বয়-সহ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ অধিকারী এম-এ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অধ্যাপক ও ছাত্রমণ্ডলী, আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ অধোক্ষজ ভক্তিকোবিদ প্রভৃতি।

বস্তুবিজ্ঞানের দ্বিবিধপথ—আরোহ ও অবরোহ

'ধর্ম্ম' অর্থে ধারণা—যাহা দ্বারা বস্তুর সম্যক্ ধারণা হয়, সেই 'ধারণা'-বিষয়ে চেতন ও অচেতন বস্তুর মধ্যে পার্থক্য বা ভেদ আছে। আমরা চেতনময় জীব—দ্রষ্টৃস্বত্রে দৃশ্য জগৎ দর্শন করি। আমরা স্বতঃকর্তৃত্বধর্ম্মের পরিচালন বা initiative লইতে পারি, কিন্তু অচেতন বস্তু তাহা পারে না। Knowing (জ্ঞান), willing (ইচ্ছা) ও feeling (অনুভব),—এই তিনটি চেতনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বা বৃত্তি অচেতনে এগুলি পরিদৃষ্ট হয় না। বাস্তব বস্তু সত্য, চেতন ও আনন্দময়। তিনিই একমাত্র বেদ্য। তিনিই অদ্বয়জ্ঞান। তাঁহার অভিজ্ঞান দুইপ্রকারে লভ্য হয়,—অন্বয়ভাবে বা শ্রৌতপথে অর্থাৎ অধোক্ষজবস্তুর অবতরণ বা অবরোহপথের (Deductive method) দ্বারা এবং ব্যতিরেকভাবে অর্থাৎ empiricism বা ইন্দ্রিয়সমষ্টি-দ্বারা বহির্বিষয়ের অভিজ্ঞানমূলে অতন্নিরসনপূর্ব্বক আরোহ পথের (Inductive method) দ্বারা। অনাদিকাল হইতে এই দুই উপায়েই বেদ্য বাস্তব সত্য-বস্তুর অভিজ্ঞান-চেষ্টা চলিতেছে।

অন্বয় ও ব্যতিরেক পথদ্বয়

ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন (২।৯।৩৫),—

"এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥"

এস্থলে অন্বয়ভাবে অর্থাৎ শ্রৌতপথে ধর্ম্ম জানা যায় অর্থাৎ সেই তত্ত্ববস্তুবিষয়িণী ধারণা আম্নায় পরম্পরা কীর্ত্তনমুখে অখণ্ডরূপে শ্রবণগোচর হইবার পর কীর্ত্তিত হইয়া পুনরায় শ্রুতিপথে অবতীর্ণ হইয়া আসিতেছেন ব্যতিরেকভাবে অর্থাৎ ক্রমশঃ অক্ষজ-চেষ্টা-দ্বারা বা ইন্দ্রিয়গোচর বাহ্যবস্তুর তদ্‌বিপরীতাভিজ্ঞানমূলে কল্পনায় তত্ত্ববস্তুর জিজ্ঞাসা হইতে পারে, কিন্তু বাস্তব সত্য বস্তুকে সম্যক্ জানা যায় না। এইজন্য সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন (১০।১৪।৩),—

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত-জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥"

অর্থাৎ হে অবাঙ্‌মনোগোচর অজিত বিষ্ণো, যাঁহারা নশ্বর ইন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্য অসদ্‌বিষয়ের অভিজ্ঞান-সম্বল তর্কপথ দূরে পরিত্যাগ করিয়া, 'আমি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ-যোগ্য অধোক্ষজ কীর্ত্তন শ্রবণ করিব'—এইরূপ বুদ্ধি লইয়া এবং কায়মনোবাক্যে অহঙ্কারবিহীন হইয়া ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই দোষ-চতুষ্টয়-রাহিত, বস্তু-বিচারে সম্যক্ অভিজ্ঞ সাধুর শ্রীমুখে তোমার কলি-কলুষনাশিনী কথায় কালযাপন করেন, ত্রিভুবনে তাঁহারা যে কোন অবস্থায় থাকুন না কেন, অধোক্ষজ তোমাকে জ্ঞাত হইয়া তোমাকে প্রেমভক্তি দ্বারা বশীভূত করিতে সমর্থ হন। এই শ্লোকে আমরা দেখিতে পাইলাম যে, নিরস্তকুহক সত্যবস্তু তর্কপথে

লভ্য হইবার নহে—কেবল গুরু-শিষ্য পরম্পরা বা কীর্ত্তন-শ্রুতির পথেই লভ্য হয়। শাস্ত্র ও সদাচার এই পথকেই শ্রৌত, অবরোহ বা অবতার-পন্থ অথবা সহজ ভাষায় 'ভক্তিমার্গ' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

তর্কপথ আক্রমণযোগ্য

বেদের অপর নাম 'শ্রুতি'। সেই শ্রৌতপথ বা বেদানুগত্য পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর বিবদমান, পদে পদে প্রতারণাকারী করণসমূহের সাহায্যে জ্ঞান লাভ করিয়া প্রত্যক্ষ, অনুমান বা ঐতিহ্য প্রভৃতি প্রমাণ অর্থাৎ আপ্ত বা শব্দপ্রমাণ ব্যতীত অন্যান্য প্রমাণকে মুখ্য-বোধে গ্রহণ করিয়া আমরা যে বিচার অবলম্বন করি, তাহা আবার আমাদের অপেক্ষা অধিকতর বিচক্ষণ তার্কিক কর্ত্তৃক আক্রমণযোগ্য। তদ্দ্বারা আমরা কখনও Absolute Knowledge বা অদ্বয়জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইব না। প্রতীচ্যদেশে Comte (কোঁমত)-নামক একজন বিখ্যাত জড়বাস্তব-বাদী জন্মগ্রহণ করিয়া নিজের জড়ীয় অভিজ্ঞতামূলে আরোহ-পথে প্রচুর ব্যতিরেক-বিচার দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি বাস্তববাদী হইলেও জড়বস্তুর অভিজ্ঞানের উপরই তাঁহার বিচার-প্রণালী, সুতরাং চিদ্‌বিষয়ে তাঁহার বুদ্ধি আদৌ প্রবেশ বা সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে নাই। তাদৃশ বহু দার্শনিক বা ধার্ম্মিক-সম্প্রদায় নিজ-নিজ নশ্বর জড়েন্দ্রিয়প্রসূত অভিজ্ঞতা লইয়া বাস্তব্যসত্য বস্তুকে জড়-বৈচিত্র্যের বিপরীত নির্ব্বিশেষ-তত্ত্ব বলিয়া ধারণা করিয়া তৎসান্নিধ্য-লাভের চেষ্টা করিয়াছেন। ফলে, তর্কাশ্রয়ে বিবাদ-বিতণ্ডা-দ্বারা তাঁহারা নিজ-নিজ সম্প্রদায়ের মতবাদবিশেষকে ন্যূনাধিক উজ্জলতর করিলেও গণ্ডী, দল বা সাম্প্রদায়িকতাই বৰ্দ্ধিত বা দৃঢ় করিয়াছেন। এইজন্য সমস্ত ধর্ম্ম ও দার্শনিক মতগুলি এক অদ্বয়জ্ঞানের ভিত্তির উপর

প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া এক মহাসমন্বয় বা মহান্ ঐক্য সংসাধিত না হওয়ায় অসংখ্য সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভাব প্রসার লাভ করিয়াছে। ঐসকল সাম্প্রদায়িক মতগুলি ক্রমশঃ মূল আদর্শ অদ্বয় বাস্তবসত্যবস্তুর জ্ঞান হইতে দূর হইতে দূরতর প্রদেশে নিক্ষিপ্ত হইয়া মহা-চিৎসমন্বয়ের পরিবর্ত্তে সমন্বয়ের নামে ক্রমশঃ অনৈক্যের বিরাট্ ব্যবধান সৃষ্টি করিতেছে।

অসৎ সাম্প্রদায়িকতার জন্মের কারণ

ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, মনোধর্ম্মের প্রাবল্য-বশতঃ বিভিন্ন রুচিক্রমেই বিভিন্ন সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি। তাদৃশী বিভিন্ন-রুচি অনাদিবহির্ম্মুখ জীবের পক্ষে নৈসর্গিক, সন্দেহ নাই। বহিরিন্দ্রিয়পরিচালনা-দ্বারা লব্ধ জাগতিক অভিজ্ঞানের তারতম্যক্রমে নানা রুচির অনুকূলে নানা মতবাদের উৎপত্তি, সুতরাং সঙ্কীর্ণতার সৃষ্টি হওয়ায় ক্রমশঃ পরস্পরের প্রতি বৈষম্যভাব ও পরস্পর বাদবিসম্বাদ পুষ্টি লাভ করিয়াছে। এইজন্য বিভিন্ন ধর্ম্ম বা দার্শনিক মতগুলিকে সাম্প্রদায়িক 'বাদ' নামে অভিহিত করা হয়। একটু লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই পুরুষার্থচতুষ্টয়ের মধ্যে কোন না কোন একটীই ঐসকল মতবাদের চরম প্রাপ্য বস্তু।

চিজ্জড়-সমন্বয়, পঞ্চোপাসনা ও নির্ব্বিশেষবিচার

ইন্দ্রিয়দ্বারা দৃশ্য বস্তুর বাহ্য অচিৎপ্রতীতিমূলে ঐসকল পুরুষার্থপ্রাপ্তির চেষ্টা। নিজ-জড়েন্দ্রিয়তর্পণ-কামনাই উহাদের সাধন। বস্তুর অচিৎ-প্রতীতিকে চিৎপ্রতীতি বলিয়া ধারণা করিয়া যে বাস্তব-সত্যবস্তুর বিচারে অনভিজ্ঞতা, তাহাই চিৎ ও অচিৎএর মধ্যে সমন্বয়-প্রয়াসের কারণ। তাহা হইতেই পুরুষার্থচতুষ্টয়ের সাধনসমূহ বিভিন্ন মতবাদ বা

সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণ ভাবগুলি বৃদ্ধি করিয়াছে। নির্ব্বিশেষবাদাচার্য্য শ্রীশঙ্কর পঞ্চোপাসনাকে অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকে সমন্বয় করিয়াছেন। 'পুষ্করসংহিতা'-নামক পঞ্চরাত্রগ্রন্থে লিখিত আছে,—মানবগণ ধর্ম্মকামী হইয়া সূর্য্যের, অর্থকামী হইয়া গণেশের, কামকামী হইয়া শক্তির এবং মোক্ষকামী হইয়া রুদ্রের বা শিবের উপাসনা করেন। ইঁহাদের মতে,—উপাস্যকে প্রকৃতপক্ষে অনিত্য ও আনন্দবিলাস-বিহীন জ্ঞান করিয়া সাধকের অনিত্য-সাধন বা উপাসনা-দ্বারা সিদ্ধিলাভের পথে উপাস্য ও উপাসকের ভেদ বা বৈশিষ্ট্য ক্রমশঃ লোপ পাইয়া তাহার 'অদ্বৈতসিদ্ধি' বা নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মসাযুজ্য-প্রাপ্তিই চরম কাম্য অবস্থা। এজন্য কামনা-মূলক বিঘ্ন বিষ্ণূপাসনাও (যেমন, কোথাও কোথাও রোগ, শোক, ভয় দূর করিবার জন্য, 'দধিবামনের সেবা-ছলনা দেখা যায়, তাহাও) তাদৃশ পঞ্চোপাসনার অন্তর্গত—উহারও চরমপ্রাপ্য চিদ্‌বিলাস-ধ্বংস বা আত্মবিলোপরূপ নির্ব্বিলাস-ব্রহ্মসাযুজ্য-প্রাপ্তি। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে, এইসমুদয় মতবাদমূলক পঞ্চোপাসনা কখনও জীবের পরম শাশ্বত, সনাতন ও নিত্য শুদ্ধধর্ম্ম হইতে পারে না শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন (১।২।৬),—

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥"

পরমধর্ম্ম অধোক্ষজ-ভক্তির লক্ষণ

যাহা হইতে অধোক্ষজে ভক্তির উদয় হয়, তাহাই মানবগণের পরম ধর্ম্ম। সেই ভক্তির দুইটী লক্ষণ,—(১) অহৈতুকী, (২) অপ্রতিহতা; তাহাদ্বারাই আত্মা সুপ্রসন্ন হন। এই শ্লোকে 'অধোক্ষজ' বলিয়া যে শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অর্থ—"অধঃকৃতম্ অতিক্রান্তম্ অক্ষজম্

ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ"—অর্থাৎ যিনি জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। তিনি পশ্বাদি স্থাবরান্ত তির্য্যক্, মানব ও দেবতাদির ইন্দ্রিয়লব্ধজ্ঞানের অতীত হইয়া নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাক্রমে বিলাস করিবার অধিকার স্বায়ত্তভূত (right reserved) করিয়াছেন। তাঁহার ইন্দ্রিয়তর্পণই পরম ধর্ম্ম। সেই পরম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানফলে অধোক্ষজবস্তুর যে প্রীতি উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম 'ভক্তি' বা সেবা ('ভজ্' সেবায়াম্)। তাহা কোন নিমিত্তমূলা নহে এবং কিছুতেই বাধা প্রাপ্ত হয় না। আর ধর্ম্মার্থকামমোক্ষবাঞ্ছা-মূলে উপাস্যের যে উপাসনার অভিনয় দেখা যায়, তাহা শুদ্ধভক্তি নহে এবং দেশকালপাত্রের বৈশিষ্ট্যক্রমে যে ভক্তির সাময়িকী উদ্দীপনা দেখা যায়, তাহা বাধা-প্রাপ্ত, বা কালক্ষোভ্য হইয়া পড়ে সুতরাং তাহাও শুদ্ধভক্তি নহে। তাদৃশী নিত্যারাধ্য অধোক্ষজ-বস্তুর প্রতি অহৈতুকী বা কেবলপ্রীতবাঞ্ছা-মূলক এবং বাধাহীন বা ব্যবধানরহিত যে ভক্তি, কেবল তদ্দ্বারাই আত্মার প্রসাদ লাভ করা যায়। এস্থলে 'আত্মা' অর্থে দশটী করণবিশিষ্ট পাঞ্চভৌতিক নশ্বর দেহমাত্র নহে বা করণসমষ্টির চালক ও অধিপতি একাদশেন্দ্রিয় 'মনকে' বুঝায় না। জীবের দেহ বা মনের দ্বারা যে কিছু চেষ্টা, তাহা তাহার ইন্দ্রিয়তর্পণমাত্র, অধোক্ষজের প্রীতি-প্রযত্ন নহে। অধোক্ষজের সেবা বা ভক্তি প্রকৃতপক্ষে জড়েন্দ্রিয়তর্পণ নহে।

ভক্তি—অনাবৃত আত্মার বৃত্তি

শ্রীনারদপঞ্চরাত্র বলেন,—(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ লঃ ১।১০ সংখ্যা-ধৃত—)

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥"

অর্থাৎ, সমগ্র হৃষীক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারা যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের অধিপতি

যে বিষ্ণু, তাঁহার প্রীতিবাঞ্ছাই 'ভক্তি'। সেই ভক্তি স্থূল ও সূক্ষ্ম-উপাধিদ্বয়ের দ্বারা আবৃতা নহে এবং কেবল বিষ্ণুসেবা-তাৎপর্য্যে পর্য্যবসানহেতু শুদ্ধা বা নির্ম্মলা। বিষ্ণুবিমুখ জীবের অক্ষজজ্ঞানের প্রাবল্য ও অধোক্ষজসেবা-বৈমুখ্যহেতু বদ্ধাবস্থায় তাহার স্থূল ও সূক্ষ্ম, এই দুইটী উপাধিদ্বারা আত্মা এবং আত্মবৃত্তি শুদ্ধভক্তি আবৃত হইয়াছে। ভূর্ভুবঃ স্বঃ —এই ব্যাহৃতিত্রয়ে এবং তদূর্দ্ধদেশ মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—এই লোক-চতুষ্টয়ে এবং অতলাদি অবর লোকসপ্তকে ইন্দ্রিয়দ্বারা যে অনুশীলন সাধিত হয়, তাহার ভোক্তা আত্মা নহে—আত্মোপাধি বা অনাত্মা,উহা অধোক্ষজের আনুগত্য বা ভক্তি নহে—নশ্বর ইন্দ্রিয়তর্পণমাত্র ; তাদৃশ মনোধর্ম্ম-দ্বারাই সঙ্কীর্ণতা বা সাম্প্রদায়িকতা কল্পিত হয়। কিন্তু যদি কেহ প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা সেই অধোক্ষজ বাস্তব-বস্তুর শরণাগত হইয়া তাঁহার প্রীতির অনুকূলে নিরন্তর অনুশীলন করেন, তাহা হইলেই তাঁহার বিজ্ঞান-লাভ বা উপলব্ধি ঘটে। শ্রীগীতার বচন (৪।৩৪) এবিষয়ে প্রমাণ—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ—মনোধর্ম্মোত্থ

অতএব দেখিতে পাওয়া যায় যে, চিদাভাস-মনও শুদ্ধ-জীবাত্মা বা 'আমি'-শব্দবাচ্য নহে, সুতরাং তাদৃশ মনোধর্ম্মদ্বারা বেদের সুষ্ঠু অর্থ বা তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারা যায় না ; কেননা, মনোধর্ম্ম চঞ্চল, পরিবর্ত্তন-শীল ও প্রতিপদেই ব্যবহিত ও প্রতিহত হইবার যোগ্য, অতএব অনাত্মবস্তু বা বৃত্তি-দ্বারা আত্মবস্তুর অনুশীলন হয় না। এই অনাত্মবৃত্তি বা মনোধর্ম্ম-দ্বারা চালিত হইয়া বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হওয়ায় প্রকৃত চিৎসমন্বয়-সাধন নিতান্ত দুর্ঘট হইয়া পড়ে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য সগুণোপাসনা-দ্বারা বাহিরে সমন্বয়

সাধন করিবার প্রয়াস করিলেও প্রকৃতপক্ষে চরমে জড়-নির্গুণ বা নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মবাদ স্থাপন করায় তদ্দ্বারা প্রকৃত চিৎসমন্বয় সাধিত হয় নাই।

'অনল্ হক্' বা অহংগ্রহোপাসনা

'সুফী' সম্প্রদায়েও 'অনল্ হক্' বা "অহংগ্রহোপাসনা" দেখা যায়; বস্তুতঃ তাদৃশ বিচার মনোধর্ম্মমূলে সৃষ্ট। তাদৃশ মনোধর্ম্ম কালক্ষোভ্য ও খণ্ডজ্ঞান-সঞ্চয়শীল বলিয়া ঐসকল জড়াভিজ্ঞানবাদী (empiricists এবং intuitionists) কখনও অধোক্ষজ-বস্তুর সেবা-জ্ঞান সুষ্ঠুভাবে লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা জড়েন্দ্রিয়দ্বারা—বিশ্বদর্শনোত্থ অভিজ্ঞান-দ্বারা চালিত এবং বিশ্বান্তর্গত খণ্ড প্রাকৃত সহজ-প্রতীতির বাধ্য; সুতরাং উপাস্য-তত্ত্ববস্তু নিরূপণ করিতে গিয়া আত্মার সহজ প্রতীতিতেও অভিজ্ঞানজাত প্রতীতির আরোপদ্বারা বিবর্ত্তবাদ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বাস্তবসত্যবস্তুর নিরঙ্কুশ স্বরূপ বা কর্ত্তৃসত্তাগত অধিষ্ঠান

নির্ব্বিশেষবাদিগণ তত্ত্ববস্তুকে ব্যতিরেক-বিচারে অচিন্ত্যপ্রাতীত অর্থাৎ জড়-বিপরীতমাত্র জ্ঞান করিলেও সেই অধোক্ষজ তত্ত্ববস্তু নিরঙ্কুশ পরমস্বতন্ত্র পরমেশ্বর বলিয়া কেবল চিন্মাত্র ও নির্ব্বিশেষমাত্র নাও হইতে পারেন; কেননা, তাঁহাদের দর্শন অতদ্বস্তু অচিৎএর পরিমাণ ও নিরসন-চেষ্টা-মূলে এবং প্রাকৃত 'ইদং' বিশ্বের সহজপ্রতীতিমূলে উৎপন্ন হওয়ায়, উহার পরিবর্ত্তনশীলতা-হেতু ও বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ হইতে বহুদূরে অবস্থিতি-নিবন্ধন তাহা বস্তুর সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইতে না পারায়, তৎকৃত বস্তুর স্বরূপনির্ণয় —বিবাদ ও সংশয়ের যোগ্য। তিনি মনঃকল্পনা-প্রভাবে সেই তত্ত্ববস্তুকে 'নির্ব্বিশেষ' মাত্র বলিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে তত্ত্ববস্তুর স্বরূপের কিছু আসে যায় না—তাঁহার Subjective Existenceএর

(কর্ত্তৃসত্তাগত অধিষ্ঠানের) কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় না। তিনি জড়-বৈচিত্র্যের বিপরীত কেবল জড়-নির্ব্বিশেষ রূপকে 'চিন্মাত্র' বলিয়া আরোপ করায় বিবর্ত্তবাদী হইয়া পড়িয়াছেন ; যেমন, 'রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি' হইলেও অর্থাৎ রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম করিলেও রজ্জু কিছু সর্পত্ব প্রাপ্ত হয় না, উভয়ের নিত্য পৃথক্ অধিষ্ঠান বর্ত্তমান থাকে, তদ্রূপ। অতএব বস্তুর স্বরূপদর্শনের ব্যাঘাতকারক এই বিবর্ত্তবাদ দূর করিতে হইলে আদৌ বস্তুবিষয়ক সম্বন্ধজ্ঞান আবশ্যক।

তুরীয়অধোক্ষজ বিষ্ণুর চিদ্বিলাস ও তদ্বিরোধী মতবাদিগণ

পূর্ব্বে বলিয়াছি, অধোক্ষজ বস্তুকে অস্বীকার করিলেও তাঁহার অধোক্ষজত্বহেতু তিনি চিদ্বৈভবময়ই থাকেন। পাশ্চাত্য মনোধর্ম্মি-দার্শনিকগণের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে, অজ্ঞেয়বাদী বা সন্দেহবাদিগণ (যেমন, Huxley ও Spencer প্রভৃতি) নিজেদের রুচিক্রমে বা অভিজ্ঞতা-বলে বাস্তববস্তুর অস্তিত্বকে দুর্জ্জ্ঞেয় বলিয়া বোধ ও সন্দেহ করিলেও বস্তুতঃ তাঁহার অস্তিত্ব যে নাই, এরূপ নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে,—যেমন, সাহিত্যিক Robert Buchanan (রবার্ট বুকানন্ সাহেব) যীশুখৃষ্টের ধর্ম্মমতকে মনঃকল্পিত বলিয়া উপহাস করিয়া তাহার আদৌ কোন উপকারিতা ও বাস্তব মহত্ত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন ; অথবা, যেমন তুরীয়-বস্তুবিষয়ক জ্ঞান আমাদের ইন্দ্রিয়দ্বারা লভ্য হয় না—চতুর্থ হইতে অনন্ত মান (Dimension) যে কি বস্তু, তাহা আমরা জড়ীয় অঙ্কশাস্ত্রদ্বারা কথঞ্চিৎ কল্পনা করিলেও গৌণী খণ্ডজ্ঞানানুভূতিদ্বারা সম্যক্ ধারণা করিতে পারি না,—পারিবার উপায়ও নাই ; কেননা, তুরীয় বস্তু প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় বস্তুসমূহ সমস্ত ত্রিগুণ-জাত জড়ীয় অভিজ্ঞানের অতীত ও বহির্ভূত ব্যাপারবিশেষ।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমশ্লোকের প্রতিপাদ্য বস্তুব সত্যবস্তুর স্বরূপ

এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম শ্লোকেই সেই বাস্তববস্তুকে "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি" এই বলিয়া বন্দন করিয়াছেন। 'স্বেন ধাম্না' শব্দে চিদ্‌বিলাসবৈভব-সমন্বিত (with all His paraphernalia) এবং 'নিরস্তকুহক' শব্দে যে বাস্তব-সত্যবস্তু স্বীয় প্রতীতির পার্থক্য বা বৈষম্য উৎপাদন না করিয়া উপাসককে স্বীয় সান্নিধ্য প্রাপ্তি করান,—তাহাকে বঞ্চনা বা ছলনা করেন না সেই বস্তু। বিষ্ণুই সেই অধোক্ষজ বস্তু, তিনিই নিরস্তকুহক সত্য। আধিকারিক দেবতাবিশেষের ন্যায় তাঁহাকেও সত্ত্বগুণযুক্ত দেববিশেষ বলিয়া মনে করিলে আমরা স্বীয় মনঃকল্পনা ও কল্পনার স্বৈরাচার পরিতৃপ্ত করিতে পারি বটে, কিন্তু বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব বা বৈকুণ্ঠত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই না। তিনি বৈকুণ্ঠ—'বিগতা কুণ্ঠা যস্মাৎ সঃ' অর্থাৎ তিনি সীমাবিশিষ্ট বা প্রকৃতির অন্তর্গত কোন পরিচ্ছিন্ন বস্তুবিশেষ নহেন। তিনি সকল-সত্তার একমাত্র আধার এবং অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে সমগ্র চিদচিদ্‌বস্তুর সত্যপ্রতীতির একমাত্র মূল-কারণ অর্থাৎ তাঁহার অধিষ্ঠানহেতুই নিখিল বস্তু সত্তাবান্। তিনি সকল দেবতার শক্তি-প্রদাতা।

বিষ্ণুব্যতীত অন্য প্রতীতির নিষিদ্ধতা

যাবতীয় বস্তুর কর্ত্তৃসত্তাগত অধিষ্ঠানের মূল ঈশ্বরই বিষ্ণু। তাঁহারই পূজা বিহিত ও বিধেয়; আর বিষ্ণুব্যতীত বহিঃপ্রতীতি নশ্বর বলিয়া অর্থাৎ বিষ্ণুসম্বন্ধহীন বলিয়া শাস্ত্রে তাহার অনাদর দেখা যায়; যথা শ্রীগীতায় (৯।২৩)—

> "যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ
> তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি পূর্ব্বকম্॥"

অর্থাৎ বহু দেবতাকে বহির্ম্মুখী প্রতীতিতে বিভিন্ন দেবতা বা ঈশ্বর বলিয়া যে উপাসনার অভিনয় জগতে দেখা যায়, তাহা বিষ্ণুসম্বন্ধহীন সুতরাং ভক্তিগন্ধশূন্য বলিয়া উহা অবিধি অর্থাৎ অবৈধ বা অভক্তি, সুতরাং তাহা নিষিদ্ধ।

চিজ্জড়নির্ব্বিশেষাবস্থাই বিষ্ণু ব্যতীত অন্যপ্রতীতি-মূলক সাধনের চরম ফল

বস্তুর বহিঃপ্রতীতিমূলেই প্রকৃতিজাত প্রাকৃত বস্তুর উপাসনা। এই প্রাকৃত বস্তু ও তজ্জননী প্রকৃতির প্রচ্ছন্ন উপাসনাই 'মায়াবাদ' নামে খ্যাত। এই প্রকৃতিবাদের বা মায়াবাদের চরম প্রাপ্য যে মোক্ষ, তাহা, প্রকৃতিবাদিগণের মতে, জড়দর্শনের ক্রমশঃ সঙ্কোচ ফলে অব্যক্ত প্রকৃতিতে লয়াবস্থা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

প্রকৃতির স্বতঃ পরিচালন-বৃত্তি—বেদান্তবিরুদ্ধ

কিন্তু আমরা "ঈক্ষতের্নাশব্দম্"—এই ব্রহ্মসূত্র (১।১।৫) হইতে জানিতে পারি যে, প্রকৃতি স্বয়ং জগৎ সৃষ্টি করিতে সমর্থা নহে, ভগবান্ বিষ্ণুর ঈক্ষণ-প্রভাবেই মায়াদ্বারা জগৎ সৃষ্ট হয়। সাংখ্যস্মৃতিমতে, 'খঞ্জান্ধন্যায়'-ক্রমে (সাংখ্যকারিকা, ২১) পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগে জগৎ সৃষ্ট। সুতরাং প্রকৃতিবাদী "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদেব ব্রহ্ম" (তৈঃ ভৃঃ, ১ অনু) এই বেদবাণী স্বীকার করেন না অর্থাৎ পরব্রহ্ম বিষ্ণুকে জগতের 'নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ' বলেন না।

প্রপঞ্চে যাবতীয় দর্শনের মূল-আকর—তিনটী কথা

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, জগতে এপর্য্যন্ত যত 'বাদ' উত্থিত হইয়াছে বা ভবিষ্যতে যত 'বাদ' উত্থিত হইবে, সমস্ত দর্শন বা ধর্ম্মমতের

ভিত্তি তিনটী কথা—চিদ্রাহিত্যবাদ, চিন্মাত্রবাদ এবং চিদ্বিলাসবাদ। প্রথমটীতে অনুভূতিরাহিত্যই চরমপ্রাপ্য ;—যেমন, নিরীশ্বর বৌদ্ধ বা কাপিল সাংখ্য মত, দ্বিতীয়টীতে চিদ্বিশেষরাহিত্য অর্থাৎ উপাস্য, উপাসনা ও উপাসকের ভেদরাহিত্য অথবা, দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য—এই তিনের অস্তিত্বলোপাত্মক একীভূত অবস্থানই চরমপ্রাপ্য। তৃতীয়টীতে উপাস্যের নিত্যত্ব, উপাসনার নিত্যত্ব ও বহু উপাসকের নিত্যত্ব বর্ত্তমান। প্রথম দুইটী মতে নিবৃত্তির উপদেশ থাকিলেও উহারা প্রবৃত্তিমিশ্র। জগতের যাবতীয় প্রবৃত্তিমূলক দর্শনই এই দুইটী দর্শনের অনুগত।

নিত্যসত্য বাস্তব-স্বার্থ ও অচিৎ অনিত্য স্বার্থের পথ

কিন্তু কেবল প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইলে বা ইন্দ্রিয়চেষ্টা-দ্বারা বহির্ভোগ্য-বিষয়-গ্রহণে চালিত হইলে স্বার্থগতি অধোক্ষজ-বস্তু-বিষয়ক অভিজ্ঞান-লাভ হয় না—অসৎ বহিরর্থই, অধিগত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদ-মহারাজ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে বলিয়াছেন (৭।৫।৩০-৩১)—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃপুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্ ॥
ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ ॥"

এই শ্লোকের মর্ম্মার্থ এই যে, যাহারা গৃহব্রত অর্থাৎ দ্রষ্টার অভিমানে বহিরিন্দ্রিয়-দ্বারা জড় দর্শন করিতে ব্যস্ত বা নশ্বর জাগতিক বস্তুসমূহ ভোক্তৃ-অভিমানে ভোগ করিতে ব্যস্ত, তাহারা 'অদান্তগো' অর্থাৎ তাহাদের ইন্দ্রিয় বশীকৃত হয় নাই, তাহারা নিজেরাই ইন্দ্রিয়ের বশীভূত। সুতরাং সকলজীবের একমাত্র সেব্য, একমাত্র পরম-প্রয়োজন শ্রীবিষ্ণু-পাদপদ্মে তাহাদের কখনও মতি হয় না,—তাহারা বাহ্য নশ্বর অর্থলাভের

প্রয়াসী—তাহাদের ইন্দ্রিয়বর্গ ভোগ্য জড়বস্তুর অন্বেষণে ব্যস্ত, সুতরাং সংসারান্ধকারে পুনঃ পুনঃ মায়া-নিগড়-বদ্ধ হইয়া পতিত হয়।

ভক্তের লক্ষণ ও ত্রিবিধ অধিকার

কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়বর্গ সর্ব্বদা ভগবান্ শ্রীহরির সেবায় নিযুক্ত করেন—তাঁহাদের পক্ষেই "হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং" সুষ্ঠুভাবে সাধিত হয়। তাঁহাদের ত্রিবিধ অধিকার দৃষ্ট হয় ;—

(১) কনিষ্ঠাধিকারে (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২য়লঃ-ধৃত)—

"সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া ;
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ ॥"

কনিষ্ঠাধিকারি ভক্তগণের যাবতীয় ক্রিয়া ভগবান্‌কে উদ্দেশ্য করিয়া অনুষ্ঠিত, উহাই তাঁহাদের সাধন। তাহা কর্ম্মীর অনুষ্ঠেয় ফলভোগমূলক 'কর্ম্ম'-শব্দবাচ্য নহে।

(২) মধ্যমাধিকারে (ঐ-ধৃত পঞ্চরাত্র-বাক্য)—

"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা ॥"

প্রেমভক্তিলাভে ইচ্ছুক মধ্যমাধিকারি-ভক্তগণ লৌকিকী ও বৈদিকী সমস্ত ক্রিয়াই স্বীয় আরাধ্য শ্রীহরির শুদ্ধ-সেবার অনুকূলে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

(৩) উত্তমাধিকারে (ভঃ রঃ সিঃ—পূঃ বিঃ ২য়লঃ-ধৃত নারদীয়-বাক্য)—

"ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা ;
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥"

কায়মনোবাক্যে সর্ব্বাবস্থাতেই উত্তমাধিকারী শ্রীহরির সেবায়

অখিলচেষ্টাবিশিষ্ট। পূর্ব্ব-কথিত "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য" শ্লোকে "স্থানে স্থিতাঃ" পদে সর্ব্বাবস্থাতেই যে হরিভজন করা যায়, তাহা বুঝা গেল।

অধোক্ষজ-ভক্তিই অভিধেয়, কর্ম্মজ্ঞানাদি নহে

অতএব কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি,—এই ত্রিবিধপথের মধ্যে শেষোক্ত কেবল-ভক্তিপথের দ্বারাই তত্ত্ববস্তুর স্বরূপ—অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণের প্রেমসান্নিধ্য লাভ করা যায়, অপর পথদ্বয়ের দ্বারা তাহা লাভ করা যায় না।

শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুর

স্থান—শ্রীমদুদ্ধারণ ঠাকুরের শ্রীপাট, সপ্তগ্রাম

সময়—দ্বিপ্রহর, ১৮ই মাঘ, ১৩৩১ (গৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-কাল)

শ্রীল উদ্ধারণঠাকুরের তত্ত্ব

শ্রীল নিত্যানন্দপ্রভু—সমস্ত তদ্রূপবৈভবের মালিক। শ্রীগৌরসুন্দর যখন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে উদার প্রেম-ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য গৌড়সাম্রাজ্যে প্রেরণ করেন, তখন শ্রীল উদ্ধারণঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দগণের প্রধানস্তম্ভ-স্বরূপ ছিলেন। তিনি অবর ব্রাত্য বৈশ্যকুলোদ্ভূত হইলেও অপ্রাকৃত বস্তু বলিয়া সেই কুলের পরিচয়ে পরিচিত হইতে পারেন না, অথবা সেই জাতির অন্তর্গত নহেন; অর্থাৎ ঠাকুর মহাশয় সুবর্ণবণিক্ নহেন—অপ্রাকৃত বৈষ্ণবে শৌক্রজাতি-বুদ্ধি করিয়া সুবর্ণবণিক্ জ্ঞান করিলে অনন্তকাল রৌরবে অবস্থান করিতে হইবে। তিনি ব্রজের শ্রীবলদেবের সখা। তিনি সাধারণ গোয়ালাও নহেন, তিনি শ্রীবলদেবের নিত্যসঙ্গী চিন্ময় দুগ্ধবিক্রেতা গোয়ালা সেই ব্রজসখা প্রপঞ্চে যেস্থানে উদিত হইয়াছিলেন, আজ আমরা বহুভাগ্যফলে সেইস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। সেই স্মৃতি আমাদের উদ্দীপনের বস্তু।

বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সম্বন্ধ

বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে কোনও ভেদ নাই;—কেবল উভয়ে নিত্য সেব্য-সেবক-ভাবে সম্বন্ধযুক্ত—একজন বিষয়তত্ত্ব আর একজন আশ্রয়তত্ত্ব। 'শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ' বলিলে যাহা বুঝায় শ্রীল উদ্ধারণঠাকুরকেও তাহাই বুঝিতে হইবে। আমরা অনেক সময় ভগবদ্ভক্তগণকে—নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর বৈকুণ্ঠবস্তুসমূহকে মায়িকবুদ্ধি-দ্বারা—অক্ষজ-জ্ঞান-দ্বারা মাপিতে

গিয়া অপরাধ করিয়া বঞ্চিত হইয়া বলিয়া থাকি,—ভগবদ্ভক্তগণও আমাদের ন্যায় কর্ম্মফলবাধ্য জাতির অন্তর্গত; বদ্ধজীব আমরা কোন সময় কর্ম্মফলে সুবর্ণ-বণিক্‌কুলে জাত হইয়া মনে করিয়া থাকি,—শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুর আমাদেরই বংশের একজন—আমরাও এক-একজন 'ছোট খাট' উদ্ধারণ ঠাকুর!'

বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির দণ্ড ও কুফল

সুবর্ণবণিক্‌কুলোদ্ভূত কোন ব্যক্তি যদি শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুরের অনুবর্ত্তন করিয়া অনন্যচিত্তে হরিভজন করেন, তবে তিনি সুবর্ণ-বণিক্‌কুলে উদ্ভূত হইলেও উদ্ধারণঠাকুরের অনুগত হইবার ফলে সমগ্র জগতের নিকট হইতে উদ্ধারণঠাকুরের ন্যায় বৈষ্ণবসম্মান পাইবার যোগ্য। কিন্তু সুবর্ণবণিক্‌কুলে উদ্ভূত হইয়া যদি কোন ব্যক্তি হরিভজন না করেন, তবে তিনি ব্রাহ্মণাদি-কুল-জাত হইলেও কর্ম্মফলবাধ্য প্রাকৃত সামাজিক ব্যক্তিমাত্র। তিনি উদ্ধারণঠাকুরের ন্যায় কোনও বৈষ্ণবসম্মান লাভ করিবার যোগ্য নহেন। যদি ভ্রমবশতঃ তদ্রূপ মনে করেন, তাহা হইলে অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তে জাতি-বুদ্ধি-ফলে তিনি শাস্ত্র ও সাধুজনকর্ত্তৃক "নারকী" সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন। যাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের অনন্য-সেবক—যাঁহারা সত্য-সত্যই হরিভজন করেন, তাঁহারাই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর আলিঙ্গিতবিগ্রহ এবং প্রকৃত গৌর-বংশোদ্ভূত।

শাস্ত্রপ্রমাণ—শ্রীব্যাসদেবের বাক্য

শ্রীপদ্মপুরাণ বলিয়াছেন,—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
বিষ্ণোর্ব্বা বৈষ্ণবানাং কলিমল-মথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।

শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতর-সমধীর্যস্য বা নারকী সঃ ॥
শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥

বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণবের সমান বলিয়া জ্ঞানের ন্যায় মহাপরাধ আর নাই। যাঁহারা আপনাদিগকে উদ্ধারণঠাকুরের কুলোদ্ভূত জ্ঞান করিয়া, শ্রীল উদ্ধারণঠাকুরকে তাঁহাদের ন্যায় সমজাতি 'সুবর্ণ-বণিক' বুদ্ধি করেন—অর্চ্চ্য শালগ্রামে প্রস্তরখণ্ড শিলা জ্ঞান করেন, তাঁহারা শাস্ত্র-বিধানানুসারে নিশ্চয়ই নরক লাভ করিবেন।

শ্রীগুরুদেবের তত্ত্ব বা স্বরূপ-বিচার

ভগবানের সখাগণ ও চতুর্ভুজ নারায়ণে তত্ত্বগত কোনও ভেদ নাই, কেবল লীলাগত ও রসগত বৈচিত্র্য আছে। শ্রীগুরুদেব অভিন্ন-নিত্যানন্দ-স্বরূপ। আমার গুরুদেব—সাক্ষাৎ নিত্যানন্দপ্রভু। আমার গুরুদেব যাঁহাকে গুরুদেব বলিয়াছেন তিনিও আমার গুরুদেবের নিকট নিত্যানন্দাভিন্নস্বরূপ। আমার পরমগুরুদেব যাঁহাকে গুরুদেব বলিয়াছেন, তিনিও আমার পরমগুরুদেবের নিকট অভিন্ন-নিত্যানন্দস্বরূপ। আপনারা বৈষ্ণবগণ সকলেই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বিচিত্র ভাববিলাস। তাই বলিয়া আমার গুরুদেব নিজমুখে কখনও বলেন নাই যে, 'আমি নিত্যানন্দ'। তিনি সর্ব্বদাই শ্রীগৌরসুন্দরের দাস—শ্রীগৌরচন্দ্রের মনোঽভীষ্টের সেবনকারী বলিয়াই অভিমান করেন। কিন্তু আমি যদি আমার অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ কোনও দিন কর্ণে শুনিতে পাই যে, আমার গুরুদেব শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপ নহেন, তাহা হইলে সেদিন আমি নিশ্চয়ই জানিব যে, আমার গুরুদেব আমাকে অত্যন্ত অপরাধিজ্ঞানে পরিত্যাগ

করিয়াছেন যে পাষণ্ডী আমার শ্রীগুরুদেবকে নিত্যানন্দাভিন্ন অন্য কিছু বলেন, সেই পাষণ্ডীর সহিত আমার যেন স্বপ্নেও কোনদিন সাক্ষাৎকার না হয়।

অধোক্ষজ বৈষ্ণবঠাকুর অক্ষজজ্ঞানগম্য নহেন

পূর্ব্বজন্মের পাপকর্ম্মফলে মানুষ অবরকুলে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তাই বলিয়া শ্রীল উদ্ধারণপ্রভু পাপফলে নীচকুলে উদ্ভূত হন নাই। শ্রীল উদ্ধারণপ্রভু মাটীনির্ম্মিত প্রাকৃত সুবর্ণবণিক্ মানুষ নহেন,—শ্রীল ঠাকুরমহাশয়কে আমরা অক্ষজজ্ঞানে মাপিতে গেলে বঞ্চিত হইব।

———

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

স্থান—শ্রীল ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট, কুমারহট্ট (হালিসহর)

সময়—১৯শে মাঘ, ১৩৩১ (গৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-কাল)

গয়াধামে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের মিলন
প্রভুর গয়া-গমনের তাৎপর্য্য

আমরা আজ শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর স্থান দর্শন করিবার জন্য আগমন করিয়াছি। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী শ্রীগৌরসুন্দরের পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা-প্রদাতা নহেন। শ্রীগৌরসুন্দরের গৃহস্থলীলার ঐতিহ্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, শ্রীগৌরসুন্দর ঈশ্বরপুরীর পাণ্ডিত্যদোষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর গয়া হইতে আগমন করিবার পূর্ব্বে আমাদিগের নিকট শুদ্ধভক্তিপ্রচারকের লীলা সমুজ্জ্বলভাবে দেখান নাই। গয়াসুর—কাহারও মতে নিরীশ্বর কর্ম্মকাণ্ডের, কাহারও মতে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রধান বিগ্রহ। বেদশাস্ত্রের অনুকূল কর্ম্মকাণ্ডই 'কর্ম্মবাদ'-নামে পরিচিত; আর বেদশাস্ত্রের বিরুদ্ধ কর্ম্ম বা নৈষ্কর্ম্ম কাণ্ডই বৌদ্ধবাদ-নামে জগতে প্রসার লাভ করিয়াছে। অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গিগণের 'বুদ্ধিভেদ' না জন্মাইয়া তাহাদের ক্ষুদ্রাধিকারগত অপেক্ষাকৃত সত্যকর্ম্মে তাহাদিগকে প্রবর্ত্তন করিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর গয়াযাত্রা করিয়াছিলেন। আবার, তথায় কর্ম্মকাণ্ডের অকর্ম্মণ্যতা, সাধুসঙ্গমের দুর্ল্লভত্ব ও চরণপ্রয়োজনত্ব প্রদর্শন করিবার উদ্দেশে ধন, বিদ্যা, কুল ও রূপ-মদাদি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া আম্নায়পারম্পর্য্য ও শ্রৌতপথের আদর ও মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য শিষ্যলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। যখন সৌভাগ্যবান্ জীব যাবতীয় অভিমান পরিত্যাগ করেন, জড়ীয় পাণ্ডিত্য-

প্রতিভা যখন 'কুক্কুটপদের ন্যায়' দুর্ব্বল ও ঘৃণ্য বোধ করেন, তখনই তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিবার যোগ্য হন।

শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ ও শ্রীগৌরসুন্দরের সম্বন্ধ

শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শ্রীঈশ্বরপুরীর শিষ্য বলিলে ইতিহাসের কথা হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে তত্ত্ববিরোধ হইয়া পড়ে। শ্রীঅদ্বৈত-তনয় পাঁচবছরের শিশুবালক অচ্যুতানন্দ এই কথা জগজ্জীবকে জানাইয়া দেন ; যথা, (চৈঃ চঃ আদি ১২।১৩)—

"চৌদ্দভুবনের গুরু চৈতন্য গোসাঞি।
তাঁর গুরু অন্য,—এই কোন শাস্ত্রে নাই॥"

শ্রীগৌরসুন্দর অভিন্ন-নন্দনন্দন। ঈশ্বরপুরীপাদ কৃষ্ণের সেবক, তিনি বহুভাগ্যফলে **গুরুরূপে** শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা লাভ করিয়াছিলেন যদি ভগবানের গুরু হইলেই জাগতিক ক্রমহিসাবে 'বড়' হইতে পারা যায়, তাহা হইলে নন্দ ও যশোদা কৃষ্ণ হইতে বড় হইতেন, নন্দ হইতে 'পর্জ্জন্য' গোপ আরও একটু বড় হইতেন।

কুমারহট্টে তত্ত্ববিরুদ্ধ অর্চ্চনাভিনয়

আজ এখানে আসিয়া এইরূপ তত্ত্ববিরোধি-ব্যাপার দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইলাম। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত অবগত আছেন বা বৈষ্ণবতা একটুও আছে,—এমন একজনও কি আধুনিক সময়ে এইস্থানে আসেন নাই ? শ্রীচৈতন্যচরণে অপরাধযুক্ত বিচার হইতেই এইরূপ তত্ত্ববিরোধি-কার্য্যের প্রচার হয়। হায়! হায়!! পাঁচবছরের শিশু আমাদিগকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা পর্য্যন্ত আমাদের গ্রহণ করিবার যোগ্যতা হয় নাই!!

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-তত্ত্ব

শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ ভগবান্ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অনুগত দাস। শ্রীল দাসগোস্বামিপ্রভু 'মনঃশিক্ষা'য় আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন—

"শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে, গুরুবরং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ।" শচীনন্দন শ্রীগৌরহরি—সাক্ষাৎ নন্দনন্দন, এবং শ্রীগুরুদেব শ্রীভগবানের অত্যন্ত অনুগত দাস। অতএব শ্রীপাদ পুরী-গোস্বামী একজন শ্রীচৈতন্যশ্রেষ্ঠদাস—গুরুরূপে শ্রীচৈতন্যের-প্রিয়তম সেবক।

স্থানীয় তত্ত্ববিরুদ্ধ ব্যাপারের সমালোচনা

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী অধিককাল প্রপঞ্চে প্রকটিত ছিলেন না; সুতরাং তাঁহার বৃদ্ধাবস্থার শ্রীমূর্ত্তি হইতে পারে না। শ্রীপাদ পুরী-গোস্বামী মাধ্ব-পারম্পর্য্যে একজন একদণ্ডি-সন্ন্যাসী। শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট হইতে শ্রীগৌরসুন্দরের দীক্ষালীলাভিনয়-ব্যাপার পুরীপাদের সন্ন্যাসগ্রহণের পরবর্ত্তি-সময়ের কথা, অতএব শ্রীঈশ্বরপুরীর গৃহস্থবেশে ধুতিচাদর-পরিহিত শ্রীমূর্ত্তি ও তৎসম্মুখে শ্রীগৌরসুন্দরের দীক্ষামন্ত্র-প্রার্থনা—এইরূপ ভাবের শ্রীমূর্ত্তি (?) তত্ত্বগত বিচার ছাড়িয়া দিলেও ঐতিহাসিক বিচারেরও বিরুদ্ধ। বৈষ্ণবাপরাধ-বশতঃ মায়াবাদ ও কর্ম্মস্পৃহা প্রবল হইলেই বদ্ধজীব এইসকল তত্ত্ববিরোধি-কার্য্য করিয়া থাকেন। খড়দহে শ্রীরামকৃষ্ণ বটব্যালের সময় শ্রীশ্যামসুন্দরের সমসিংহাসনে ত্রিপুরাসুন্দরীকে স্থাপনও ঐরূপ বৈষ্ণব-বিরোধি-বিচারমূলেই উদিত হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশ ও আচরণ হইতে আমরা দেখিতে পাই—'নিরেপেক্ষ না হৈলে ধর্ম্মরক্ষণ না হয়"। স্মার্ত্তবাদ, কর্ম্মবাদ, নির্ব্বিশেষজ্ঞানবাদ, চিদচিৎ-সমন্বয়বাদ, প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ প্রভৃতি ভগবদ্‌বিরোধী কুমত-বাদের অপেক্ষাযুক্ত হওয়াতেই বর্ত্তমানকালে শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম আচ্ছাদিত হইয়া

বৈষ্ণবব্রুবসমাজের অজ্ঞতা

পড়িয়াছে। ১৮৬৬ সালে যখন শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর দিনাজপুরে বৈষ্ণব-বেষধারী ব্যক্তিগণের নিকট শ্রীচৈতন্যদেব-সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ

করিতে যত্ন করিয়া ছলেন। তখন কেহ কেহ গৌর ও নিত্যানন্দকে পরস্পর সহোদর ভ্রাতা, কেহ বা তাঁহাদের সম্বন্ধে কত অদ্ভুত তত্ত্ব বলিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করেন নাই

শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীগৌরলীলার পরস্পর বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্য

শ্রীনন্দনন্দন দ্বাপরযুগে নবনাগরেন্দ্র-লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন; আর শ্রীগৌরসুন্দর এই যুগে বিপ্রলম্ভ-লীলার অভিনয় করিয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণ গুরুলীলার অভিনয় করেন নাই, শ্রীগৌর পরদার হরণ করেন নাই। কিন্তু সর্ব্বাশ্রয়াশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের লীলা রক্তমাংসের ব্যভিচার নহে, উহা প্রাকৃত ও ক্ষুদ্র মর্ত্ত্য যমদণ্ড্য নায়ক-নায়িকার প্রাকৃত রস নহে। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র জগতের নায়ক, সমস্ত আশ্রয়গণের পরমবিষয় ও একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা।

গৌরভক্ত প্রচারকের সহিত সঙ্গ লাভের পূর্ব্বের ও পরের অবস্থা

শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা শুদ্ধবৈষ্ণবাচার্য্যের আনুগত্যে জগতে প্রচারিত হইলে ভারতবর্ষে বারাণসীর মায়াবাদের গৌরব খর্ব্ব হইয়া যাইবে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে ১৯ সংখ্যায় —

তাবদ্ব্রহ্মকথা বিমুক্তিপদবী তাবন্ন তিক্তীভবেৎ
তাবচ্চাপি বিশৃঙ্খলত্বময়তে নো লোকবেদস্থিতিঃ।
তাবচ্ছাস্ত্রবিদাং মিথঃ কলকলো নানা-বহির্ব্বর্ত্মসু
শ্রীচৈতন্যপদাম্বুজপ্রিয়জনো যাবন্ন দৃগ্‌গোচরঃ॥

যে-কাল পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য-পাদারবিন্দ-মকরন্দ-ভৃঙ্গ অন্তরঙ্গ-ভক্ত জীবের দর্শনের বিষয় না হন সে-কাল পর্য্যন্তই নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-বিচার ও ঈশ্বর-

সাযুজ্যাদি মুক্তিমার্গকে তিক্ত বলিয়া বোধ হয় না, সে-কাল পর্য্যন্তই লোকমর্য্যাদা ও বেদমর্য্যাদা বিশৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ 'লোকে ও বেদে পরিনিষ্ঠিত-মতি' পরিত্যক্ত হয় না, সেকাল পর্য্যন্তই বিবিধ বহির্ম্মুখমার্গে বিচরণশীল শাস্ত্রবিৎ অর্থাৎ পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণের স্ব-স্ব-মতবাদ লইয়া পরস্পর বাদ-বিসম্বাদ অবশ্যম্ভাবী।

য়ুরোপে এইসকল কথা প্রচারিত হইলে যদি তত্রস্থ অধিবাসিগণের তাহা গ্রহণ করিবার কোনও দিন যোগ্যতা হয়, তবে তাঁহারা নিশ্চয়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইবেন বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে শ্রীমহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত নির্ম্মলভক্তির ও প্রীতির কথা প্রচারিত হইলে বাঙ্গালার তথা-কথিত ধার্ম্মিক লোকেরা স্মার্ত্তসমাজের লৌহনিগড় হইতে ছুটি পাইবেন।

অভিধেয় ও প্রয়োজনের লক্ষণ

শ্রীগৌরসুন্দর দীক্ষা-মন্ত্র-লাভের পর বলিয়াছেন (চৈঃ চঃ আদি ৭ম পঃ)—

'কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি! কিবা তার বল?
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি' গুরু মোরে বলিলা বচন॥
'কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব।
যেই বলে' তাঁর কৃষ্ণে উপজয় ভাব॥
কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা—পরম-পুরুষার্থ।
যাঁর আগে তৃণ-তুল্য চারি-পুরুষার্থ॥
পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
ব্রহ্মাদি-আনন্দ যা'র নহে এক বিন্দু॥

শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত

স্থান—শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের পাট, যশড়া

সময়—অপরাহ্ণ, ২০শে মাঘ, ১৩৩১ (গৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-কাল)

'পণ্ডিত আচার্য্য'-নামের সার্থকতা ও পণ্ডিতের গৌরসেবা

'যে স্থানে আমরা আসিয়াছি, সে স্থান প্রসিদ্ধ এই বলিয়া যে ইহা শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের স্থান। নিজে আচরণপূর্ব্বক শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন বলিয়াই তিনি শ্রীল পণ্ডিত আচার্য্য।

শ্রীজগদীশ আচার্য্যের নিকট হইতে কিছু শিক্ষা করিবার জন্য তাঁহার স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। শ্রীজগদীশ পণ্ডিত শ্রীগৌরসুন্দরের একজন অনুগত ব্যক্তি ও শুদ্ধভক্তির আচার্য্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় বহু বহু ব্যক্তি—যথা চতুঃষষ্টি মহান্ত, অষ্ট কবিরাজ, ছয় চক্রবর্ত্তী, নিত্যানন্দের গণ ও তদ্ব্যতীত বহু ব্যক্তি চৈতন্যচন্দ্রের অভিলাষ পূরণরূপ সেবা করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীগীতা (৩।২১) বলেন,

"যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাহা আচরণ করেন, ইতর লোকসমূহও তাহারই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন।

গৃহস্থলীলাভিনয়কারী শ্রীজগদীশ বর্ণাশ্রমাতীত

শ্রীজগদীশাচার্য্য গৃহস্থলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কোন বর্ণ ও আশ্রমের অধীন ছিলেন না; বা ধর্ম্মার্থকামকামী কর্ম্মী বা মোক্ষকামী জ্ঞানীও ছিলেন না। শ্রীল জগদীশ আচার্য্যের

তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে সম্রাট্ শ্রীকুলশেখর ('মুকুন্দমালা'-স্তোত্রে ২৫ শ্লোকে) বলিয়াছিলেন—

মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে
মৎপ্রার্থনীয়-মদনুগ্রহ এষ এব।
ত্বদ্‌ভৃত্য-ভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্য-ভৃত্য-
ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ॥

"হে লোকনাথ ভগবন্, হে মধুকৈটভারে, আমার জন্মের ইহাই ফল, আমার ইহাই প্রার্থনা এবং ইহাই আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ যে, আপনি আমাকে আপনার ভৃত্য-বৈষ্ণবের দাসানুদাসের দাসানুদাসের দাসানুদাস এবং তাঁহারও দাসানুদাস বলিয়া স্মরণ করিবেন।"

শ্রীজগদীশাচার্য্যও সেই প্রকার শুদ্ধবৈষ্ণবগণের দাস বলিয়া অভিমান করিয়াছেন।

"কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিজ্‌জ্ঞানাবলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥"

ভগবদ্বৈমুখ্য ও পঞ্চোপাসনা-বিচার

জীব তাহার নিত্যস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস—বৈষ্ণবের নিত্য 'জুতা-বরদার'। কিন্তু অনাদিবহির্ম্মুখতারূপ একটী বৃত্তিও নিত্যকাল আমাদের সহিত বিরাজ করিতেছে। জীব—অণুচৈতন্যস্বরূপ। চেতনতার সদ্ব্যবহারই—ভগবদুন্মুখতা বা ভগবৎসেবানুকূল বিষয়ে স্পৃহা, আর চেতনতার অপব্যবহারই—ভগবদ্বিমুখতা বা ভগবৎ-সেবেতর কার্য্যে আগ্রহ। সেই ভগবদ্বিমুখতাই আমাদের স্বরূপবিভ্রম ঘটাইয়া থাকে আমরা তখন উচ্ছৃঙ্খল ও কুকর্ম্মরত হইয়া পড়ি। উচ্ছৃঙ্খলতা-প্রণোদিত চিত্ত তখন প্রাকৃতজগতে শক্তির উপাসনাকেই আদরের বস্তু বলিয়া

বরণ করে, অতঃপর জড়জগতে উত্তাপের শ্রেষ্ঠতা-জন্য জ্ঞানোত্থ সূর্য্যোপাসনা আমাদের নিকট মনোরম বলিয়া বোধ হয়; তৎপর পশুতে তত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্বোপলব্ধিরূপ গাণপত্যধর্ম্ম-যাজনে আমরা ধাবিত হই; ইহার পর নরচৈতন্যের অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞানোত্থ শিবোপাসনা আমাদিগকে প্রমত্ত করিয়া থাকে। আবার কখনও বা বিষ্ণুকে উক্ত চতুর্ব্বিধ দেবতার অন্যতম ও সমানজ্ঞানে আরাধনা করিবার জন্য মুমুক্ষা আমাদিগকে চালিত করে। পঞ্চোপাসকগণেরই এইরূপ প্রাকৃত বিচার দৃষ্ট হয়; কিন্তু উহা বৈষ্ণবঠাকুরের পাদুকাবাহী ভগবৎসেবকগণের অধোক্ষজবিচার নহে।

পণ্ডিত আচার্য্যের শুদ্ধবিচার

শ্রীজগদীশ পণ্ডিত ঐরূপ প্রাকৃত পঞ্চোপাসকের ক্ষুদ্র বিচারে প্রমত্ত ছিলেন না। তাঁহার বিচার ছিল—অধোক্ষজ-বিচার অর্থাৎ যে-বিচারে অবিচিন্ত্যশক্তিসমন্বিত ভগবানের নিত্যসেবা বিরাজমান তিনি বিষ্ণুকে শক্তি, সূর্য্য, গণেশ বা শিবের ন্যায় অন্যতম দেবতা বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি জানিতেন,—"বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতর সমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।" তিনি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই স্বয়ংরূপ শ্রীভগবান্ বলিয়া জানিতেন। আমরা আমাদের পুরোবর্ত্তী সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনের ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি। আপনারা সকলেই তাঁহার চরণে প্রণত হউন।

বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম

স্থান—'বেলিহল্‌' মেদিনীপুর

সময়—২৭শে মাঘ, ১৩৩১ (গৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-কাল)

শুদ্ধভক্তিই একমাত্র সার্ব্বজনীন, সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম

বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্ম বা দেশসেবা প্রভৃতির নামে যে-সকল কার্য্য জগতের লোকের নিকট বড়ই আদরের ও ধর্ম্মের কার্য্য বলিয়া চলিতেছে, সেইসকল ভগবদ্‌বিমুখ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির চেষ্টা—নাস্তিক সম্প্রদায়ের অক্ষজ-ভোগময়ী চেষ্টা (emperic activity) মাত্র ; উহাতে ভগবানের সেবার গন্ধমাত্র নাই—কৃষ্ণে ও কৃষ্ণভক্তে ভোগবুদ্ধিমাত্র বিরাজিত। 'সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়' প্রভৃতি নাম দিয়া অধোক্ষজে সেবা-বুদ্ধি-রহিত নাস্তিক-সম্প্রদায় মনোধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়া নিজেরা বঞ্চিত ও অপরকে বঞ্চিত করিতেছেন। জগতের সমস্ত লোকও যদি উহাকে 'সত্য' বলিয়া গ্রহণ করে, তথাপি উহা বাস্তব-সত্য হইতে বহুদূরে অবস্থিত। অক্ষজ-জ্ঞানবাদীর চেষ্টা কখনও পরমধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্ম নহে। অধোক্ষজে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা নির্ম্মলা সেবাই—জীবমাত্রের পরমধর্ম্ম ও একমাত্র সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম সেই সেবায় কর্ম্ম-জ্ঞানাদি কৈতব নাই।

চিদ্‌বিলাস-তত্ত্ব অক্ষজজ্ঞানীর দুর্জ্ঞেয়

মূঢ় অক্ষজজ্ঞানবাদি-সম্প্রদায় নির্ম্মলা ভক্তি বা আত্মার স্বভাবজ ধর্ম্মের মধুরিমা উপলব্ধি না করিয়া কৈতব-যুক্ত কর্ম্ম-জ্ঞানাদিকে ভক্তির সমান বলিয়া মনে করে, কখনও বা ভক্তিকে দুর্ব্বলা মনে করিয়া দুগ্ধের

সহিত চূণগোলা মিশাইবার চেষ্টার ন্যায় মনোধর্ম্মের হস্তে পড়িয়া মনে করেন যে, ভক্তির সহিত কর্ম্ম-জ্ঞানাদি কৈতবযুক্ত বস্তুর সংমিশ্রণ না হইলে ভক্তি কার্য্যকরী হন না। তাঁহারা ভাবেন,—তাহাদের যাজিত মনোধর্ম্মই সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম, আর আত্মধর্ম্ম বা জীবের একমাত্র স্বরূপধর্ম্মই সাম্প্রদায়িকের সঙ্কীর্ণ ধর্ম্ম। এইরূপ বুদ্ধি বিষ্ণুমায়া-বিমোহিত ব্যক্তির দুর্ভাগ্যপরাকাষ্ঠার পরিচয় ব্যতীত আর কিছু নহে। এইসকল ব্যক্তি কখনও চিদ্বিলাস-রাজ্যের কথা বুঝিতে পারিবেন না, বা বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না।

বৈষ্ণবের আরাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব

পদ্মপুরাণ বলেন—

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥"

বিষ্ণুর আরাধনা অপেক্ষা বৈষ্ণবের আরাধনা শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণের আরাধনা অপেক্ষা বৃষভানুনন্দিনীর আরাধনা শ্রেষ্ঠ, নন্দযশোদার আরাধনা শ্রেষ্ঠ, শ্রীদাম, সুদাম, দাম বসুদামের আরাধনা শ্রেষ্ঠ, রক্তক, পত্রক, চিত্রকের আরাধনা শ্রেষ্ঠ, গোবেত্র-বেণু-বিষাণের আরাধনা শ্রেষ্ঠ।

শ্রীল রসিকানন্দ-প্রসঙ্গ

স্থান—শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর

সময়—২৯শে মাঘ, ১৩৩১ (গৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-কাল)

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রভুর পরিচয়

শ্রীধাম-বৃন্দাবনের সপ্ত সুপ্রসিদ্ধ সেবার মধ্যে শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমদনমোহনের পরই চতুর্থ বিখ্যাত সেবা—শ্রীশ্যামসুন্দরজিউর। গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু তাঁহার প্রকটকালের শেষ অবস্থায় শ্রীধাম-বৃন্দাবনে শ্রীশ্যামসুন্দরের সেবায় জীবন অতিবাহিত করেন। শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ শ্রীগোপীবল্লভপুরের গোস্বামিবংশের চতুর্থ অধস্তন অর্থাৎ শ্রীরসিকানন্দপ্রভুর পুত্র ও শিষ্য শ্রীরাধানন্দদেব, শ্রীরাধানন্দের পুত্র ও শিষ্য শ্রীনয়নানন্দদেব, শ্রীনয়নানন্দের নিকট হইতে শ্রীরাধাদামোদরদাস নামক জনৈক কান্যকুব্জীয় বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই শ্রীরাধাদামোদরই শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা-গুরু।

বিদ্যাভূষণ-প্রভুর উপনিষদ্ভাষ্য

একচল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি শ্রীপাদ বলদেবের উপনিষদ্-ভাষ্যসমূহ প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইয়া শ্রীল বিশ্বম্ভরানন্দ দেব-গোস্বামী মহাশয়কে উক্ত ভাষ্যসমূহ সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য লিখিয়াছিলাম, তখন তিনি শ্রীশ্যামসুন্দরের মন্দিরে লিখিয়া জানিলেন যে, ঐসকল উপনিষদ্-ভাষ্য জীর্ণ হওয়ায় তাহা যমুনাজলে প্রদত্ত হইয়াছে ঈশোপনিষদ্-ভাষ্য ব্যতীত বেদান্তাচার্য্যের আর অন্য ভাষ্য বর্ত্তমান-কালে

দৃষ্ট হয় না। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর একটী টীকা রচনা করিয়া শ্রীবলদেব-ভাষ্য-সহ ঈশোপনিষদ্ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীল নরোত্তমঠাকুর মহাশয়ের চতুর্থ অধস্তনরূপে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর গৌড়ীয়াচার্য্য-রূপে উদিত হইয়া যেমন গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, তদ্রূপ সর্ব্বপ্রথম গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভুও শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর পঞ্চম অধস্তনরূপে আবির্ভূত হইয়া গৌড়ীয়-সম্প্রদায় রক্ষা করিয়াছেন।

আচার্য্যত্রয়ের প্রচার-বৈশিষ্ট্য

শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীল শ্যামানন্দ ও শ্রীল নরোত্তমঠাকুর—এই আচার্য্যত্রয় স্বল্পশিক্ষিত জনসাধারণের নিকট হরিভক্তির চরমকথাগুলি সঙ্গীতের ভিতর দিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বাসস্থানের নামানুসারে এক-একটী সুর প্রচলিত হইয়া এক-একটী বিভিন্ন আখ্যা লাভ করিয়াছে—যেমন শ্রীশ্যামানন্দসম্প্রদায়ের গুরু শ্রীহৃদয়চৈতন্যের বাসস্থান রেণেটী-পরগণা হইতে 'রাণীহাটী' সুর, শ্রীনিবাসাচার্য্যসম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত সুরের নাম—'মনোহরসাহী' এবং শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত সুর 'গড়েরহাটী' নামে প্রসিদ্ধ।

রসিকানন্দ-তত্ত্ব

কাহারও মতে,—শ্রীল রসিকানন্দপ্রভু অনিরুদ্ধের অবতার অর্থাৎ তিনি বিষ্ণুবস্তু। নাভাজীর হিন্দি ভক্তমালে শ্রীশ্যামানন্দ ও শ্রীরসিকানন্দ প্রভুদ্বয়ের চরিত্র বর্ণিত আছে।

শ্রীব্যাসপূজায় প্রত্যভিভাষণ

স্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, উল্টাডিঙ্গি, কলিকাতা

তারিখ—১লা ফাল্গুন, ১৩৩১

(শ্রীল প্রভুপাদের একপঞ্চাশত্তম প্রকট-বাসরে অনুকম্পিতগণের উক্তির প্রত্যুক্তি)

আচার্য্যবর্য্যের তৃণাদপি-সুনীচতা-শিক্ষা-দান

অদ্য আমার গুরুবর্গ আমার সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলিলেন সে-সকল কথার সহিত আমার সংশ্রব অতি অল্পই। তবে একটী কথা অতিসত্য যে, তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক আমাকে কৃষ্ণেতর প্রবৃত্তি হইতে উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। সে-জন্য আমি তাঁহাদের নিকট ঋণী। আমার বড়ই আশাবদ্ধ আছে যে, আমি গৌরসুন্দরের নাম অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিতে পারিব। আমার বহুদিনের সঞ্চিত আশা ও বাসনা এই যে, আমি যেন শুদ্ধ-ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে চব্বিশ-ঘণ্টা কৃষ্ণ-সেবা ও কার্ষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারি এবং তাঁহাদের ভৃত্যবুদ্ধিতে যেন আমার অন্ত্যকাল যাপিত হয়। এরূপ বহুদিনের আশা আজ পরিপূর্ণ হইতেছে দেখিয়া আমার আনন্দের আর সীমা নাই। তজ্জন্য আমি শ্রীগৌরসুন্দর ও গৌরভক্তবৃন্দের চরণে কোটি কোটি প্রণাম করিতেছি। গুরুবর্গের নিকট আমার প্রার্থনা,—তাঁহারা যেন আমাকে নিজগুণে ক্ষমা করেন। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ আমাকে হরিকথা শ্রবণ করাইয়া এবং তাঁহাদের আদর্শ চরিত্র আমার নয়নপটে প্রতিফলিত করিয়া আমার দুষ্টহৃদয় শোধিত করিতেছেন। তাঁহাদের শ্রীগৌরকৃষ্ণের পাদপদ্মে যে রতি, তাহার অনন্তাংশের খণ্ডাংশও যেন আমি লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারি আমি বিপদে পতিত। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ আমাকে রক্ষা করিতেছেন।

সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গই মৃগ্য

শ্রীগৌরসুন্দরের অমৃতময়ী গাথার সহিত আমার গৌণ-ভাবে সম্বন্ধ আছে, আমার গুরুবর্গ সেই সুধাময়ী গাথা জগতের অনেকের কাছে প্রচার করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করিতেছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের চরণানুগত্য ব্যতীত অন্য লোভনীয়, আদরণীয় ও প্রার্থনীয় ব্যাপার আমার আর কিছুই নাই। আমি নিতান্ত দুর্ব্বল, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর এতই করুণাময়, যে আমাকে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-শ্রবণের অধিকার দিয়াছেন। আমার যে-সকল গুরুবর্গ আমাকে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদের স্মৃতি লইয়াই আমি যেন প্রপঞ্চ হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে পারি। ইঁহাদের পবিত্র চরিত্রের নির্ম্মলতা আলোচনা করিলে আমার জন্মে-জন্মে এই ত্রিতাপক্লিষ্ট সংসারে আসাই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয় কারণ, এই প্রপঞ্চেও এইরূপ মহচ্চরিত্র ভগবদ্ভক্তগণ অবস্থান করিতেছেন। এককালে এতগুলি আদর্শচরিত্র ভগবদ্দাসগণের সহিত আমার সাক্ষাৎকার হইবে,—আমি ইহা পূর্ব্বে ভাবি নাই। যখন আমি শ্রীগুরুপাদপদ্ম অন্বেষণ করিতেছিলাম আমি মনে করিয়াছিলাম যে, শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকট-কালের ন্যায় অত আদর্শ চরিত্র গৌরভক্ত এককালে বুঝি আর প্রকট হইবেন না। কিন্তু এখন দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি। আজ গৌরভক্তগণের চরণে কোটি কোটি প্রণামপূর্ব্বক এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

শ্রীরূপ-সনাতন-প্রসঙ্গ

স্থান—মহানন্দা-নদীর নিকটবর্ত্তী নবনির্ম্মীয়মাণ ধর্ম্মশালা, মালদহ

সময়—৬ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৩১ (শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-কাল)

শ্রীরূপ-সনাতন-পদে ঐকান্তিকভক্তির প্রয়োজনীয়তা

শ্রীরূপ-সনাতনের লীলার স্মরণ ও উদ্দীপন দ্বারা জীবের পরম সদ্গতি-লাভ হয়। এই স্থানটী আমাদের সাক্ষাৎ গুরুপাদপদ্ম। শ্রুতি বলেন,—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনপ্রভু আমাদের ন্যায় শুক্রশোণিতজাত জড়পিণ্ড নহেন, তাঁহারা য অপ্রাকৃত পাণ্ডিত্য ও বিশেষত্ব জগতে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমরা বাহ্যজ্ঞান লইয়া উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব না। জাগতিক উচ্চাবচত্বের দিক্ দিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে গেলে আমরা তাঁহাদের স্বরূপ-দর্শন-লাভ হইতে বঞ্চিত হইব। হার্ডিঞ্জব্রিজের মত জাগতিক বিচারে মহৎকার্য্য আমরা শ্রীরূপ-সনাতনে দেখিতে পাইব না যাঁহাদের চিত্ত সেইরূপ কার্য্য বা চিন্তাস্রোতে অভিনিবিষ্ট, তাঁহারা শ্রীরূপসনাতন-প্রভুদ্বয়ের পদ-নখ-শোভা দর্শন করিতে পারিবেন না শ্রীরূপসনাতন-প্রভুদ্বয় শ্রীচৈতন্যের মনোঽভীষ্টের প্রচারক। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি যেরূপ ভক্তি কর্ত্তব্য,তাহা হইতে একটু ন্যূন পরিমাণ ভক্তি যদি আমরা শ্রীরূপসনাতনে ও শ্রীজীবের প্রতি প্রদর্শন করি, তাহা হইলে আমাদের শুদ্ধ ভক্তিতে অধিকার হইবে না। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু ও শ্রীরূপসনাতন প্রভুদ্বয় অভিন্ন শ্রীরূপপ্রভুকে গুরুপদে বরণ করিবার পরিবর্ত্তে যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে বরণ করি, তবে কখনও শ্রীসনাতন-রূপকে দর্শন করিতে পারিব না।

শ্রীরূপ-পাদবিক্ষেপভূমি—ব্রহ্মাদিরও বন্দ্য ও দুর্ল্লভ

শ্রীচৈতন্যে কিরূপ ভক্তি—আত্মার নির্ম্মল ভক্তি তাহা শ্রীরূপেই দেখা যায়। ষড়্ গোস্বামীর মধ্যে শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীব প্রভুত্রয় শ্রীচৈতন্যের সেনাপতি ষড়্গোস্বামীর নামের মধ্যে শ্রীরূপের নামই সর্ব্বপ্রথম। আমরা কত আশা ও ভরসার সহিত শ্রীরূপসনাতনের পদাঙ্কপূতরঙ্গে বিলুণ্ঠিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিবার জন্য এইস্থানে আসিয়াছি। আপনাদের উৎসাহ দেখিয়া আমাদের হৃদয় পরমানন্দে আপ্লুত হইতেছে। যে-স্থানে শ্রীরূপের পাদবিক্ষেপ হইয়াছে, সে-স্থান ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ বস্তু; আমরা সাধারণ জীব হইয়া সেই চিন্ময় রজঃ আমাদের শিরোভূষণ করিবার জন্য আজ দুরাশা পোষণ করিতেছি। শ্রীরূপের পাদপদ্মে আমরা যে ঋণে ঋণী তাহার শতাংশের একাংশও আমরা অনন্ত-কোটি জীবনে শোধ করিতে পারিব না। শ্রীরূপ-গোস্বামিপ্রভুর "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" শুদ্ধ ভক্তির একমাত্র দিঙ্-নিরূপণ যন্ত্র।

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের ফল

শ্রীপ্রবোধানন্দ ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে ১১৩ শ্লোকে বলিয়াছেন,—

"স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধ
যোগীন্দ্রা বিজহুর্ম্মরুন্নিয়মজং ক্লেশং তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য আসীদ্রসঃ॥"

যে সময় শ্রীচৈতন্যদেব জগতে উদিত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে বিষয়িগণ স্ত্রীপুত্রাদির কথা পরিত্যাগ করিয়া হরিকথায় কর্ণ প্রদান করিয়াছিলেন। প্রতাপরুদ্রের ন্যায় বিষয়ী রাজাও শ্রীচৈতন্যচরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন। ষাট্‌হাজার কাশীবাসী সন্ন্যাসীর গুরু প্রকাশানন্দ শাস্ত্রবিবাদ ও জ্ঞানাভ্যাস তুচ্ছবোধে ত্যাগ করিয়াছিলেন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শ্রীরূপ-দাস্য

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈত-গদাধর-শ্রীবাসাদির অপ্রকটের পরে শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীল নরোত্তম-ঠাকুর ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুত্রয়ের শুদ্ধভক্তিপ্রচার জগতের বহু-বহু জীবের মঙ্গল সাধন করিয়াছিল। খৃষ্টিয় গ্রন্থাবলীর প্রচার অপেক্ষা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' ও 'প্রার্থনা'র প্রচার নিতান্ত কম নহে। প্রতিবৎসর ৫ লক্ষ হইতে ১০ লক্ষ পর্য্যন্ত এই 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' গ্রন্থদ্বয় জন-সমাজে প্রচারিত হয়। সেই শ্রীনরোত্তম শ্রীরূপের একান্ত কিঙ্কর ছিলেন বলিয়াই এইরূপ শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাই তিনি গাহিয়াছেন,—

"রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগল-পিরীতি ॥"

শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ, সেই মোর সম্পদ,
সেই মোর ভজন পূজন।
সেই মোর প্রাণধন, সেই মোর আভরণ,
সেই মোর জীবনের জীবন ॥
সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি,
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত, সেই তপ, সেই মোর মন্ত্রজপ,
সেই মোর ধরম করম ॥" ইত্যাদি।

শ্রীরূপানুগত্য ব্যতীত যুগলসেবা-লাভ হয় না

আমাদের যতদিন কাদা, জল, মাটী প্রভৃতির ধারণা আছে, ততদিন অপ্রাকৃত রাইকানুর অপ্রাকৃত রসকেলিবার্ত্তা বুঝা যাইবে না।

ঐশ্বর্য্যগন্ধলেশ-হীন বিশ্রম্ভসেবা-ময়ী কৃষ্ণানুভূতি না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনের দ্বার রুদ্ধ থাকে। আবার, বৃন্দাবনে প্রবিষ্ট হইলে শ্রীরূপ-রঘুনাথের আনুগত্য ব্যতীত আর কোনও কৃত্য নাই। প্রাণহীন দেহের যেমন কোন মূল্য নাই, তদ্রূপ শ্রীরূপের আনুগত্য ব্যতীত জীব-স্বরূপের কোনও সার্থকতা নাই। যদি কেহ শ্রীগৌরকৃষ্ণের ঔদার্য্য-মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে চা'ন, তবে শ্রীরূপানুগজনের আনুগত্য করুন। আমরা শ্রীরূপের আনুগত্য ব্যতীত কিছুতেই যুগলসেবার অধিকার পাইতে পারিব না। বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দের সেবা—শ্রীরূপেরই ; যথা—

"দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীল-গোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥"

[জ্যোতির্ম্ময় শোভাবিশিষ্ট বৃন্দাবনের কল্পবৃক্ষতলে রত্নমন্দিরস্থ সিংহাসনের উপরি অবস্থিত শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দকে পরম-প্রেষ্ঠা সখীগণ সেবা করিতেছেন। আমি সেই শ্রীযুগলমূর্ত্তিকে স্মরণ করি]

শ্রীসনাতনের কৃপায় সম্বন্ধ-বিগ্রহ ও শ্রীরূপের আনুগত্যে অভিধেয়-বিগ্রহের সেবা-লাভ-সম্ভাবনা

গৌড়ীয়ের সেব্য তিনটী বিগ্রহ—মদনমোহন, গোবিন্দ ও গোপীনাথ। অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে এই তিনটী নাম উদ্দিষ্ট হইয়াছে। কৃষ্ণই—মদনমোহন, গোবিন্দই—গোবিন্দ এবং গোপীজনবল্লভই—গোপীনাথ। মদনমোহন-কৃষ্ণানুভবই—সম্বন্ধ, গোবিন্দ-সেবাই—অভিধেয় এবং গোপীজন-বল্লভ-কর্ত্তৃক আকৃষ্টিই—প্রয়োজন। শ্রীসনাতনপ্রভু মদনমোহনের সহিত জীবের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দিলে শ্রীরূপপ্রভুর আনুগত্যে জীবের গোবিন্দ-সেবায় অধিকার উদিত হয়।

'মা প্রেক্ষিষ্ঠস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ।

শ্রীরূপাবির্ভাবস্থলীর মহিমা

শ্রীরূপপাদপদ্ম আশ্রয় করিবার ইচ্ছা হইলে শ্রীরূপ-পদাঙ্কিত ভূমিতে অপ্রাকৃতবুদ্ধিতে গড়াগড়ি দিলেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়।

শ্রীসনাতনপ্রভুর মহিমা

শ্রীসনাতনপ্রভুর মহিমা কবিকর্ণপূর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে (৯।৪৫) এইরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

গৌড়েন্দ্রস্য সভা-বিভূষণমণিস্ত্যক্ত্বা য ঋদ্ধাং শ্রিয়ং
রূপস্যাগ্রজ এষ এব তরুণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে।
অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণহৃদয়ো বাহ্যেঽবধূতাকৃতিঃ
শৈবালৈঃ পিহিতং মহাসর ইব প্রীতিপ্রদস্তদ্বিদাম্॥

[গৌড়-রাজ হুসেন্‌সাহ্ বাদ্‌সাহার সভার বিভূষণ-মণিস্বরূপ শ্রীরূপাগ্রজ এই শ্রীসনাতন সমৃদ্ধ রাজশ্রী পরিত্যাগপূর্ব্বক নবীন বৈরাগ্যলক্ষ্মীকে ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণ ভক্তিরসে পূর্ণ, এবং বাহিরে অবধূতাকার থাকায় তিনি শৈবালাচ্ছাদিত মহাসরোবরের ন্যায় ভক্তি বদ্‌গণের প্রীতির পাত্র ছিলেন।]

গৌরসুন্দরের মহাবদান্যতা

মহাবদান্যলীলাময় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে শ্রীরূপপ্রভু এই বলিয়া নমস্কার করিয়াছেন,—

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

কৃষ্ণকীর্ত্তনের তত্ত্ব ও মহিমা

এস্থলে, 'কৃষ্ণপ্রেম' শব্দে কৃষ্ণের সন্তোষ, অর্থাৎ সেবকের নিকট হইতে কৃষ্ণ যাহা চা'ন, তাহাই। গয়া-ধামে গদাধরের যে পাদপদ্ম আসুরিক কর্ম্মকাণ্ড ও বৌদ্ধযুগের জ্ঞানকাণ্ডকে চাপা দিয়াছেন, সেই পাদপীঠ দর্শন করিবার পর শ্রীগৌরসুন্দর ফিরিয়া আসিয়া কাহাকেও আর অন্য কোন কথা বলেন নাই। সর্ব্বজীবকে আহ্বান করিয়া কেবল এইকথা বলিয়াছেন,—

"যারে দেখ, তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় 'গুরু হঞা তার' এই দেশ॥"

তিনি প্রত্যেককে প্রচারক হইতে বলিয়াছেন। যাঁহারা স্বার্থপর, তাঁহারা এইরূপ কথা বলিতে পারেন না। মহাবদান্য ব্যতীত আর কেহই জীবকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠপদে আরোহণ করাইবার অভিলাষী হন না। জগতের লোকসকল স্বার্থপর; তাহারা অন্যান্য জীবকে সর্ব্বদা নিষ্পেষিত করিয়া তাহাদের অধীন করিয়া রাখিতে প্রয়াসী। তন্মধ্যে কেহ কেহ একটু উদারতার ভান দেখাইয়া নীচ ব্যক্তিকে অপেক্ষাকৃত উচ্চ-পদবীর ছায়াভাসের লোভ দেখাইয়া ব্যক্তিগত স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিতে যত্নবান্। শ্রীগীতাদি শাস্ত্রে যে সমদর্শিত্বের (৫।১৮) কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাও গৌরসুন্দরের মহা-বদান্যতা কোটি-কোটি-গুণে অধিক। তিনি 'কাককে গরুড়' করিয়াছেন,—বিষয়ী পতিত জীবকুলকে গোলোকের পরমোৎকৃষ্ট নিত্য শোভা-সম্পদ্ প্রদান করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বজীবকে কৃষ্ণকীর্ত্তনে অধিকার প্রদান করিয়াছেন।

কৃষ্ণকীর্ত্তনকারীর লক্ষণ

কীর্ত্তনকারীর আসন গ্রহণ করিলে আমাদের অভিমান আসিতে পারে, তাই তিনি কীর্ত্তন করিবার প্রণালী-বর্ণনে বলিয়াছেন, 'তৃণাদপি সুনীচ' না হইলে হরিকথা কীর্ত্তন করা যায় না। গুরুর লক্ষণবিচারে তিনি বলিয়াছেন,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

যিনি সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করেন, তিনই শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুর এক মুহূর্ত্তের জন্যও হরিকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোনও কৃত্য নাই। 'হরিকীর্ত্তন' ও

'মায়ার কীর্ত্তন' একসঙ্গে থাকিতে পারে না। যাহারা মায়ার অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-তর্পণার্থ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, আবার সময়ে-সময়ে কৃষ্ণকীর্ত্তনের ছল প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের ঐ 'লোক-দেখান' কৃষ্ণ-কীর্ত্তনও ইন্দ্রিয়তর্পণ বা মায়ার কীর্ত্তন মাত্র। যিনি কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য লালায়িত, তিনি 'তৃণাদপি সুনীচ' নহেন। যিনি জগৎকে ভোগ্য জ্ঞান করেন, জগতের প্রত্যেক-বস্তুকে যিনি কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিবার কৌশল জানেন না, তাঁহার কোন সহিষ্ণুতা নাই, তিনি ধৈর্য্যহীন। যিনি জগতের প্রত্যেক জীবকে বৈষ্ণব বা 'গুরু' বুদ্ধি করিতে পারেন না, প্রত্যেকবস্তুকে গুরুরূপে দর্শন করিতে শিক্ষা করেন নাই, প্রত্যেকজীবকে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে অধিকার প্রদান করিতে অর্থাৎ প্রত্যেককে আচার্য্যপদের যোগ্যতা প্রদান করিতে কুণ্ঠিত, তিনি 'অমানী' ও 'মানদ' নহেন। সুতরাং যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারব্যবধান-রহিত শুদ্ধহরিকীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব।

আচার্য্যবর্গের শিক্ষা

শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীঠাকুর হরিদাস, শ্রীসনাতনপ্রভু, শ্রীরূপপ্রভু, শ্রীজীবপ্রভু প্রভৃতি আচার্য্যবর্গ এইরূপ 'গুরুদেবের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-কীর্ত্তনই পরোপকারের পরাকাষ্ঠা। স্বার্থপর ব্যক্তিগণ জপ-ধ্যান-যোগাদি প্রণালী গ্রহণ করেন। ঐরূপ প্রাকৃত চেষ্টা-দ্বারা জীবের পরম-প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। নিরন্তর—এক মুহূর্ত্ত ও বাদ না দিয়া—হরিকথা কীর্ত্তন করিলেই জীবের সর্ব্ববিধ মঙ্গল হইতে পারে।

হরিকীর্ত্তন ও মায়ার কীর্ত্তনে ভেদ

আমরা মায়ার কীর্ত্তনকে অনেক সময় 'হরিকীর্ত্তন' বলিয়া মনে করি। যে কীর্ত্তনে কৃষ্ণেন্দ্রিয়ের তর্পণ নাই, যাহার উদ্দেশ্য আত্মেন্দ্রিয়-

তৃপ্তি, তাহাই 'মায়ার কীর্ত্তন'। উহার দ্বারা শ্রীহরি কীর্ত্তিত হন না, কেবলমাত্র আভিধানিক শব্দসমূহ কীর্ত্তিত হয় মাত্র। যেমন 'ঘোড়া' বলিলে তৎসঙ্গে আমরা ঘোড়ার চেহারা ভাবিয়া থাকি, তদ্রূপ বিমুখাবস্থায় 'হরি' বলিলেও একটী প্রাকৃতরূপই চিন্তা করিয়া থাকি ; উহা প্রাকৃত চেষ্টা বা পৌত্তলিকতা ছাড়া আর কিছুই নহে। যখন নাম-নামীকে অভিন্ন-জ্ঞানে আমরা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য হরিজনের আনুগত্যে হরিকীর্ত্তন করিব, তখনই শুদ্ধ বৈকুণ্ঠকীর্ত্তন হইবে। হরিনাম জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নহেন। ভগবান্ এইটুকু অধিকার স্বায়ত্তভূত (right reserved) করিয়া রাখিয়াছেন যে, তিনি যাবতীয় ভোগ্যবস্তুর ন্যায় জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হওয়ায় জীব তাঁহাকে কর্ণাদি ও মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বারা ভোগ করিতে বা মাপিয়া লইতে পারে না। শ্রুতি 'অপাণিপাদঃ' প্রভৃতি মন্ত্রে তাহাই কীর্ত্তন করিয়াছেন।

জড়েন্দ্রিয়তর্পণ ও কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে ভেদ

ইন্দ্রিয়তর্পণ ও ভগবৎপ্রীতি—এই দুইটী বস্তু দুইটী বিপরীতদিকে অবস্থিত। জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলি বদ্ধজীবের ভোগের বস্তু। রাবণের ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে ভগবচ্ছক্তিকে হরণ করিবার ইচ্ছা হইতে পারে, কিন্তু সীতাদেবী রামচন্দ্রের ভোগ্যা হইলেও কখনও রাক্ষস রাবণের ভোগ্যা নহেন। "সর্ব্বং বাসুদেবময়ং জগৎ", 'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্',—এই বুদ্ধি থাকিলে আমাদের ভগবান্‌কে মাপিয়া লইবার দুর্ব্বুদ্ধি হয় না। আমরা অনেক সময় নির্ব্বুদ্ধিতা-বশতঃ মনে করি,—'ভগবান্ আমাদিগকে দুঃখে রাখিলেন কেন ?' কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে আদিগুরু আমাদিগকে অন্যরূপ শিক্ষা দিয়াছেন (ভাঃ ১০।১৪।৮)—

"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥"

অর্থাৎ হে ভগবন্, যিনি আপনার অনুকম্পা-লাভের আশায় স্ব-কৃতকর্ম্মের মন্দফল ভোগ করিতে করিতে মন, বাক্য ও শরীরদ্বারা আপনাতে ভক্তি বিধান করিয়া জীবন যাপন করেন, তিনি অনায়াসেই মুক্তিপদ লাভ করিয়া থাকেন। দুঃখ না থাকিলে আমাদের ভগবৎ-স্মরণ হইত না। জাগতিক দুঃখ-তাপরাশি তাঁহারই দয়ার দান।

প্রভুত্রয়ের বিষয়ত্যাগ-লীলার তাৎপর্য্য

খেল্‌না-দ্বারা পিতামাতা যেমন ছেলেপিলেকে ভুলাইয়া রাখেন, তদ্রূপ মায়াশক্তিও ধন, জন, পাণ্ডিত্য ও জাগতিক যশঃ-সুখাদিদ্বারা আমাদিগকে ভগবৎ-পাদপদ্ম হইতে দূরে রাখেন। পৃথিবীর চাক্‌চিক্যে ভুলিয়া পার্থিব উন্নতি-বিধানের জন্য অভ্যুদয়বাদী কর্ম্মী হওয়া মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীব প্রভুত্রয় আমাদিগের ন্যায় মূঢ়জীবকে এই সত্য শিক্ষা দিবার জন্যই বিষয়-পরিত্যাগ লীলার অভিনয় করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁহারা সাধনসিদ্ধ ভক্তের ন্যায় পূর্ব্বে বিষয়ে আসক্ত বা অদিব্যজ্ঞানযুক্ত এবং পরে বিষয়মুক্ত হইয়াছিলেন, এরূপ নহে; তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকর,—তাঁহাদের কোনসময়েই দিব্যকৃষ্ণজ্ঞানের অভাব নাই। তাঁহারা সকলেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ।

অদ্য আমরা ঐ প্রভুত্রয়ের লীলাভূমির পূতরজে অভিষিক্ত হইবার জন্য আগমন করিয়াছি। সেই অপ্রাকৃত-ধামবাসিগণ আমাদিগকে কৃপা বিতরণ করুন।

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥"

———

পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা ও বর্ণ-বিচার

স্থান—মালদহের পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মশালা

সময়—৭ই ফাল্গুন, ১৩৩১, রাত্রি ৮ ঘটিকা

[মালদহনিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপণী গোস্বামী এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়ের "(১) আপনি জাতিভেদ মানেন কি না? (২) ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর যে-কোন বর্ণে উৎপন্ন ব্যক্তি আপনার নিকট দীক্ষার জন্য আসিলে আপনি কি করেন? (৩) দীক্ষার পর সকল শিষ্যের একই অবস্থা-লাভ হয় কিনা? (৪) দীক্ষা-দানের পূর্ব্বে কোন্ 'criterion' (লক্ষণ)-দ্বারা শিষ্যের যোগ্যতা বিচার করা হয়?"—এই প্রশ্নচতুষ্টয়ের উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ নিম্নলিখিত বক্তৃতা প্রদান করেন]

শাস্ত্রানুমোদিত দৈব-বর্ণাশ্রমের প্রয়োজনীয়তা

অনর্থযুক্ত জীবের জন্য বর্ণাশ্রমের বিশেষ উপযোগিতা আছে। তবে অবৈধ বর্ণাশ্রম স্বীকার্য্য নহে। বর্ত্তমান-কালে বৈধ বর্ণাশ্রমের বড়ই অভাব পরিলক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণের সন্তানকে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া উপনয়নসংস্কার প্রদান করিলে তিনি যদি ব্রহ্মণ্যদেবের উপাসনায় মনোনিবেশ না করিয়া ইতর কার্য্যে ধাবিত হন, তবে তাঁহার উপনয়নসংস্কার-গ্রহণের প্রয়োজন ছিল কি? বিবাহের পূর্ব্বে যেরূপ কন্যাকে 'ভার্য্যা' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, তদ্রূপ অষ্টম-বর্ষে ব্রাহ্মণের সন্তানকে যে 'ব্রাহ্মণ'-নামে নির্দ্দেশ, তাহাও প্রস্তাবিত ব্রাহ্মণতা-মাত্র। শাস্ত্রে এইজন্য বৃত্তব্রাহ্মণতার কথা পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে। যিনি ব্রাহ্মণবৃত্তে অবস্থিত হইতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহাকে বলপূর্ব্বক 'ব্রাহ্মণ' করা যায় না।

সরলতা ও সত্যবাদিতা অর্থাৎ হরিভজন-স্পৃহাই শিষ্যের দীক্ষা-প্রাপ্তির যোগ্যতার লক্ষণ

বালকের বৃত্তিদর্শনে আচার্য্য তাহার বর্ণনির্দ্দেশ করিবেন। সরলতা ও সত্যবাদিতাই ব্রাহ্মণতার পরিচায়ক। সরল ও নিষ্কপট ব্যক্তিই কৈতব-রহিত ভগবদ্ভক্তিকে আশ্রয় করেন। হারিদ্রুমত-গৌতম সত্যকাম জাবালের সত্য-সারল্য-বৃত্তি দর্শন করিয়াই তাহার বর্ণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সুতরাং বৃত্তব্রাহ্মণতাই শ্রৌতপথ। শ্রৌতপথ উল্লঙ্ঘন করিয়া গুণ-কর্ম্মের অনাদরপূর্ব্বক কেবলমাত্র সাধারণ মেয়েলীমতের অনুসরণ কখনও প্রকৃত আচার্য্যের ধর্ম্ম নহে। দীক্ষার পূর্ব্বে সরলতা ও সত্যবাদিতা অর্থাৎ শিষ্যের হরিভজন-স্পৃহা দর্শন করিয়া যে-কোন-কুলোদ্ভূত পুরুষের পারমার্থিক-ব্রাহ্মণতায় অধিকার দেখা যায়।

কলিতে পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষা-বিধিই শাস্ত্র-সঙ্গত

শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের পঞ্চম-বিলাসে শ্রীল গোপালভট্ট-গোস্বামি-প্রভু শ্রীবিষ্ণুযামলের বাক্য উদ্ধার করিয়া বলেন,—

"কৃতে শ্রুত্যুক্তমার্গঃ স্যাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতিভাবিতঃ।
দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্ভবঃ॥
অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা॥"

সাত্বত আগম বা তন্ত্রই—পঞ্চরাত্র। সুতরাং কলিতে যে তন্ত্রবিধানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা-প্রণালী বলিয়াই জানিতে হইবে। শ্রীনারায়ণ স্বয়ং পঞ্চরাত্র-বক্তা; শ্রীনারদ, প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভাগবতগণও পঞ্চরাত্রের বক্তা। শ্রীহরির উপাসনা ব্যতীত অন্য নশ্বর ভোগবাদ সাত্বত-তন্ত্রে স্থান পায় নাই।

মঃ ভাঃ শাঃ পঃ মোঃ-ধঃ পঃ—৩৪৮ অঃ ৬৮ শ্লোক,—

"পঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বক্তা নারায়ণঃ স্বয়ম্।
যথাগমং যথান্যায়ং নিষ্ঠা নারায়ণঃ প্রভুঃ॥
এবমেকং সাংখ্যযোগং বেদারণ্যকমেব চ।
পরস্পরাঙ্গান্যেতানি পঞ্চরাত্রন্তু কথ্যতে॥"

বৈষ্ণবাচার্য্যই বৈদিক উপনয়ন-সংস্কার-দানে সমর্থ

সাত্ত্বতপঞ্চরাত্রের মতে, দীক্ষিত বৈষ্ণবই বাস্তবিক বৈদিক ব্রাহ্মণ। অসাত্বত তন্ত্র বেদবিরুদ্ধ বলিয়া বিষ্ণু-ব্যতীত অন্যান্য দেবতার মন্ত্রে দীক্ষিত কোন ব্যক্তিই বৈদিক ব্রাহ্মণতা লাভ করিতে পারেন না। ব্রহ্মসূত্রে পাশুপতাধিকরণই তাহার প্রমাণ। একমাত্র বৈষ্ণবাচার্য্যই বিষ্ণুদীক্ষা-দ্বারা দীক্ষিতকে ব্রাহ্মণ-জ্ঞানে বৈদিক উপনয়ন-সংস্কার দিতে সমর্থ।

দীক্ষার শ্রেণীবিভাগ

দীক্ষা দ্বিবিধা—বৈদিকী ও বেদানুগা। বেদানুগা দীক্ষা আবার দ্বিবিধা—পৌরাণিকী ও পাঞ্চরাত্রিকী। যোগ্য-জ্ঞানে সংস্কৃত দ্বিজের দীক্ষাই 'বৈদিকী,-অযোগ্যজনে অধিকারি-জ্ঞানেই 'পৌরাণিকী দীক্ষা' এবং অনধিকারি-বিচারে ভাবি-যোগ্যতা-লাভের উদ্দেশ্যেই 'পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা' বিহিত। এইজন্যই শ্রীহরিভক্তি-বিলাস কলিকালে বৈদিকী দীক্ষার সম্ভাবনা নাই বলিয়াছেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাস পৌরাণিকী দীক্ষার বিস্তৃতপদ্ধতির মধ্যে দীক্ষার অঙ্গ-বর্ণনে দশসংস্কার-বিধানের যোগ্যতা আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়া ক্রমদীপিকা, সারদা-তিলক, রামার্চ্চনচন্দ্রিকাদির পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে বর্ণন করেন নাই এবং দীক্ষার অনুকূলে তত্ত্বসাগরাদি আগমবিধির কথাই সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন,—

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥"

দীক্ষা-বিধানের অন্তর্গত প্রণালীর মধ্যেই বৈদিক উপনয়নসংস্কার অন্তর্নিহিত থাকে। দীক্ষা-কালেই অনধিকারি-মানবকের দ্বিজত্ব সিদ্ধ হয়. দীক্ষা সমাপ্ত হইলে আর তাহার মধ্যবর্ত্তি-কালীন মৌঞ্জিবন্ধনাদি অনুষ্ঠানসমূহ অবশিষ্ট থাকে না;—তাহা পূর্ব্বেই সাধিত হইয়া যায়।

পঞ্চোপাসক স্মার্ত্তগণের 'শূদ্র দীক্ষা-বিধান' প্রকৃতপ্রস্তাবে নামাপরাধ

কেবলমাত্র শৌক্রবিধানের পক্ষপাতী পঞ্চোপাসক স্মার্ত্তগণ শূদ্র-দীক্ষা-বিধান' বলিয়া যে বিচার করিয়াছেন, তাহা 'দীক্ষা'-শব্দ বাচ্য নহে। তাহাকে নামাপরাধ বা 'দীক্ষা-বাধ' বলা যাইতে পারে। এইরূপ দীক্ষা-দান-চাতুর্য্যদ্বারা যে কৃত্রিমতা সাধিত হইয়াছে, তাহাতে বৈষ্ণবস্মার্ত্ত বা পারমার্থিকগণ বলেন যে, উহা—নব্যস্মার্ত্তের মনগড়া ও কাল্পনিক

পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষা-বিধি

শ্রীনারদপঞ্চরাত্র (ভরদ্বাজ-সংহিতা—২।৩৪) বলেন,—

"স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ ॥"

আচার্য্য গুরুদেব স্বয়ং পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র প্রদান করায় সেই মন্ত্র প্রভাবে পুত্র ও শিষ্যাদির পুনর্জন্ম হয়। তখন বিনীত পুত্র ও শিষ্যদিগকে বৈদিক দণ্ড-সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া আচার্য্য তাহাদিগকে 'ব্রহ্মচারী' করাইয়া মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ শিক্ষা দিবেন,—ইহাই পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষা-বিধি।

দীক্ষা-লাভের ফলে সকলেরই শুদ্ধদ্বিজত্ব-লাভ

শ্রীমহাভারতের (অনু-শাঃ পঃ ১৪৩ অঃ ১৪৬)—

"শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ"

—এই বাক্য হইতে জানা যায় যে, পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষার মধ্যেই দশ-সংস্কার-পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত আছে। দীক্ষা-লাভের পরে তাঁহার আর দ্বিজত্বের লক্ষণাভাব থাকে না।

দীক্ষিত বৈষ্ণব অব্রাহ্মণ নহেন

এক মৎসর ব্যক্তির এক শত্রু লেখা-পড়া শিখিয়া উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর পদে আরূঢ় হইয়াছেন শুনিয়া ঐ মৎসর ব্যক্তিটী বলিলেন,—'সেই শত্রু কখনও ঐরূপ উচ্চপদে আরূঢ় হইতে পারে না।' যখন শুনিলেন,—সরকার বাহাদুর সেই শত্রুকেই বিচারকের পদ প্রদান করিয়াছেন, তখন ঐ মৎসর ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন,—"একান্তই যদি সে বিচারকই হইয়া থাকে, তাহা হইলেও সে নিশ্চয়ই বেতন পায় না।" এইরূপ 'দীক্ষা-বিধান-দ্বারা বিপ্রত্ব সিদ্ধ হইলেও, দীক্ষিত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-লক্ষণ যজ্ঞসূত্রের দ্বারা লক্ষিত বা বিনির্দ্দিষ্ট হইবেন না'—কেহ কেহ এইরূপ মৎসরতা-ব্যঞ্জক অশাস্ত্রীয় কথা বলিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, দীক্ষিত-ব্যক্তির যজ্ঞসূত্র-গ্রহণ—তাঁহার 'তৃণাদপি সুনীচতার' ব্যাঘাতকারক অর্থাৎ তাহা হইলেই ঐসকল মৎসর ব্যক্তির পক্ষে বৈষ্ণবকে 'পাপী', 'শূদ্র' প্রভৃতি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিবার সুযোগ হয়, এবং এমন কি, নিজেরা 'ব্রাহ্মণব্রুব' হইয়াও যাবতীয় বর্ণাশ্রমিগণের গুরুদেব পরমহংস বৈষ্ণবর্গকেও 'শূদ্র' বলিবার দুর্ভাগ্য-লাভ ঘটিতে পারে। 'শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু শাল-গ্রামপূজায় অনধিকারী ছিলেন', 'ঠাকুর হরিদাস অপাংক্তেয় ছিলেন' প্রভৃতি জাতিবুদ্ধ্যুত্থ বাক্য বলিয়া পাষণ্ডিগণ নরকের পথই সুগম করে। কিন্তু বৈষ্ণবদাসগণ জীবকুলকে এই নরকগমনের দৃঢ়চেষ্টা হইতে রক্ষা করিয়া বলিয়া থাকেন,—"দীক্ষিত বৈষ্ণব কখনও অব্রাহ্মণ নহেন।"

আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম

স্থান—শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুরের শ্রীপাট, মহেশপুর

সময়—১০ই ফাল্গুন, ১০৩১ (গৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-কাল)

প্রেমধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্মের পরিচয়

প্রীতির ধর্ম্ম ও অপ্রীতির ধর্ম্মের মধ্যে কিছু ভেদ আছে। যাঁহারা মনে করেন যে, প্রেমধর্ম্মের মধ্যেও কিছু অপ্রীতিকর কথা আছে, বুঝিতে হইবে,—তাঁহাদের হৃদয়ের মধ্যেই কিছু অপ্রীতিকর ধর্ম্ম বর্ত্তমান। আত্মধর্ম্মই প্রেমধর্ম্ম বা প্রীতির ধর্ম্ম, আর মনোধর্ম্মই অপ্রীতির ধর্ম্ম। বিষয়ের প্রতি আশ্রয়ের নিত্যা শুদ্ধা অহৈতুকী প্রীতি ও আশ্রয়ের প্রতি বিষয়ের শুদ্ধা প্রীতিই—প্রেমধর্ম্ম। প্রেমধর্ম্মের মধ্যে চির-ঐক্যতান (Harmony) বিরাজমান। অদ্বয়জ্ঞানের সেবনজনিত প্রেমধর্ম্মের যাজন হইতে বিচ্যুত থাকিলেই আমরা পরস্পরের প্রতি ভোগবুদ্ধি করিয়া থাকি। কৃষ্ণই একমাত্র মূল বিষয় এবং যাবতীয় কার্ষ্ণ'ই একমাত্র সেই মূলবিষয়ের আশ্রয়। সাপত্ন্য-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট মানবগণ, সকলে—শ্রীকৃষ্ণেরই সেবক,—ইহা জানিতে পারিলে মনুষ্যের আর কোনও অসুবিধা থাকে না। তখন মানবগণ স্ব-স্ব-নিত্যসিদ্ধস্বরূপ অর্থাৎ নিজেকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন। তখন বৈষ্ণবের সহিত বৈষ্ণবের স্বাভাবিক প্রীতিধর্ম্ম উদিত হয়।

অপ্রীতির ধর্ম্ম বা মনোধর্ম্মের পরিচয়

ভোগ্য-জগতে প্রীতিধর্ম্মের কথা নাই,—সর্ব্বত্রই বিরোধময় সঙ্ঘর্ষ-ধর্ম্ম এস্থলে একজনের প্রীতিতে অপরের অপ্রীতি উৎপন্ন হয়, একজনের লাভে অপরের ক্ষতি হয়; যেমন,—কেহ ছাগ, কুক্কুট বা মৎস্যাদির মাংস প্রীতির

সহিত ভোজন করেন, তাহাতে ভোজনকারীর সাময়িক প্রীতি উৎপন্ন হইলেও ছাগ, কুক্কুট বা মৎস্যের প্রীতির উদয় হয় না। এক মানুষ অন্য মানুষের সহিত প্রতিযোগিতা ও হিংসা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে, কিন্তু তাহাতে অপর মনুষ্যের প্রীতি হয় না। গৌরসুন্দরের জনগণ কখনও অপরকে উদ্বেগ দেন না। কিন্তু প্রাকৃতব্যক্তিগণ অখণ্ড ভগবদ্বস্তুর সহিত বিরোধ করিয়া খণ্ডবস্তুর প্রতি ভোগ্যবুদ্ধি করেন। আমরা অনেক-সময় 'বরং দেহি', 'ধনং দেহি', 'দ্বিষো জহি' প্রভৃতি মনের প্রীতিকর কথা বলিয়া নিজকে ও অপরকে বঞ্চনা করি।

কৃষ্ণের দ্বিবিধ কৃপাবতার

কৃষ্ণই সমস্ত-জীবকে সর্ব্বক্ষণ আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি প্রপঞ্চে দুইপ্রকারে আমাদের নিকট আগমন করেন—(১) অর্চ্চারূপে ও (২) নামরূপে।

কপট অবৈষ্ণব ও সরল বৈষ্ণবগণের ব্যবহার-ভেদ

কপটব্যক্তিগণ ষোড়শোপচারে পুত্রপৌত্রাদি-লাভের জন্য অর্চ্চার আরাধনা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য—ঠাকুর-সেবার বিনিময়ে ঠাকুরের নিকট হইতে কিছু পাওয়া; ইহাকে 'সেবা' বলা যায় না। যাহাতে ঠাকুরের সুখ হয়, তাহারই নাম 'সেবা'; আর, যাহাতে নিজের সুখসুবিধা হয়, তাহারই নাম 'ভোগ'। বৈষ্ণবগণের চিত্তবৃত্তি এইরূপ কথা (মুকুন্দমালা-স্তোত্রে).—

নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্‌যদ্ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগ-গতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥

যাঁহারা জগতের বৈচিত্র্যে মুগ্ধ বা যাঁহারা মনোধর্ম্মী, তাঁহারা এই কথা নিষ্কপটে বলিতে পারিবেন না। 'বিনিময়ে আমি কিছু চাই'—এরূপ কথা অভক্তের বা অবৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা; কিন্তু বর্ত্তমান-কালে বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে এইরূপ অবৈষ্ণব-ধর্ম্মই চলিতেছে, ভক্তির নামে অভক্তিরই চেষ্টা সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে। আমরা যদি কপটতা করিয়া কোটি-জন্ম অর্চ্চন করিতে থাকি, কোটি-জন্ম খোল বাজাই, কোটি জন্ম কীর্ত্তন করি এবং কপটতাকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চাই, তাহা হইলে আমরা ঐরূপ অর্চ্চন করিতে করিতে, খোল বাজাইতে বাজাইতে, কীর্ত্তন করিতে করিতে কর্ম্মমার্গের পথিক হইয়া পড়িব, আমাদের ভক্তিলাভ হইবে না। শুদ্ধভগবদ্ভক্তের নিষ্কপট-সেবা ব্যতীত আমাদের কোন মঙ্গলই হইতে পারে না। অর্চ্চার ও হরিনামের আরাধনার নাম করিয়া জগতে কি ভীষণ কপটতাই না চলিতেছে!! ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তকে বঞ্চনা করাকেই কেহ কেহ ভগবদ্ভক্তি বলিয়া বিচার করেন

কপটতাময় সেবাভিনয় ও সরলতাময়ী সেবার ভেদ

এই গ্রামের কথাই আমি কিছু বলি। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে প্রেমদাতা শ্রীল নিত্যানন্দপ্রভুর সঙ্গী শ্রীল সুন্দরানন্দপ্রভু এইস্থানে অবতীর্ণ হইয়া যাহা প্রচার করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান-কালে তাহার একটী বিকৃত প্রতিফলনমাত্র দৃষ্ট হয়। এখন সঙ্কীর্ত্তন-পিতা শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের প্রীতির জন্য আর হরিকীর্ত্তন হয় না; ওলাউঠা-নিবারণ, গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি সাধন প্রভৃতি আত্মেন্দ্রিয়তর্পণপর ভোগের জন্যই হরিকীর্ত্তনের বাহ্য-আকার মাত্র অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ভগবানের সেবা ও সেবার অভিনয়—দুইটী পৃথক্ বস্তু। ভগবানের শ্রীঅর্চ্চামূর্ত্তির সেবা যাহাতে সুষ্ঠুভাবে

সম্পাদিত হয়, তজ্জন্য আমাদের বিশেষ চেষ্টান্বিত হওয়া আবশ্যক। ভগবানের অর্চ্চামূর্ত্তির সেবক আবার যে-সে ব্যক্তি হইতে পারে না। দশ টাকা বেতন লইয়া কেবল ভগবানের 'সেবা' করিতে পারে না, বিশ টাকা দিয়া 'নাম-কীর্ত্তন' হয় না, পঞ্চাশ টাকা কবুল করিয়া 'হরিকথা'র বক্তৃতা হয় না বা 'ভাগবত'-পাঠ হয় না,—উহাতে ভাষা-বিন্যাস বা লোকরঞ্জক আমোদ-প্রমোদ হইতে পারে ; উহা ভক্তি বা বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে, উহার নাম—ভোগ বা কর্ম্মমার্গ।

বুভুক্ষা ও মুমুক্ষার স্বার্থপরতা

আপনারা জানেন যে, বুভুক্ষা বা মুমুক্ষা-দ্বারা জগৎ চালিত হইতেছে। জীবাত্মার প্রকৃত ধর্ম্ম—ভোগময়ী বা ত্যাগময়ী চেষ্টা নহে। আমরা অনেক-সময় ত্যাগের খোসা পরিয়া ভোগীর নিকট হইতে কিছু ভোগ করিতে ধাবিত হই ; আবার ভোগীও চা'ন,—'ত্যাগীর নিকট হইতে ভোগের জিনিষ কিছু আদায় করিতে পারি কি না।'

কৃষি, শিল্প ও বিজ্ঞান-জাত দ্রব্য ও ক্রিয়ার বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবায় নিয়োগ হইলেই শ্রেয়ঃ ও সার্থকতা

আমরা শ্রীআনন্দতীর্থ মধ্বমুনির চরিত্রে একটী আখ্যায়িকা দেখিতে পাই যে, তিনি একদা শিষ্যসঙ্গে বদরিকা-ক্ষেত্রে যাইতেছেন। মহারাষ্ট্র-প্রদেশের মহাদেব-নামক জনৈক রাজা সাধারণের উপকারার্থ একটী পুষ্করিণী খনন করাইতেছিলেন। তিনি শ্রীআনন্দতীর্থকে সেইপথ দিয়া যাইতে দেখিয়া পুষ্করিণী খনন করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু ভগবদ্ভজনচতুর শ্রীমধ্ব কর্ম্মবীর রাজাকেই ঐ পুষ্করিণী-খনন-কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়া স্বকার্য্যে অগ্রসর হইলেন। কর্ম্মী রাজা জানিতেন না যে, সাধারণের উপকারের কার্য্য সাধারণ শ্রমিক লোকের দ্বারাও সম্পাদিত হইতে পারে;

কিন্তু যাঁহারা আত্মবিৎ, তাঁহাদের হাতে যদি কোদাল দেওয়া যায়, তাহা হইলে জগৎকে পরম হিত-লাভে কেবল বঞ্চিত করা হয় মাত্র। জগতে শিল্প, বিজ্ঞান, কৃষি প্রভৃতির যত কিছু উন্নতি হইতেছে, তৎসমস্ত বৈষ্ণবসেবায় নিয়োজিত হইলেই উহাদের সার্থকতা। কিন্তু ঐসকল বস্তু ভোগীয় সেবায় লাগিলে পণ্ডশ্রম ও জগদ্‌বিনাশের হেতুমাত্র হইয়া থাকে। যেকাল-পর্য্যন্ত বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া দৃঢ়-প্রত্যয় না হইবে, তাবৎকালপর্য্যন্ত আমাদের কোনই মঙ্গল-লাভ হইবে না।

কপটতা-যুক্ত অর্চ্চন বা কীর্ত্তনের অভিনয় অর্চ্চন বা কীর্ত্তন নহে

এইজন্যই সর্ব্বপ্রথমে শ্রীঅর্চ্চার আরাধনা করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা নিজের কোন ইন্দ্রিয়তর্পণ, উদরভরণ বা অন্য কোন স্বার্থসাধনোদ্দেশের জন্য বিধেয় নহে। আমরা সকল জীবের দ্বারেদ্বারে এই বলিয়া ভিক্ষা করিতেছি,—'আপনারা কৃপা-পূর্ব্বক প্রেমধর্ম্মের স্বরূপ উপলব্ধি করুন।' এখনকার বৈষ্ণব-বেষধারিগণের ব্যবহারকে সামান্য প্রাকৃত স্মার্ত্ত, এমন কি, প্রাকৃত ব্যবহারজ্ঞ পর্য্যন্ত সমালোচনা করিবার যোগ্য হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—ইহাদের আচার বৈষ্ণবোচিত হওয়া দূরে থাকুক, সামান্য মনুষ্যোচিতও নহে এবং অপ্রাকৃত হওয়া দূরে থাকুক, প্রাকৃত-ব্যক্তিগণের অপেক্ষাও ঘৃণ্য এবং রাজদ্বারে দণ্ডনীয়। সকলসময়ে মঙ্গলের পথের বাহ্য চেহারাগুলিই মঙ্গলের পথ নয়;—কপটতা করিয়া অনেকেই যাত্রার দলের কৃত্রিম নারদ-মুনি সাজিতেও পারেন। সত্য সত্য ভাল লোক অর্চ্চন-কার্য্য করুন, সত্য-সত্য নিষ্কপট লোকসকল হরিকীর্ত্তন করুন; কেবল সুর-মান-লয়-তাল ভাল জানা থাকিলেই মুখে শুদ্ধ-হরিনাম কীর্ত্তিত হয় না। যিনি শুদ্ধবৈষ্ণব-গুরুর পদ আশ্রয় করিয়াছেন, তিনিই শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে হরিকীর্ত্তনে অধিকার পাইতে পারেন।

মহেশপুর গ্রামের পূর্ব্বকথা

১২৮৪ সালেও এই সুন্দরানন্দ-ঠাকুরের শ্রীপাটে লোকের বাস ছিল। এই গ্রামটী পূর্ব্বে নদীয়া-জেলার অন্তর্গত ছিল। সৈয়দাবাদের গোস্বামিগণ অদ্যাপি শ্রীল সুন্দরানন্দ-ঠাকুরের শিষ্যের বংশধর বলিয়াআত্ম-পরিচয় দেন। এই মহেশপুরেই স্বর্গীয় লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়ের বাড়ী ছিল।

শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার শিক্ষা

স্থান—ইংরেজী বিদ্যালয়-গৃহ, শ্রীপাট উলা
সময়—১১ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩৩১ সন

"নমো মহা-বদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যের সম্বন্ধে অজ্ঞলোকের ভ্রান্ত ধারণা

বাঙ্গালা-দেশের সকলেই শ্রীচৈতন্যদেবের নাম অবগত আছেন। তিনি যে প্রেমধর্ম্মের প্রচারক ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের আরাধ্য—একথা অনেকেই সাধারণভাবে জানেন। যাঁহারা আপনাদিগকে চৈতন্যদেবের অধস্তনসূত্রে চৈতন্যদেবের কথায় অবস্থিত বলিয়া মনে করেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার যথার্থ বিষয় অবগত নহেন, কিছু কিছু বিকৃতভাবে জানেন মাত্র, তাঁহারা মনে করেন,—চৈতন্যদেবের কথায় দার্শনিক বিষয়ের কিছু অভাব আছে।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে আমি ঘটনাক্রমে দিনাজপুরে ছিলাম। একজন ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ডেপুটী-ইন্সপেক্টর্-অব্-স্কুলস্‌কে চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে বিরুদ্ধভাব-সম্পন্ন দেখিলাম। তিনি শিক্ষিতাভিমানী ছিলেন। তাঁহার মতে, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' একই শ্রেণীর গ্রন্থ। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'বিদ্যাসুন্দরে হরিকথা কি আছে, দার্শনিক চরম-মীমাংসাই বা কি আছে?' তিনি বলিলেন,—'অতিশয়োক্তি-অলঙ্কারে ভূষিত চৈতন্য-মাহাত্ম্যপূর্ণ পয়ারী পুঁথি চরিত্রহীন ব্যক্তিগণেরই পাঠ্য।' বঙ্গদেশের এমনও একদিন গিয়াছে। আমরা শ্রীচৈতন্যদেব-সম্বন্ধে এইরূপ নানা কল্পিত-কথা বহু তথা-কথিত শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট শ্রবণ করিতে পাই। কিছুদিন পূর্ব্বে শুনিতাম,—চৈতন্যদেব অপেক্ষা

স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্যগণের উদারতা ও চরিত্র অধিকতর উন্নত। চৈতন্যদেব সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু গৃহমেধী স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্যগণ স্ব-স্ব-ভার্য্যার প্রতি অতিশয় প্রীতিবিশিষ্ট; সুতরাং তাঁহারা চৈতন্যদেব অপেক্ষাও অধিকতর উদার ও চরিত্রবন্ত। পূর্ব্বে আরও শুনিতাম যে, চৈতন্যদেব সমাজের একজন প্রধান অহিতকারী! বহু ব্যক্তিকে তিনি সংসার ছাড়াইয়াছেন, রাজ্য ও বিষয় ত্যাগ করাইয়া তাঁহার নিকট লইয়া গিয়াছেন, বহুলোকের স্ত্রী, পুত্র ও জননীকে কাঁদাইয়াছেন, বিভিন্ন বর্ণে উদ্ভূত, এমন কি, যবনকুলে আবির্ভূত ব্যক্তিগণের সহিত ব্যবহারাদি করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বহু সম্মান ও তাঁহাদিগের দ্বারা গুরুর কার্য্য করিয়াছেন, সুতরাং চৈতন্যদেব সমাজের একজন প্রধান অহিতকারী।

মানবজাতির দুর্দ্দশা ও তন্মোচনের উপায়

আবার. ভিন্নপথাবলম্বিগণ চৈতন্যদেবের কথা আলোচনা না করার ফলে—প্রকৃত চৈতন্যভক্তের নিকট নিরপেক্ষভাবে চৈতন্যদেবের কথা না শুনার ফলে, নানা-প্রকার মনোধর্ম্মের পন্থায় অনুরক্ত হইয়াছেন। চৈতন্য-দেবের বাণী কর্ণে না পৌঁছিবার ফলেই কতকগুলি লোক নানা-প্রকার নবীন কল্পিত কুপথে-বিপথে গমন করিয়াছেন ও করিতেছেন। প্রকৃত চৈতন্যানুগত ব্যক্তির প্রকৃষ্ট সঙ্গপ্রভাবে যদি শ্রীচৈতন্যদেবের কথা—শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কোনদিন তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত, তাহা হইলে এরূপভাবে অন্যপথে গমনপূর্ব্বক পরম-দুর্ভাগ্য-বরণ আমরা তাঁহাদিগের ভাগ্যে দেখিতে পাইতাম না। চৈতন্য-দেবের অপ্রকটের পর বিভিন্নধর্ম্মপন্থীর উদয় হইয়াছে ও হইতেছে। ঐসকল ধর্ম্মপন্থী মনে করেন,—চৈতন্যদেব অপেক্ষাও তাঁহাদের প্রতি জগতের বহির্ম্মুখ লোকের অধিক আদর হইবে; কারণ, তাঁহারা

লোকের মনোধর্ম্মের অনুকূল ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর সিদ্ধান্তদ্বারা লোকের চিত্ত রঞ্জন করিতে সমর্থ। কিন্তু একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবের কথাতেই জগতের বিভিন্নধর্ম্মস্রোতের পরস্পর বিবদমান ভাবসমূহ বিদূরিত হইতে পারে,— মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যদেবের অমন্দোদয়া দয়াতেই জগতে জীবের সর্ব্ববিধ অশুভ বিনষ্ট হইয়া পরশান্তি-লাভ হইতে পারে।

শ্রীচৈতন্যাশ্রিত ভাগবত-ধর্ম্ম ও মুমুক্ষা

কেহ কেহ মনে করেন,—যে ধর্ম্মে 'মুক্তিবাদ' স্বীকৃত হয় নাই, তাহা ভুক্তিবাদের অপরদিক্ মাত্র। কিন্তু ভুক্তি-মুক্তি জীবের চরম-লক্ষ্য হইতে পারে না। মুক্তি ভুক্তিরই অপর দিক্। 'ভুক্তি' ও 'মুক্তি' উভয়ই পিশাচী-সদৃশা; উভয়ই জীবকে আস্তিকতা হইতে বিচ্যুত করিয়া দেয়। ভগবদ্‌বিশ্বাসিগণ বা আস্তিকগণ কখনও ভুক্তি-মুক্তি-পিশাচীর শরণ গ্রহণ করেন না। ভগবদ্ভক্তগণ—মুক্ত; সুতরাং মুক্ত-পুরুষগণ কখনও মুক্তির জন্য লালায়িত নহেন। আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের আচরণে পরম-মুক্তজীবের কৃত্য ও চিন্তা-স্রোত দেখিতে পাই। আবার, শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশের মধ্যে বদ্ধজীবের কৃত্যও প্রাপ্ত হই, সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করিলে জানিতে পারা যাইবে যে, 'ভোগ' যে-প্রকার জীবাত্মা-বৈষ্ণবের অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার, 'মোক্ষ'ও সেইপ্রকার জীবাত্মা-বৈষ্ণবের অপ্রয়োজনীয় বস্তু। 'ভোগ' ও 'ত্যাগ' উভয়ই বর্জ্জনীয়। শ্রীভাগবত (১১।২০।৮) তাহাই বলিয়াছেন,—

"ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ"

অর্থাৎ যিনি অত্যন্ত নির্ব্বিণ্ণও (অতিবিরক্ত অর্থাৎ ফল্গুবৈরাগ্যাশ্রিতও) নহেন অথচ সংসারে অতিশয় আসক্তিযুক্তও নহেন, তাঁহার পক্ষেই 'ভক্তিযোগ' প্রেমফলদ হয় অর্থাৎ প্রেমভক্তি-সিদ্ধি দিয়া থাকেন।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে আমরা কেহ কেহ দুর্ভাগ্যক্রমে 'জড়-ভোগের প্রচারক' বলিয়া মনে করি। আমরা অনেকসময় বলি,—অবধূত নিত্যানন্দ জগতে বংশ রক্ষা অর্থাৎ গৃহব্রতধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিবার জন্যই দুই-দুইটী বিবাহ করিয়াছিলেন। কি পাষণ্ডিতা! সাক্ষাদ্বিষ্ণুবস্তুতে ভোগবুদ্ধি!!

অধোক্ষজ বস্তু স্বতন্ত্র ও স্বরাট্, জড়চেষ্টা-লভ্য নহেন

আমাদের নিকট অনেক-সময় আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মনে হয় যে, 'যাঁহাকে এসংসারে পাওয়া যায় না, সেই ভগবান্‌কে আবার 'সেবা' করিতে হইবে! আর, যাহাদিগকে দেখা যায়, হস্তদ্বারা স্পর্শ করা যায়, তাহাদের সঙ্গ করিবার আবশ্যকতা নাই!—এ কিরূপ!' কিন্তু মনের দ্বারা, ইন্দ্রিয়গ্রামের দ্বারা আমরা যাহা ভোগ করি, তাহা ত' অধোক্ষজ ভগবান্ নহেন। তবে কি 'জাড্যই' আমাদের লক্ষ্য? তাহাও নহে তাহা হইলে সেই অধোক্ষজ বস্তু কিরূপে লভ্য হন?—তাহার সদুত্তর শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুকে এই বাক্যে বলিয়াছেন,—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

দার্শনিক-পণ্ডিতগণ যাঁহাকে 'পরমার্থ' বা 'তত্ত্ব'-বস্তু বলেন, তাহা 'পরমার্থ' নহে,—ইহাই শ্রীচৈতন্যের বাণী। "তাতে ছয় দর্শন হৈতে 'তত্ত্ব' নাহি জানি। 'মহাজন' যেই কহে, সেই 'সত্য' মানি॥" (—চৈঃ চঃ, মধ্য, ২৫শ পঃ)। ভগবৎসেবায় উন্মুখতা হইলেই স্বয়ংপ্রকাশ ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা স্বতঃই আমাদের নিকট প্রকাশিত হন।

অধোক্ষজের সেবাই অকৈতব ভাগবত-ধর্ম্ম

শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্য (১।২।৬)—

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।"

মানবজ্ঞানোত্থ জগতিক ধর্ম্মসমূহের যদি একটী তালিকা যায় এবং সেই

তালিকা দেখিয়া যদি তাহাদের বিচারপ্রণালী ও সিদ্ধান্তের বিচার করা যায়, তাহা হইলে আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে, শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত 'সনাতন ধর্ম্ম' বা শ্রীচৈতন্যদেব-কথিত ধর্ম্ম ব্যতীত মানব জ্ঞানোত্থ অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মে কাল্পনিক চিত্র ও কৈতবই নিহিত আছে। ভাগবত-ধর্ম্ম বা শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত বিমল আত্মধর্ম্মই একমাত্র প্রোজ্ঝিত-কৈতব ও পরম-নির্ম্মৎসর পরমহংস সাধুগণের অনুমোদিত, আচরিত, সনাতন শ্রৌত-ধর্ম্ম। আজকাল যে-সকল ধর্ম্মের কথা প্রচলিত আছে, তাহা মানব-কল্পিত বা মানব-মনঃ-সৃষ্ট মনোধর্ম্ম-মাত্র ; কোনটী-ই আত্ম-ধর্ম্ম নহে ; (চৈঃ চঃ মধ্য ২৫পঃ)—

"চৈতন্য-গোসাঞি যেই কহে, সেই ত' সার।
আর যত মত. সেইসব ছার-খার ॥"

অধোক্ষজের চিদ্‌বিলাস ও পৌত্তলিকতা এক নহে

পরমপুরুষ ভগবান্ কিপ্রকার নাম, রূপ, গুণ, লীলা-বিশিষ্ট, তাহা যাঁহারা কল্পনা করিতে সচেষ্ট হন, তাঁহাদের চেষ্টা—দাম্ভিকতা-মাত্র। তাহাদের কাল্পনিক ব্যাপারসমূহ এবং অধোক্ষজ ভগবানের রূপ, গুণ ও লীলা 'এক' হইতে পারে না ;—ঈশ্বর আমার 'খানা-বাড়ীর রায়ত' নহেন যে, আমি আমার মনোধর্ম্মের ছাঁচে তাঁহার বাস্তব স্বরূপ গড়িয়া লইতে পারিব অথবা আমি আমার মনোধর্ম্ম-বলে আমার মনের রুচির অনুকূলে আমার জড়েন্দ্রিয় ভোগ্য যে কিছু রূপ সৃষ্টি করিব বা গড়িয়া তুলিব, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া তাহাই হইতে হইবে! যাঁহারা স্বয়ংপ্রকাশ-ভগবানের বাস্তব-স্বরূপে বিশ্বাস করেন না, তাঁহারাই ঐরূপ মনোধর্ম্মের পক্ষপাতী। গণিত-শাস্ত্রের তূরীয়-তত্ত্বের কথা আমরা জানি না। মানবজ্ঞান যে জড়ীয় 'সাকার' 'নিরাকার' কল্পনা করিতেছে, তাহা ভগবানের বাস্তব-স্বরূপের

সহিত 'এক' নহে। বৈকুণ্ঠের সমতলে কুণ্ঠ-ধর্ম্ম নাই; কিন্তু বৈকুণ্ঠের হেয়-প্রতিফলন-রূপ এই প্রপঞ্চে সর্ব্বত্র কুণ্ঠ-ধর্ম্ম আছে।

ভক্তিবৃত্তির স্থান ও পাত্র-পরিচয়

ইহ-জগতের চিন্তা-স্রোত নির্ব্বিশেষ-ধারণা-পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া শেষ হইয়া থাকে। কিন্তু মহাপ্রভু রূপপ্রভুকে শিক্ষা দিলেন, (চৈঃ চঃ মধ্য ১৯ শ পঃ)—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তি-লতা-বীজ॥
মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
'বিরজা', 'ব্রহ্মলোক' ভেদি' 'পরব্যোম' পায়॥
তবে যায় তদুপরি 'গোলোক-বৃন্দাবন'।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥"

"কারণ" ও "তুরীয়"

'বিরজা'-অর্থে যে-স্থানে ত্রিকালের কথা সমন্বিত বা সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত (neutralised) হইয়াছে। পরব্যোমই লক্ষ্মীপতি-নারায়ণের ঐশ্বর্য্যধাম; বাসুদেবাদি তুরীয়-ব্যূহ-রূপে সেই সেব্য-বস্তুতে বিরাজমান। এই স্থানে গৌরব-সখ্য পর্য্যন্ত রস বর্ত্তমান। জড়ের 'বাবা-মা'র নিকট হইতে কৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করেন নাই,—কৃষ্ণ হইতে তাঁহার বাবা-মা প্রকটিত। কৃষ্ণই সর্ব্বকারণ-কারণ মূল-পুরুষ।

গৌরবময়ী বৈধপূজা ও বিশ্রম্ভময়ী রাগ সেবার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য

নারায়ণ-পূজা ও শ্রীকৃষ্ণের সেবা-প্রণালী একজাতীয় নহে। কৃষ্ণ গোপ-বালকের বিশ্রম্ভসখ্য-প্রেম আস্বাদন করিবার লোভ সম্বরণ করিতে

না পারিয়া পাল্যরূপে কখনও সখাগণকে স্কন্ধে বহন ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ভগবানের প্রেম-সেবা কেবলমাত্র পূজ্য-পূজক-বুদ্ধিতেই আবদ্ধ নহে। বিশ্রম্ভসখ্য ও বৎসল-রসের সেবা-প্রণালী অর্চ্চনমার্গের অর্চ্চকগণের বোধগম্য নহে। কান্তাগণের কথা, কান্তাগণের মধ্যে আবার সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি বৃষভানুনন্দিনীর কথা আরও চমৎকারময়ী। কান্তাগণ কৃষ্ণের বংশীধ্বনির আহ্বান-শ্রবণে আত্মবিস্মৃত হইয়া কৃষ্ণসমীপে ছুটিলেন—কোনও দিকে দৃষ্টিপাত নাই,—ঘরের সমস্ত কাজ পড়িয়া থাকিল,—যেমন অবস্থায় ছিলেন, ঠিক তেমন অবস্থায়ই উন্মাদিনী হইয়া কৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে ছুটিলেন (ভাঃ ১০।২৯।৪-৮)—

কৃষ্ণবংশীধ্বনি-শ্রবণে গোপীগণের অবস্থা-বর্ণন

"নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোঽন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ॥
দুহন্ত্যোঽভিযযুঃ কাশ্চিদ্দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ।
পয়োঽধিশ্রিত্য সংযাবমনুদ্বাস্যাপরা যযুঃ॥
পরিবেষয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ।
শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদশ্নন্ত্যোঽপাস্য ভোজনম্॥
লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ॥
তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ॥"

[সেই গোপনারীগণের চিত্ত পূর্ব্ব হইতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত ছিল। সম্প্রতি কৃষ্ণের কামোদ্দীপক-বংশীসঙ্গীত-শ্রবণে, গোপবধূগণ পরস্পরের অগোচরে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ যেস্থানে আছেন, যত্নপূর্ব্বক তথায়

গমন করিলেন। গমনকালে বেগে তাঁহাদের কর্ণভূষণ কুণ্ডলগুলি দুলিতেছিল, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দুগ্ধ দোহন করিতেছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণগীত-শ্রবণে নিজ-কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ঔৎসুক্যভরে যাত্রা করিলেন, কেহ কেহ চুল্লীর উপরিস্থিত দুগ্ধপাত্র বা গোধূম-কণের অন্ন না নামাইয়াই গমন করিতে লাগিলেন; কেহ কেহ পরিবেশন, কেহ বা শিশুকে স্তন্য প্রদান, কেহ বা পতির শুশ্রূষা, কেহ বা ভোজন, কেহ বা অঙ্গরাগ সম্পাদন, কেহ শরীর মার্জ্জন এবং কেহ বা লোচনযুগলে অঞ্জন প্রদান করিতেছিলেন। তাঁহারা তৎকালে নিজ নিজ কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়াই ব্যতিব্যস্ত হইয়া বিপরীতভাবে বসন-ভূষণাদি পরিধানপূর্ব্বক কৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পতি, পিতা, ভ্রাতা এবং বন্ধুগণ তাঁহাদিগকে বহু নিষেধ করিতে থাকিলেও তাঁহারা নিবৃত্ত হইলেন না; কারণ, তাঁহাদের চিত্ত গোবিন্দে আকৃষ্ট হওয়ায় তাঁহারা মোহিত হইয়াছিলেন।]

সেবা ও ভোগের প্রভেদ

আমাদের আত্মবৃত্তি যদি পরিস্ফুট হয়, তবেই আমরা ব্রজের কান্তা, ব্রজের পিতা-মাতা ও ব্রজের সখাগণের আনুগত্যে কৃষ্ণসেবায় অধিকার পাইব।

এইসকল বাণী—অধোক্ষজ-বস্তুর সেবার কথা। কৃষ্ণকে 'সেবা' করিতে হইবে, কিন্তু কৃষ্ণে 'ভোগবুদ্ধি' করিতে হইবে না। 'ভোগবুদ্ধি' কিছু 'সেবা' নহে;—প্রাকৃত-সহজিয়ার 'কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি' কিছু 'অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবা' নহে। ইন্দ্রিয়-দ্বারা অধোক্ষজ-কৃষ্ণকে ভোগ করা যায় না; এই-জন্যই বলা হইয়াছে যে,'জড়েন্দ্রিয়দ্বারা তাঁহাকে সেবা করা যায় না'। কৃষ্ণের 'সেবা' কখনও জীবের ভোগ্য-ব্যাপার নহে। জড়-ভোগী মানব-জাতি শ্রীচৈতন্যদেবের কথা বুঝিতে না পারিয়া ভগবান্‌কে দিয়া নিজেদের ভোগ-

বৃত্তি চরিতার্থ করিবার বুদ্ধি করিতেছে। নিজেন্দ্রিয়-প্রীতি-সাধনের নামই কাম-ভোগ ; (চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পঃ)—

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম ॥"

কর্ম্মী ও জ্ঞানীর দশা ও ক্রিয়া

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় গাহিয়াছেন,—

কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞান কাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
'অমৃত' বলিয়া যেবা খায়।
নানা-যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তা'র জন্ম অধঃপাতে যায় ॥
রাধাকৃষ্ণে নাহি রতি, অন্য-দেবে বলে' 'পতি',
প্রেমভক্তি কিছু নাহি জানে।
নাহি ভক্তির সন্ধান, ভরমে করয়ে ধ্যান,
বৃথা তার সে ছার জীবনে ॥
জ্ঞান-কর্ম্ম করে লোক, নাহি জানে ভক্তিযোগ,
নানা মতে হইয়া অজ্ঞান।
তা'র কথা নাহি শুনি, পরমার্থতত্ত্ব জানি,
প্রেম-ভক্তি ভক্তগণ-প্রাণ ॥

কর্ম্মকাণ্ড বা জ্ঞানকাণ্ড নিরত ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যদেবের কথা বুঝিতে না পারিয়া, হয় তাঁহার নিন্দাবাদ করিবে, নয় তাহাদের মনোধর্ম্মের কথার সহিত ভক্তিকথার সামান্য-বুদ্ধি করিবে। কিন্তু চৈঃ চঃ অন্ত্য ৮ম পঃ আমরা জানিতে পারি,—

"শুষ্ক-ব্রহ্মে নাহি থাকে কৃষ্ণের সম্বন্ধ।
সর্ব্ব-লোক নিন্দা করে, নিন্দাতে নির্ব্বন্ধ ॥"

কর্ম্ম-জ্ঞানে অনাবৃতা ভক্তির ফলে প্রেমের পরিচয়

কর্ম্ম বা জ্ঞানকাণ্ডে আত্মবৃত্তির উন্মেষ হইতে পারে না,—উহাদের মধ্যে মনোধর্ম্মেরই প্রাবল্য। কর্ম্মকাণ্ডে প্রাকৃতপ্রবৃত্তিরই তাণ্ডবনৃত্য আত্ম-প্রতীতিবিশিষ্ট ব্যক্তিই শ্রীহরির সেবা করেন। যখন আমাদের বাহ্য-জ্ঞান বিলুপ্ত হইবে,তখন আমাদের নির্ম্মলা অস্মিতা-দ্বারা আমরা ভগবানের সেবা-বৈচিত্র্য উপলব্ধি ও প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচন-দ্বারা অধোক্ষজ শ্রীশ্যামসুন্দরের অপ্রাকৃত রূপ দর্শন করিয়া আর শ্যামসুন্দরের নিত্যসেবা ছাড়িব না,—আরও নব-নবায়মানভাবে সেবা করিতে থাকিব।

ফল্গু বৈরাগ্যের দুর্গতি

অনেক সময় আমাদের মনে হয়,—"দূর্ ছাই! ভগবানের সুখ হইলে আমার কি হইবে? 'সেবা'-শব্দে যখন কেবল ভগবানের সুখ-সন্ধান মাত্র, তখন ওসব ছাড়িয়া দিয়া ধ্যান-ধারণা-দ্বারা আত্ম-সুখানুসন্ধানই ভাল; ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া গেলেই আমাদের সকল দুঃখ থামিয়া যাইবে।" আমরা অনেক-সময় এইরূপ আত্মবিনাশকেই নিজের 'মঙ্গল' বলিয়া বরণ করিতে গিয়া নির্ব্বেদ-জ্ঞানী হইয়া পড়ি। যদি কোন ব্যক্তির কোন অঙ্গে স্ফোটক হয় এবং ডাক্তার যদি তাহার গলায় ছুরি দিয়া বধ সাধনপূর্ব্বক স্ফোটকের যন্ত্রণা হইতে চিরনিষ্কৃতি দিবার পরামর্শ দেন, তাহা হইলে এরূপ কার্য্য পণ্ডিতাভিমানী কোনও কোনও অবিবেচক-সম্প্রদায়ে বহুমানিত হইলেও মূর্খতারই জ্ঞাপক। অসুরমোহনকল্পে বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধ বা শঙ্করাবতার আচার্য্য-শঙ্কর এইরূপ আত্ম-বিনাশের দ্বারা আত্যন্তিকদুঃখ-নিবৃত্তির কথা জগতে প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু অমন্দোদয়-দয়া-বিতরণকারী মহাবদান্য ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর সেই-প্রকার বিচারহীনতার কথা বলেন নাই।

অসংখ্য কর্ম্মী ও জ্ঞানী অপেক্ষা বিষ্ণুর অর্চ্চক একজন কনিষ্ঠাধিকারীর উৎকর্ষ

শ্রীমূর্ত্তির সেবা, বৈষ্ণবের সেবা, শ্রীনামের সেবা-দ্বারাই জীবের পরম-মঙ্গল সাধিত হয়। শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন যে, যাঁহার সেবোন্মুখ জিহ্বায় একবার-মাত্র শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তিত হন, তিনিই—"শ্রেষ্ঠ সবাকার"। দেবীধামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যকর্ম্মী ও জ্ঞানী অপেক্ষাও শ্রীবিষ্ণুর নামাত্মক মন্ত্রে শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনকারী কনিষ্ঠ-ভক্ত শ্রেষ্ঠ ; যেহেতু কর্ম্মী বা জ্ঞানীর —তিনি যত-বড়ই শ্রেষ্ঠ হউন না কেন—বাস্তব-বস্তু শ্রীবিষ্ণুর নিত্য-সেব্যত্বে বিশ্বাস নাই, সুতরাং মুখে বেদ মানিলেও তাঁহারা প্রকৃত-পক্ষে 'নাস্তিক' ; আর বিষ্ণুর অর্চ্চক—অপ্রাকৃত ভজনরাজ্যে তাঁহার যতটুকুই মহিমা থাকুক না কেন—অন্ততঃ শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চার বাস্তব-সত্য-বিগ্রহত্ব শ্রীগুরুমুখে শুনিয়া তাঁহাতে শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট। শ্রীবিগ্রহের-অর্চ্চনকারী একজন কনিষ্ঠ-বৈষ্ণব শ্রীবিগ্রহের কাছে যে ঘণ্টা বাদন করেন,সেই ঘণ্টার একটীবার বাদনের সহিত সহস্র-সহস্র কর্ম্মবীরের অসংখ্য হাসপাতাল, দরিদ্রসেবা, সেবাশ্রম, বিপুল কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান-ঘটা এবং নির্ব্বেদজ্ঞান-বীরের বেদ-বেদান্তানুশীলন,ধ্যান,কৃচ্ছ্র তপো-যোগ-সাধন—অতীব নগণ্য। ইহা সাম্প্রদায়িকতা-বশে অতিশয়োক্তি নহে,ইহা বাস্তব-সত্যকথা। বাস্তব-সত্যে বিশ্বাসরহিত নাস্তিকগণ বঞ্চিত হইয়া এইসকল সার কথার মর্ম্মার্থ কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। তাই তাঁহারা কখনও প্রকাশ্য-ভাবে ভক্তিনিন্দক, কখনও বা প্রচ্ছন্ন-নিন্দক সমন্বয়বাদী হইয়া পড়েন।

শ্রীভক্তিবিনোদের গৌরমনোঽভীষ্ট-প্রচার

'শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত কৃষ্ণ, কার্ষ্ণ ও শ্রীনামের সেবার কথাই বাঙ্গালা, ইংরেজী, সংস্কৃত প্রভৃতি বহু-ভাষার

জগতে জানাইয়াছেন। গত আড়াই শত বা তিন শত বৎসরের গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতের ইতিহাস—হরিসেবার নামে জড়েন্দ্রিয়-পরায়ণতা। দুই-একটী ভজনানন্দী বৈষ্ণব নিজে-নিজে ভজন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বা শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ-প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ গ্রন্থরাশির মধ্যে শুদ্ধভক্তির কথা লিখিয়া রাখিয়া বৈষ্ণব-জগতের প্রভূত কল্যাণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বসাধারণ্যে শুদ্ধভক্তিকথার প্রচার সেরূপ প্রচুরভাবে দেখা যায় নাই। শ্রীমদ্‌ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দরের মহাবদান্যতার কথা সর্ব্বসাধারণ্যে প্রচার করিবার জন্য বিশেষ উৎসাহান্বিত ও যত্নবান্‌ ছিলেন। আমার গুরুবর্গ—যাঁহারা এস্থানে এক্ষণে উপস্থিত আছেন—তাঁহারা সকলেই কায়মনোবাক্যে শ্রীচৈতন্য দেবের মনোঽভীষ্টের কথা প্রচার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা নিশ্চয়ই পাইবেন।

অপ্রাকৃত-সহজ-ধর্ম্ম ও প্রাকৃত-সহজ-ধর্ম্ম

স্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর

সময়—১০ই ফাল্গুন, ১৩৩১, শুক্রবার, সায়ংকাল

কৃষ্ণসেবা-বিরুদ্ধ অর্ব্বাক্‌মূলক প্রয়াস

ব্রজেন্দ্রনন্দনই একমাত্র কামদেব। সেই কামদেবের কাম-পরিতৃপ্তির জন্যই অসংখ্য আশ্রয়-জাতীয় বিচিত্রতার নিত্যপ্রকাশ আছে। সেবা-বুদ্ধি অপগত হইলেই জীবের অদ্বয়জ্ঞানের বিস্মৃতিক্রমে জড়দ্বৈত-বুদ্ধি আসে। তখন জীব "হাম্ খোদা" বুদ্ধি করিয়া কখনও 'অহং ব্রহ্মাস্মি'র ভ্রান্ত ধারণায় নির্ব্বিশেষ-নির্ভেদ-ব্রহ্মবাদী হন, কখনও বা ভোগি-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া নারায়ণের ন্যায় ঐশ্বর্য্য-ভোগের দুরাশা করিয়া থাকেন। সেবা-বিস্মৃত বিমুখ বদ্ধজীব কখনও 'বাউল', 'কর্ত্তাভজা', 'নেড়া', 'সহজিয়া', 'অতিবাড়ী', 'চূড়াধারী', অভিমান করিয়া নিজকে 'কৃষ্ণ' ও প্রাকৃত স্ত্রীলোকদিগকে 'গোপী' কল্পনা অর্থাৎ নিজ-ভোগ্যা জ্ঞান করেন; কখনও কৃষ্ণকে সেবা করিবার পরিবর্ত্তে নিজেই 'সেব্য' সাজিয়া বসেন; কখনও 'গৌরনাগরী' সাজিয়া গৌরাঙ্গের প্রতি ভোগ-বুদ্ধি করেন; আবার কখনও অদৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালনে নিযুক্ত হন, তখন স্ত্রীর মনোরঞ্জন করাই তাঁহার প্রধান ধর্ম্ম হইয়া পড়ে এবং তখন "আমি সৃষ্টিরক্ষা না করিলে, কিরূপেই বা সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি-রক্ষা হইবে?"—এইরূপ বিচার আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করে; কখনও বা পতি-লোক পাইবার জন্য গঙ্গাসাগরে স্নান করিতে দৌড়ান; কখনও বা গাভী দান, অর্থ দান বা বস্ত্র দান করেন; কখনও বা তীর্থ যাত্রা করেন, নানাবিধ কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রত আচরণ করেন, আবার কখনও বা পতঞ্জলির আশ্রয় গ্রহণ করেন; কখনও নিজকে 'অমুক্ত' অভিমান করিয়া 'মুক্ত' হইবার জন্য ধ্যান-ধারণা করিয়া থাকেন। অপ্রাকৃত কামদেবের কামপূর্ত্তিরূপ

ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু-সম্প্রদায়ের খাতায় নাম লেখাইয়া আমরা এইরূপ নানাবিধ অসৎ চেষ্টা করিয়া থাকি। আবার, কখনও বা লোককে বঞ্চনা করিবার জন্য "আমি বুভুক্ষু বা মুমুক্ষু-সম্প্রদায়ের কেহ নহি, আমি পরম ভক্ত"—এইরূপ প্রচার করিয়া জগতে কনক-কামিনী বা প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা আহরণ করিবার জন্য কপটভক্তের পোষাকে 'ভগবান্' সাজিতে চাই।

কর্ম্মজ্ঞানাজ্ঞনাবৃতা শুদ্ধা কৃষ্ণসেবার মহিমা মধুর

সাধুগণ বলেন,—বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা-রূপা পিশাচীদ্বয়ের মনোমোহনকর বেষে লুব্ধ হইয়া উহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে যাইও না। অনিত্য 'পচা-পতি'র জন্য আমাদের গঙ্গাসাগরে স্নান বৃথা। একমাত্র পরমপতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নখশোভা যদি আমাদের হৃদয়-দেশ আলোকিত করে—যদি এমনই সৌভাগ্য হয়—তাহা হইলে আমরা কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের কিঙ্করী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে সকল কার্য্য ফেলিয়া রাস-স্থলীতে দৌড়াইয়া যাইব। তথায় যাইবার সময় আমাদের প্রাকৃত পুরুষদেহ বা স্ত্রীদেহ পঞ্চভূতে মিলিত হইবে। সখীভেকী যেরূপ কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধিক্রমে প্রাকৃত পুরুষদেহকে 'সখী' সাজাইয়া আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা করেন, কৃষ্ণচন্দ্রের নখশোভার ছটা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে সেরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হয় না। দণ্ডকারণ্যবাসী ষষ্টিসহস্র ঋষি রামচন্দ্রের শোভায় মুগ্ধ হন; পরে পুরুষদেহত্যাগান্তে তাঁহারা অপ্রাকৃত গোপীগৃহে জন্ম গ্রহণ করেন

গোপীর আনুগত্যে কৃষ্ণভজনার্থ সকলকে উপদেশ

হে নিজমঙ্গলাকাঙ্ক্ষি ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা কৃত্রিমতা পরিত্যাগ করুন,—কৃত্রিম ভেকধারণ, কৃত্রিম ভাবুকতা, কৃত্রিম ভক্তি বা মিছাভক্তি, স্ত্রী-পূজা ও স্ত্রৈণভাব পরিত্যাগ করুন। শ্রীমতী রাধারাণীর নিত্য-দাস্যে, শ্রীরূপমঞ্জরীর নিত্য-কৈঙ্কর্য্যে আত্মনিক্ষেপ করুন। শ্রীবৃষভানুনন্দিনী

যে-প্রকার হরিসেবা করেন, তাঁহার অনুচরীবৃন্দ সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে যে-প্রকার কৃষ্ণসেবা করেন, অষ্টসখী-পরিবৃতা বৃষভানু-নন্দিনীর যে-প্রকার সেবায় মঞ্জরীগণ সতত নিযুক্তা, সেইপ্রকার কৃষ্ণসেবায়—কামিনীরূপে অপ্রাকৃত কামদেবের কাম-তর্পণ-চেষ্টায়—নিযুক্ত হউন।

কৃষ্ণই সকলের একমাত্র চিন্ময় নিত্যপতি

রুদ্রাণী, ব্রহ্মাণী, ইন্দ্রাণী, বরুণানী, স্বাহা, তারা, উর্ব্বশী, ভারতী প্রভৃতি প্রকৃতিগণ যখন বাহ্যবিচারে মুগ্ধা, তখন তাঁহাদের বিচার,—"আমার নশ্বর পতির নাম রুদ্র, ব্রহ্মা, ইন্দ্র বা অমুক দেবতা, কি অমুক মনুষ্য।" কিন্তু হরিসেবোন্মুখ হইলে তাঁহারাও বুঝিতে পারেন যে, শ্রীহরিই একমাত্র পতি, শ্রীমতী রাধারাণীই কৃষ্ণের প্রিয়তমা, সেই শ্রীমতী ও শ্রীমতীর অনুচরীবৃন্দের কৈঙ্কর্য্যই যথার্থ নিত্যপতি কৃষ্ণসেবা।

সর্ব্বস্বদ্বারা কৃষ্ণসেবাই প্রকৃত মুক্তি বা শ্রেয়ঃ, তদন্যথা বন্ধন

যাঁহার যাহা আছে, তিনি যদি তাঁহার সমস্তই ভগবানে অর্পণ করেন, তবেই তিনি 'মুক্ত'। সর্ব্বস্বার্পণে কার্পণ্যই 'বদ্ধতা' বা 'হরিবিমুখতা'।

তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব॥
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব।
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা তা'তে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব।

কৃষ্ণের ন্যায় ভোক্তৃপুরুষাভিমানে যোষিদ্‌ভোগের চেষ্টা নিষিদ্ধ

ঝড়ুঠাকুর নশ্বরপত্নীতে পত্নী-বুদ্ধি না করিয়া তাঁহাকে দিয়া হরিভজন করাইয়াছিলেন। বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণির কথা সকলেই

জানেন। চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলকে বলিয়াছিলেন,—"তুমি যদি আমার রক্তমাংসের প্রতি এরূপ আসক্ত না হইয়া ভগবানের প্রতি এরূপ আসক্ত হইতে,— প্রাকৃতবস্তুতে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া যদি ঐচেষ্টা অপ্রাকৃত কামদেবে নিহিত করিতে, তাহা হইলে তোমার কতই না মঙ্গল হইত!" বিল্বমঙ্গলের প্রতি চিন্তামণির এই অমূল্য উপদেশের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমাদের প্রত্যেকেরই পুরুষ বা ভোক্তা এবং স্ত্রী বা প্রাকৃত-যোষার অভিমান ত্যাগ করা উচিত। বিল্বমঙ্গলের প্রাকৃত চিন্তামণিতে আসক্তি বা যোষা বুদ্ধি বিদূরিত হইয়া যখন অপ্রাকৃত চিন্তামণিতে সেবা-বুদ্ধির উদয় হইল, তখনই ভগবান্ অপ্রাকৃত-চিন্তামণিরূপে বিল্বমঙ্গলের নিকট প্রকটিত হইলেন। 'কৃষ্ণকে ভোগ করিব'—কি দুরাশা! ভোক্তা কৃষ্ণ ত' ভোগের বস্তু ন'ন অথবা তিনি ত' 'নাগর গৌরাঙ্গ' ন'ন যে, তাঁহাকে কেহ ভোগ করিতে সমর্থ হইবে! জীবের ঐরূপ দুর্বুদ্ধি—হরিবিমুখতারই পরাকাষ্ঠা। সোমগিরি গুরুরূপে উদিত হইয়া শিহ্লন-মিশ্রের বাহ্যপ্রবৃত্তি অর্থাৎ কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি দূরীভূত করিয়া দিলেন; মিশ্রের নাম হইল—'বিল্বমঙ্গল'।

কনকের দ্বারা—সর্ব্বস্বদ্বারা—কৃষ্ণসেবনই বিধেয়

কামিনীকে যেরূপ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে কনকের দ্বারাও তদ্রূপ কৃষ্ণসেবাই করিতে হইবে। কনকের দ্বারা সংসার ভোগ করিতে হইবে না বা জড়-প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিবার বাসনায় ফল্গুত্যাগেরও চেষ্টা করিতে হইবে না। কনককে জড় ভোগোপকরণ 'যোষা' বা 'প্রাকৃত' বুদ্ধি না করিয়া 'চিন্ময়বুদ্ধিতে কৃষ্ণসেবোপকরণ করিয়া লও। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—যে কনকদ্বারা হরিভজন সম্পাদিত হয়, তাহা ব্রহ্মজাতীয় অপ্রাকৃত কনক; সেই চিন্ময় কনকই হরিভজনের সাহায্য করে, হরিজন-সেবার আনুকূল্য বিধান করে। হরিসেবার অনুকূল বস্তু-

সমূহকে প্রাপঞ্চিকজ্ঞানে পরিত্যাগ করা ফল্গুবৈরাগ্য বা জড়-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কি? সকলেরই সর্ব্বস্ব কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত কর। সাবধান! 'হরিসেবা'র নাম করিয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার আশা এবং লাভ-পূজা-কুটিনাটী নিষিদ্ধাচারের আশ্রয় গ্রহণ করিও না। ঐরূপ চেষ্টা হরিবিমুখতা ছাড়া আর কিছুই নহে। হরিসেবোন্মুখ জীবন্মুক্ত পুরুষ যথা-সর্ব্বস্ব দিয়া নিরন্তর হরিসেবা করেন। যিনি কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা-যুক্ত, তিনিই 'মুক্ত'।

সম্পূর্ণ অনর্থমুক্ত হইয়া ঐশ্বর্য্যবিধিগন্ধলেশহীন রাগপথে গোপীর পাল্যরূপে শ্রীরাধা-গোবিন্দ-সেবনার্থ উপদেশ

শ্রীজয়দেবের রচিত অষ্টাধ্যায়ী বা শ্রীগীতগোবিন্দ, শ্রীল রাম-রায়ের জগন্নাথবল্লভ, শ্রীল রূপের বিদগ্ধমাধব, শ্রীচণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলী, শ্রীল প্রবোধানন্দপাদের রাধারসসুধানিধি, শ্রীল রঘুনাথের বিলাপ-কুসুমাঞ্জলী, শ্রীল কবিরাজের গোবিন্দলীলামৃত, শ্রীল চক্রবর্ত্তীর কৃষ্ণ-ভাবনামৃত, আপনারা তখন পাঠ করিতে পারিবেন—তখন ঐসকল গ্রন্থের অপ্রাকৃত মধুর-রসের কথায় আপনাদের অধিকার জন্মিবে, যখন বাহ্যজগতের ভোগপ্রধান চিন্তা-স্রোতের কবল হইতে আপনারা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারিবেন। ঐ সৌভাগ্য-ভাণ্ডার আপনাদের জন্যই উন্মুক্ত রহিয়াছে—আপনারাই উহার যথার্থ উত্তরাধিকারী হইবেন। নিষ্কপটভাবে কৃষ্ণসেবোন্মুখ হইলে, পাঁচপ্রকারের মধ্যে কোন একটী নিত্যসিদ্ধ-স্বরূপগত-রসে আপনাদের স্ব-স্ব-অধিকার উন্মুক্ত হইবে। 'মুক্ত' না হইলে কৃষ্ণসেবায় কাহারও অধিকার হয় না। কৃষ্ণ—একমাত্র রাধারাণীর বস্তু। রাধারাণীর সেবা-ব্যতীত কখনও কৃষ্ণসেবায় অধিকার লাভ হইতে পারে না মধুর-রসে স্বাভাবিক-নিত্যরুচি-বিশিষ্ট রাধারাণীর পাল্য-দাসীর নিত্যকিঙ্করী হইবার জন্য ব্যাকুল হউন,—এই পর্য্যন্ত আমার কথা

পুষ্টিমার্গ

স্থান—কলিকাতা ক্লাইভ-ষ্ট্রীটের পুষ্টিমার্গীয় বৈষ্ণব-সভা, মধ্যমপ্রস্ত রাজাবাবু দামোদরদাস বর্ম্মণের প্রাসাদ

সময়—১১ই চৈত্র, ১৩৩১

(পুষ্টিমার্গীয় বৈষ্ণব সঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশনোপলক্ষে)

পুষ্টিমার্গীয় ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মিলনের প্রাক্তন ইতিহাস

পুষ্টিমার্গীয়-সভার সভাপতি মহোদয় ও সমাগত বৈষ্ণববৃন্দ! বড়ই আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, শ্রীপুষ্টিমার্গীয় বৈষ্ণবসঙ্ঘ আমাদিগকে কিছু হরিকথা কীর্ত্তন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। পুষ্টিমার্গীয় বৈষ্ণব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সঙ্গে মিলন—বড়ই আনন্দের বিষয়, কিন্তু ইহা নূতন নয়। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু যখন প্রয়াগধামে শুভ বিজয় করিয়াছিলেন, তখন শ্রীবল্লভাচার্য্য আড়াইল-গ্রামে বাস করিতেছিলেন। তিনি গৌরপার্ষদ শ্রীরূপের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিজ-গৃহে লইয়া গিয়া সবংশে মহাপ্রভুর সমাদর করিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ পঃ)। আজ আবার চারিশত বৎসর পরে, আপনারা এইসকল গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে পুষ্টিমার্গীয় বৈষ্ণবসঙ্ঘের গৃহে আহ্বান করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। শ্রীবল্লভাচার্য্যের পুত্রদ্বয় গোপীনাথ ও বিঠ্ঠল-দেবও শ্রীরূপ-গোস্বামিপ্রভুর নিকট হরিকথা-শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীলোকনাথ, শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীরঘুনাথভট্ট, শ্রীজীব গোস্বামিগণও মথুরায় বিঠ্ঠল-গৃহে গোপাল বিগ্রহ দর্শন করিতে আসিতেন। শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীমন্মহা-প্রভুর সহিত শ্রীবল্লভাচার্য্যের সাক্ষাৎকার ও শ্রীবল্লভাচার্য্যের প্রতি

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশের কথা আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে দেখিতে পাই।

বৈধ বা মর্য্যাদা-পথ ও রাগানুগ বা পুষ্টিমার্গ

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীল রূপ-গোস্বামিপ্রভু শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু গ্রন্থে 'বৈধী' ও 'রাগানুগা'-নামে দুইপ্রকার সাধন-ভক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। শাস্ত্রশাসনাদি বিধি-বিচার-ভয়ে পূজার নাম—শ্রীবল্লভাচার্য্যের ভাষায়—'মর্য্যাদামার্গ' অথবা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের ভাষায় 'বৈধমার্গ' এবং রাগাত্মিক-ব্রজবাসি-জনের অনুগত হইয়া সেবাই—'রাগানুগা ভক্তি' শ্রীবল্লভাচার্য্যের 'পুষ্টিমার্গ'—উক্ত রাগানুগ-পথেরই একপ্রকার বিচার-প্রণালী। বৈধমার্গে শান্ত, দাস্য ও গৌরবসখ্যার্দ্ধ—এই আড়াই-প্রকার রসের উল্লেখ আছে। অনুরাগ-পথ অবৈধ না হইলেও বিধিমার্গের ঐশ্বর্য্য-রসের অন্তর্গত ব্যাপার নহে; উহা সেবারাজ্যের অত্যুচ্চতম শিখরে অবস্থিত। অধিকন্তু, তাহাতে বিশ্রম্ভসখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—আরও আড়াইপ্রকার রস—অধিক বর্ত্তমান। শ্রীরূপ-গোস্বামিপ্রভৃতিই বল্লভ-তনয় শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথকে বালগোপাল ও কিশোরগোপালের-সেবায় অধিকারী করেন। 'বল্লভদিগ্বিজয়'-গ্রন্থে এ-সকল কথা সুষ্ঠুভাবে বর্ণিত না হইলেও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এ-সকল কথা বর্ণিত আছে

শ্রীবল্লভাচার্য্যকর্ত্তৃক বৈষ্ণবজগতের উপকার

শ্রীবল্লভাচার্য্যজী মহারাজ বৈষ্ণবজগতের যে একটী বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য বিশ্ববাসী সকল-বৈষ্ণবই তাঁহার নিকট ঋণী। তিনি মায়াবাদ-বিচারের যুক্তিসমূহ সম্যক্‌রূপে খণ্ডন করিয়াছেন;—ব্রহ্মসূত্রের তৎ-কৃত 'অনুভাষ্যই' উহার সাক্ষ্যস্থল। নিত্য বিষ্ণূপাসনা-পথের পরমবিরোধি-বিচারই—নির্ভিন্ন-ব্রহ্মবাদ। শ্রীবল্লভাচার্য্যের পরে

শ্রীপুরুষোত্তমজী মহারাজ 'অনুভাষ্যে'র টীকায় বল্লভাচার্য্যের মায়াবাদ-খণ্ডনসিদ্ধান্ত আরও সুষ্ঠুরূপে প্রচার করিয়াছেন। 'বাদাবলী'-নামক সংগ্রহগ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, শ্রীপুরুষোত্তমজী মহারাজ স্বনামপ্রসিদ্ধ অপ্যয়-দীক্ষিত-নামক মায়াবাদী বৈদান্তিক মহা-পণ্ডিতকে ভগবদুপাসনায় নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীবল্লভাচার্য্যের অধস্তন সম্প্রদায়ের অনেকেই মায়াবাদ-নিরসনের জন্য যত্ন করিয়াছেন।

রাগমার্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিমা

যাঁহারা ক্ষুদ্রবিচারে আবদ্ধ, তাঁহারা পুষ্টিমার্গের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। ভগবানের সহিত সমতা বা তাঁহা অপেক্ষাও অধিক সামর্থ্যযুক্ত না হইলে প্রেমসেবা হয় না। বিশ্রম্ভ-সখ্যরসের রসিকগণ কৃষ্ণকে উচ্ছিষ্ট ফল ভক্ষণ করাইতে পারেন—কৃষ্ণের ঘাড়ে চড়িতে পারেন; বৎসল-রসের রসিক যশোদা পুত্রজ্ঞানে ও পাল্যবিচারে কৃষ্ণকে বন্ধন ও প্রহারাদি পর্য্যন্ত করিতে পারেন; এবং মধুর-রসের রসিকা শ্রীবৃষভানুনন্দিনী প্রমুখা গোপীগণ সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণকে সেবা করিতে পারেন, আশ্রয় হইয়াও বিষয়ের দ্বারা আনুগত্য করাইতে পারেন। এই সকল কথা প্রাকৃত-বিচার বা অক্ষজ-জ্ঞান প্রবল থাকিতে কেহই বুঝিতে পারিবেন না; অথবা কেহ বুঝিবার চেষ্টা করিলেও অনর্থ উৎপন্ন হইবে মাত্র।

শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব ও শ্রীনিম্বার্কের বিচার

শ্রীলক্ষ্মণদেশিকাচার্য্যের বিচারে কেবলমাত্র বৈকুণ্ঠের শান্ত ও দাস্য-রসের কথা পাই। কিন্তু প্রীতিবর্দ্ধিত বিশ্রম্ভসখ্যাদির কথার নিকট ঐশ্বর্য্য-মার্গের কথা যে নিতান্ত বাল-ভাষিত, তাহা রাগানুগ-সম্প্রদায়ের বিচারের দ্বারাই বুঝিতে পারিবেন। পূর্ব্বকালে

ভারতবর্ষে যে নাস্তিক্যবাদ বিভিন্ন নাম ধারণ করিয়া বৌদ্ধমত, জৈনমত ও নির্ব্বিশেষ মায়াবাদ-নামে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার নিরাকরণকল্পে শ্রীরামানুজাচার্য্য দাস্যভাবে ভগবানের যে নিত্য উপাসনার কথা জগতে প্রচার করিয়াছেন, তজ্জন্য সমগ্র বৈষ্ণবজগৎই তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন। কিন্তু রাগানুগভজনই সর্ব্বোচ্চ পরবর্ত্তিকালে শ্রীমধ্বমুনি ও শ্রীনিম্বার্কাদি আচার্য্যগণও এইবিষয়ে সুষ্ঠু ও সুষ্ঠুতরভাবে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয় ও শ্রীবল্লভানুগ গণের মিলনাকাঙ্ক্ষা

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের সহিত গোপীনাথ ও বিঠ্ঠলের যেরূপ মিলন হইয়াছিল, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত শ্রীবল্লভাচার্য্যের যেরূপ সম্মেলন হইয়াছিল, শ্রীগৌড়ীয়গণ ও বল্লভানুগ গণও যদি সেইরূপ প্রেমনয়নে পরস্পর মিলিত হইতে পারেন, তাহা হইলে উভয়েই এক সেব্যবিগ্রহ শ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রেমসেবা করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন,—পরস্পরের সাপত্ন্যভাব আর থাকিবে না।

প্রথম খণ্ড